॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

দশমঃ স্কন্ধঃ

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।
বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥১॥

১। **অন্বয়ঃ** বৃষ্ণীনাং প্রবরঃ (যাদবানাং অত্যাদৃতঃ), কৃষ্ণস্যদয়িতঃ (প্রিয়ঃ), মন্ত্রী, সখা, সাক্ষাৎ বৃহস্পতেঃ শিষ্যঃ বুদ্ধিসত্তমঃ উদ্ধবঃ।

১। **মূলানুবাদ** ঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ! যাদবদের অতি আদৃত, কৃষ্ণের প্রিয়, মন্ত্রী, সখা উদ্ধব বৃহস্পতিব সাক্ষাৎ শিষ্য, অতিশয় বুদ্ধিমান।

১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ

আর্ত্তৈকশরণং কৃষ্ণমার্ত্তান্ ব্রজজনাংশ্চ তান্।
তদ্বার্ত্তাশ্বাসকং ভক্তমার্ত্ত্যা বন্দে দুরাশয়া ॥

এবমাত্মনঃ প্রাথমিকাবশ্যসমাপ্ত্যা 'তথা আয়াস্যে' ইতি, 'দ্রষ্টুমেষ্যামঃ' (শ্রীভা১০।৪৫।২৩) ইতি স্ববাক্যব্যভিচারতর্কতস্তেষামার্ত্তিবশেষশঙ্কয়া চ ব্রজং গন্তুমর্হোঽপি যৎ শ্রীভগবান্নাজগাম, তত্র শ্রীনন্দ-যশোদাদি-প্রেমবদ্ধতয়া পুনস্তদাগমনাভাবমাশঙ্কমানানাং শ্রীবসুদেবদেবক্যাদানাং গুরুত্বেনা লঙ্ঘনীয়বাক্যানামননুজ্ঞৈব কারণং লক্ষ্যতে। 'জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্ (শ্রীভা০ ১০।৪৫।২৩) ইত্যুক্তত্বাৎ। শ্রীব্রজরাজাদিভিশ্চ তদ্বিধ গুরুজনানামিচ্ছারক্ষামপ্যুল্লঙ্ঘ্য তদাগমনস্য তত্র মঙ্গলাতিক্রমশঙ্কয়া স্ফুটমপ্রার্থিতত্বাৎ জরাসন্ধাদি-মহাশত্রুভ্যো রক্ষা চাস্যাস্মদ্ব্রজে ন স্যাৎ, কিন্তু দুর্গাদিসম্পত্তিমত্যাং পুর্য্যামেব স্যাদিতি স্বয়মপি বিচারিতত্বাচ্চ। অতঃ শ্রীবসুদেবাদিভ্যো গোপনানুসারে

তৈবোদ্ধবং প্রতি 'ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ' ইতি বক্ষ্যতে। 'অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া। গতাংশ্চিরায়িতাঞ্ছত্রুপক্ষ-ক্ষপণচেতসঃ॥' (শ্রীভা ১০।৮২।৪১) ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ জরাসন্ধাদিদুর্জ্জননির্জ্জয়াদিকৃত্যশেষোঽপি কারণান্তরবৎ। অন্যথা তৈর্যদূনাং ব্রজজনানামপি যুগপৎ মহানুপদ্রবঃ স্যাৎ। অত ঔদাসীন্য-ব্যঞ্জনায় শ্রীনন্দাদীন্ স্বনিকটেঽপি নাজুহাব। কিঞ্চ, যুগপদুভয়ত্র পিতৃত্বাদিব্যবহারস্যাভিরুচিতলীলাবেশাদীনাং সমঞ্জসতায়াং দুর্ঘটতা স্যাৎ, নিজপ্রেয়সীনাং চানয়নেঽনানয়নে চাসমঞ্জসত্বমিতি। অতএব পূর্ব্বমপি 'বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্', 'জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামঃ' (শ্রীভা ১০।৪৫।২৩) ইত্যেবোবাচ, ন ত্বাহ্বয়িষ্যাম ইতি। অতস্তাদৃশানপি বো বয়মেব দ্রষ্টুমেষ্যামঃ, ন তু যূয়মত্রাগচ্ছতেতি ব্যঞ্জনামভিপ্রেত্যৈব তয়োর্দিদৃক্ষয়া স্বয়ং শ্রীনন্দাদয়োঽতিনিরূঢ়া অপি ব্রজান্নাগতাঃ। তত্তদুদ্রবাপাতাৎ পুরে ব্রজে চ যুগপৎ প্রকটা স্থিতিশ্চ ন যুক্তা।— তজ্জ্ঞানে শ্রীমন্নন্দাদীনামস্মদীয়ত্বে জ্ঞানহান্যা বন্ধুভাবহানিশ্চ স্যাৎ। যথৈব বক্ষ্যতে—'যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে' (শ্রীভা ১০।৪৭।৩৫) ইত্যাদি, তস্মাত্তথা স্থিতিমপি ন চকার। অপ্রকট স্থিতিস্তু তস্য সর্ব্বদাস্ত্যেব, তথৈব প্রতিপাদয়িষ্যতে; 'মা শোচতং মহাভাগৌ' (শ্রীভা ১০।৪।১৮) ইত্যাদৌ, 'ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ' (শ্রীভা ১০।৪৭।২৯) ইত্যাদৌ চ। কিন্ত্বসৌ প্রকটলীলাবির্ভাবিনাং তেষামনুভবগোচরো ন ভবতি, প্রকটলীলায়ামপি মধ্যে মধ্যে যত্তস্য ব্রজস্থং কঞ্চিৎ কঞ্চিৎ প্রতি গুপ্তমাগমনং তদপ্যুৎকণ্ঠাপ্রধানানাং স্ফুরণভ্রমকরত্বাদ্বিশ্বাসায় ন ভবতি। তস্মাদন্তবক্রবধান্তে পাদ্মোত্তরখণ্ডে বর্ণয়িষ্যমাণং শ্রীভাগবতমতে চ বাঞ্ছয়িষ্যমাণং যাবত্তত্র নিজগমনং সম্পদ্যতে, তাবত্তেষাং যথা কেনাপি ব্যাজোপদেশেন তত্তদ্বিশ্বাসাস্পদং স্যান্মহারাজত্ববৈভবং শ্রবণঞ্চ স্যাৎ, তথা সমাধাতুং স্বয়মগত্বা স্বস্যাগমনে কেবল-শ্রীরামগমনঞ্চ দুঃখকরং মত্বা স্বতুল্যেন শ্রীমদুদ্ধবাখ্যেন প্রিয়সখেন তাদৃশং সন্দিশ্য শ্রীব্রজবাসিনঃ সান্ত্বয়ামাসেতি ক্রমপ্রাপ্তাং লীলাং বক্তুমারভতে অধ্যায়দ্বয়েন।

বৃষ্ণীনামিতি—বৃষ্ণীনামসংখ্যানামূর্দ্ধোর্দ্ধমহানুভাবানাং বিবিধভাবানামপি সর্ব্বেষামেব যাদবানাং সম্মত আদৃতবচনাচরণঃ। প্রবর ইতি পাঠেঽপি তথৈবাভিপ্রায়ঃ। ইতি পরমমাহাত্ম্যং পরম-সামঞ্জস্যমভিপ্রেতম্। তেন চ ব্রজজনানামপি তাদৃশাং সান্ত্বনে সামর্থ্যম্। কিঞ্চ, মন্ত্রী গুপ্তযুক্তিপ্রদোঽমাত্যবিশেষ ইতি বিশ্বাসাস্পদত্বেন যুক্তিনৈপুণ্যেন চ তৎসামর্থ্যং, তেন চ পূর্ব্বলিখিতযুক্তিরপি শ্রীভগবতা তস্মিন্ স্বয়মেব কদাচিদ্ব্যঞ্জিতাস্তীতি গম্যতে। ন কেবলমেতাবৎ, কিন্তু কৃষ্ণস্য চ দয়িতো দয়াবিশেষবিষয় ইত্যনির্ব্বনীয়গুণত্বং, তেনাত্মীয়তয়া স্বীকৃতত্বং চোক্ত্বা আত্মগম্যস্থান-প্রস্থাপনে শ্রীগোপিকাস্বপি সন্দেশে যোগ্যত্বঞ্চ। এবমন্তরঙ্গলোকদৃষ্ট্যা যথোত্তরশ্রেষ্ঠেন তন্মহিমানমুক্ত্বা তদ্যোগ্যতাবৈশিষ্ট্যম্ তথা সখা অসঙ্কোচ প্রেম্ণা দত্তসখ্যপদবী কোঽপি ইতি। শ্রীকৃষ্ণেনাপি গুণরূপবয়-আদৌ সাম্যং, সর্ব্বযাদবেভ্যঃ তস্য পরমাসঙ্কোচ-বিস্রম্ভাস্পদত্বং চোক্ত্বা বহিরঙ্গ-লোকদৃষ্ট্যাপ্যাহ— বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদেব শিষ্যঃ, ন তু শিষ্যাদিদ্বারাধ্যাপনাদিত্যর্থঃ। তচ্চ নীতিশাস্ত্রমারভ্য শ্রীভাগবতপর্য্যন্তস্যেতি জ্ঞেয়ম্। বৃহস্পতে-

রপি তত্র সঙ্কর্ষণ-সম্প্রদায়ান্তঃপাতাদিতি চ পরম- বাগ্মিত্বমুক্ত্বা তেষাং শ্রীকৃষ্ণজিত্বর-শুদ্ধপ্রেমবাক্যানাং প্রত্যুত্তরে তস্য তু যৎকিঞ্চিৎ সামর্থ্যং ব্যঞ্জিতম্। সর্ব্বত্র হেতুঃ—বুদ্ধিসত্তম ইতি। এবং শ্রীভগবত ইব ষড়্‌গুণা দর্শিতা। এতদেব চ মনসি বিচারিতং শ্রীভগবতা—'নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনঃ' (শ্রীভা ৩।৪।৩১) ইতি উদ্ধব-নামা শ্রীবসুদেবস্য ভ্রাতুর্দেবভাগস্য পুত্রঃ, তত্রাস্তীতি শেষঃ। যদ্যপি হরিধংশে—'উদ্ধবো দেবভাগস্য মহাভাগঃ সুতোঽভবৎ। পণ্ডিতানাং পরং প্রাহুর্দেবশ্রবসমুদ্ধবম্॥' ইতি দ্বয়োরপি ভ্রাত্রোরুদ্ধবনামানৌ পুত্রৌ কথ্যেতে, তথাপ্যয়ং দেবভাগ-সুত এব জ্ঞেয়ঃ, মহাভাগত্বং খলু তাদৃশ-শ্রীকৃষ্ণকৃপাযোগ্যত্বং, ন তু পণ্ডিত মাত্রত্বম্। তদেবমেব—'কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূর-নন্দনঃ' (শ্রীভা ১০।৪৬।১৬) ইতি স এষ ব্রজেশ্বরেণ তথা সম্বোধয়িষ্যতে। শ্লেষণ সাক্ষাদুদ্ধবঃ মূর্ত্তিমান্নু-ৎসব ইত্যর্থঃ॥ জী০ ১॥

১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ আর্তৈকশরণ কৃষ্ণকে, সেই ব্রজজনকে, আর্ত-আশ্বাসক ভক্তকে আর্তিতে বন্দনা করছি দুরাশয় আমি শ্রীজীব।

এইরূপে মথুরায় নিজের অবশ্য করণীয় কাজ, বসুদেব প্রভৃতি মাথুরজনদের আনন্দ দান, গুরুগৃহে বাস ও গুরুপুত্র-আনায়ন ইত্যাদি সমাপ্তিতে "শীঘ্রই আসবো" বলে গোপীদের, এবং "মথুরার বন্ধুদের সুখবিধান পূর্বক আপনাদের দেখার জন্য ব্রজে ফিরে যাবো" বলে পিতা নন্দকে যে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, সেই নিজ মুখের কথার অন্যথাচরণ হয়ে যাচ্ছে, এই চিন্তায়, আর তাঁদের আর্তিবিশেষ আশঙ্কায় ব্রজে যাওয়াই উচিত হলেও শ্রীকৃষ্ণ যে গেলেন না, সে বিষয়ে কারণ, এইরূপ বুঝা যায়, যথা—(১) শ্রীনন্দ যশোদাদির প্রেমবদ্ধতা হেতু সেখানে একবার গেলে পুনরায় সেই সময়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই, এরূপ আশঙ্কমান্ শ্রীবসুদেব দেবকী প্রভৃতির আদেশ, গুরুজন বলে যা অলঙ্ঘণীয়, (২) আরও কারণ "মথুরার জ্ঞাতিদের সুখবিধান পূর্বক আপনাদের দেখার জন্য ব্রজে যাব," এরূপ বলা থাকলেও ব্রজ-রাজাদি দ্বারা ব্রজে আসার জন্য কৃষ্ণ স্পষ্টভাবে প্রার্থিত হন নি, বসুদেবাদির মতো গুরুজনদের ইচ্ছা-রক্ষা বিষয়েও বিরুদ্ধাচরণ করে ব্রজে গেলে কৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কা হেতু। (৩) আরও জরাসন্ধাদি মহাশত্রু থেকে রক্ষাও আমাদের ব্রজে থেকে হতে পারে না, কিন্তু দুর্গাদি সম্পত্তিশালী পুরীতেই হতে পারে কৃষ্ণ নিজেও এরূপ বিচার করা হেতু। সুতরাং শ্রীবসুদেবাদিকে গোপন করে উক্ত হল "ভক্ত-মেকান্তিনং" ইতি (ভা০ ১০।৪৬।২) অর্থাৎ 'অনন্য চিত্ত প্রিয় ভক্ত উদ্ধবের হাত ধরে বললেন',—"গচ্ছোদ্ধব" —(১০।৪৬।৩)। অর্থাৎ 'হে সৌম উদ্ধব, তুমি ব্রজে যাও।' "অপি স্মরথ নঃ"—(ভা০ ১০।৮২।৪১)—অর্থাৎ 'হে সখীগণ আত্মীয়গণের প্রয়োজন সাধনের জন্য আমরা স্থানান্তরে গমন করে এতদিন শত্রুনির্যাতন কার্যে নিবিষ্টচিত্ত ছিলাম, সুতরাং দীর্ঘকালের অদর্শনে আমাকে ভুলে যাও নি তো।' — এই সব বক্তব্য অনুসারে বুঝা যায়, জরাসন্ধাদি দুর্জন-পরাভবাদি অশেষ কৃত্য, এবং এইরূপ অন্য কারণে ব্রজে যেতে পারেন নি—অন্যথা জরাসন্ধাদির দ্বারা যদুদের এবং ব্রজজনদের উপর যুগপৎ মহাউপদ্রব হতো। অত-এব ব্রজজনদের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করার জন্য শ্রীনন্দাদিকেও নিকটে ডেকে আনেন নি। আরও,

যুগপৎ ব্রজে ও মথুরায় উভয়স্থানে পিতামাতাদি-ব্যবহার সম্বন্ধে অভিরুচিত লীলা-বেশাদির সামঞ্জস্য-বিধান করা দুর্ঘট হয়ে যেত—নিজ প্রেয়সীদেরও মথুরা আনায়ানে, না-আনায়নে সামঞ্জস্য বিধান করা যেত না। —তাই পূর্বেও (শ্রীভা॰ ১০।৪৫।২৩) শ্লোকে "বয়ঞ্চ স্নেহ-দুখিতান্ ইতি"—অর্থাৎ "হে পিতা (নন্দ) বসুদেবাদি সুহৃদ্‌দের সন্তুষ্ট করত জ্ঞাতি ভাবাপন্ন আপনাদের দেখতে যাবো।" — এরূপ বলা হয়েছে, আপনাদের মথুরায় ডেকে নিয়ে আসব, এরূপ বলা হয় নি। অতএব তাদৃশ বিরহকাতর 'বো' আপনাদের আমরাই দেখতে যাব, আপনারা এই মথুরায় আসবেন না, এরূপ ব্যঞ্জনাই অভিপ্রেত এখানে —কৃষ্ণবলরামকে দেখবার ইচ্ছায় স্বয়ং শ্রীনন্দাদিও অতিশয় বিরহকাতর হয়েও ব্রজ থেকে আসেন নি মথুরায়। —জরাসন্ধাদি থেকে সেই সেই উপদ্রব এসে পড়া হেতু মথুরাপুরীতে ও ব্রজে যুগপৎ প্রকট স্থিতিও যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ ভগবত্তাজ্ঞানে শ্রীমন্নাদাদির মদীয়তা-জ্ঞানের হানি হেতু বন্ধুভাবের হানিও হতো, আরও পরে বলা হয়েছে,—"দূরবর্তী প্রেষ্ঠজনে স্ত্রীলোকের মন যেরূপ সম্যক্ প্রবিষ্ট হয়ে বর্তমান থাকে, নয়ন গোচর হয়ে বর্ত্তমান থাকলে সেরূপ হয় না"—(শ্রীভা॰ ১০।৪৭।৩৫), সুতরাং সেরূপ স্থিতিও করেন নি। অপ্রকটস্থিতি কিন্তু কৃষ্ণের সর্বদাই আছে। উপরে যেরূপ উক্ত হল, সেইরূপই প্রতিপাদিত দেখা যায়—(শ্রীভা॰ ১০।৪।১৮) শ্লোকে, যথা—কংসের উক্তি—"হে পরমবিবেকীদ্বয় প্রাণীগণ দৈবাধীন চিরকাল একস্থানে থাকতে পারে না"। —আরও (শ্রীভা॰ ১০।৪৭।২৯) শ্রীভগবান্ বলছেন—"হে গোপী-গণ আমি সর্বাত্মা, অতএব আমার সহিত কখনও তোমাদের বিচ্ছেদ হতে পারে না," ইত্যাদি। —কিন্তু অপ্রকট-স্থিতি কালে প্রকটলীলায় অবতীর্ণ নন্দাদি ব্রজবাসিগণের অনুভব-গোচর হন না তিনি। (প্রকটলীলা—ভক্ত-অভক্ত সকল লোকেরই চর্মচক্ষে দৃশ্যমান লীলা)। প্রকটলীলায়ও মধ্যে মধ্যে যে, কৃষ্ণের ব্রজস্থ কারুর কারুর কাছে গুপ্ত আগমন, তাও উৎকণ্ঠা প্রধান জনদের স্ফুরণ-ভ্রমকর হওয়া হেতু বিশ্বাসজনক হয় না। —সেই হেতু দন্তবক্র বধের পর পাদ্মোত্তর খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে, এবং শ্রীভাগবত মতে প্রকাশিত রয়েছে—যতদিন ব্রজে নিজের সাক্ষাৎভাবে গমন না হয়ে উঠে, ততদিন যাতে ব্রজবাসি-দের কোনও ছলোপদেশে সেই সেই স্ফূর্তির দর্শন বিশ্বাসাস্পদ হয়, আর নিজের মহারাজত্ব বৈভব শ্রবণ হয়, তথা সমাধানের জন্য ব্রজে নিজের সাক্ষাৎ অগমনে কেবল শ্রীবলরামের গমনও দুঃখকর হবে মনে করে স্বতুল্য শ্রীউদ্ধব নামক প্রিয় সখাদ্বারা তাদৃশ খবর পাঠিয়ে শ্রীবাসিদের সান্ত্বনা দান করলেন। —এইরূপ ক্রমপ্রাপ্ত লীলা বলতে আরম্ভ করলেন অধ্যায় দ্বয়ে, "বৃষ্ণীণামিতি"।

বৃষ্ণিনাম্ সম্মাত- অসংখ্য অসংখ্য শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ মহানুভব বিবিধ ভাববিশিষ্ট যাদব সকলের **সম্মাত**—অতি আদৃত উদ্ধব অর্থাৎ যার বাক্য ও আচরণের প্রতি সকলেরই আদরবুদ্ধি আছে সেই উদ্ধব।— (পাঠ 'সম্মত' ও 'প্রবর' দুপ্রকার)। প্রবর পাঠেরও একই অভিপ্রায়,- উদ্ধবের পরম মাহাত্ম্য পরম সমীচীনতা অভিপ্রেত। আরও এই বিশেষণে তাদৃশ ব্রজ জনদের সান্ত্বনে সামর্থ্য ব্যঞ্জিত হচ্ছে। আরও **মন্ত্রী**—গুপ্ত পরামর্শপ্রদ আমত্যবিশেষ-বিশ্বাসের পাত্ররূপে ও পরামর্শনৈপুন্যে এই উদ্ধবের সামর্থ্য বুঝানো হল এই পদে,—এরদ্বারা আরও বুঝানো হল, পূর্বলিখিত পরামর্শও শ্রীভগ-

বানের ইচ্ছা শক্তিতেই তার ভিতরে নিজে নিজেই কখনও কখনও প্রকাশিত হয়, কেবল যে এ-পর্যন্তই তা নয়, কিন্তু উদ্ধব কৃষ্ণের **দয়িতঃ**—অত্যন্ত প্রিয়।— দয়া বিশেষের পাত্র।—এই রূপে উদ্ধবের অনির্বচনীয় গুণশালিতা ও আত্মীয়রূপে স্বীকার উক্ত হওয়ায় নিজেরই গমনযোগ্য স্থানে তাঁর প্রেরণ-বিষয়ে, এমন কি গোপীদের নিকটেও খবর পাঠান-বিষয়ে যোগ্যতা উক্ত হল, এই 'দয়িত' পদে। বলা হল, —এইরূপে অন্তরঙ্গলোক-দৃষ্টিতে যথা পরপর শ্রেষ্ঠতা লক্ষণে তাঁর মহিমা নির্দেশে যোগ্যতা বৈশিষ্ট্য বলা হল, তথা **সখা**—অসঙ্কোচ প্রেম-লক্ষণে কোনও সখ্যপদবী দেওয়া হল।—শ্রীকৃষ্ণের সহিত গুণরূপ-বয়স-আদিতে সমতা, এবং সর্বযাদবের মধ্যে উদ্ধব যে কৃষ্ণের পরম-অসঙ্কোচ প্রণয়পাত্র, তাও উক্ত হল। বহিরঙ্গ-লোক দৃষ্টিতেও বলা হচ্ছে,—**সাক্ষাৎবৃহস্পতেঃ শিষ্যো**—বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য, বৃহস্পতির শিষ্যাদি-দ্বারা যে, শিক্ষাপ্রদান তা নয়।— আরও শিক্ষাদান হল, নীতি শাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে শ্রীভাগবত পর্যন্ত, এরূপ বুঝতে হবে। 'আরও বৃহস্পতিও সঙ্কর্ষণ সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ায় উদ্ধবের পরম বাগ্মিতাগুণ নির্দেশ করা হল,—এতে ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ী শুদ্ধ প্রেমবাক্য সমূহের প্রত্যুত্তরে তাঁরও যৎকিঞ্চিৎ সামর্থ্য ব্যঞ্জিত হল। —সর্বত্র হেতু **বুদ্ধিসত্তমঃ**—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের মত ষড়্‌গুণ যে উদ্ধবের আছে, তা দেখান হল এই বাক্যে—কৃষ্ণের মনের বিচার এরূপই, যথা—"নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূন"—(শ্রীভা০ ৩।৪।৩১) অর্থাৎ 'উদ্ধব আমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মাত্রও ন্যূন নয়, কারণ ইনি কামাদি বেগধারণে সমর্থ। সুতরাং ইনিই মদ্বিষয়ক জ্ঞান লোককে শিক্ষা দিতে পারেন।'— উদ্ধব বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র। যদিও হরিবংশের মতে—"উদ্ধব নামে দেবভাগের এক মহা সৌভাগ্যশালী পুত্র ছিল"—পণ্ডিতদের অপর কেহ বলেন "বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবের পুত্র উদ্ধব।" দুই ভাই-এরই উদ্ধব নামে পুত্র থাকলেও এই উদ্ধব দেবভাগের পুত্র, এরূপ জানতে হবে।—'মহাভাগ' পদটি তাদৃশ কৃষ্ণকৃপা যোগ্যতা বুঝাচ্ছে, কেবল যে পাণ্ডিত্যই বুঝাচ্ছে,তা নয়। (শ্রীভা০ ১০।৪৬।১৬) শ্লোকে এই উদ্ধবকে ব্রজেশ্বর নন্দ 'মহাভাগ' বলেই সম্বোধন করেছেন।—অর্থান্তরে 'সাক্ষাদুদ্ধব' মূর্তিমান উৎসব॥ জী০ ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ষট্‌চত্বারিংশকে গোষ্ঠং গত উদ্ধব উদ্ধবম্।
দদর্শাস্থেশয়োঃ কৃষ্ণ-বিরহাদত্যনুদ্ধবম্॥

স্ব-বিচ্ছেদবতাং ব্রজস্থানাং দুঃখমনুস্মৃত্য তেন স্বয়ং ব্যাকুলস্তদ্দুঃখহরং মৎসন্দেশং প্রাপয়িতুং তত্তৎ প্রেম্ণাঞ্চ সর্বোৎকর্ষং খ্যাপয়িতুমত্র পুর্যাং কোঽনুরূপো যঃ খলু ব্রজনগরস্থ তত্রস্থানাং তত্তৎ প্রেমণাঞ্চ মাধুর্যসুধাসিন্ধৌ খেলিতুং কৃতঃপরঃসহস্রতপস্কোঽস্তীতি পরামৃশতি; ভগবত্যকস্মাত্তত্রৈবাগতমুদ্ধবং তৎকৃত্য-সাধকং জ্ঞাপয়িতুং বিশিনষ্টি। বৃষ্ণীনাং সম্মতঃ যদুবংশ্যৈঃ সর্বৈরেব প্রমাণীকৃতবচনাচরণাদিভিরিত্যর্থঃ। তেন ব্রজাদাগত্য যদয়ং তত্তৎপ্রেমাণমনুভূয় শ্রীযশোদা-নন্দয়োঃ গোপানাং গোপীনাং প্রেম্ণাং সৌভা-গ্যোৎকর্ষান্ অত্র তেভ্যোঽপি পরঃসহস্রান্ বক্ষ্যতে তত্র সর্বেঽপি বৃষ্ণয়ো বিশ্বাসং প্রাপ্স্যন্তি। যেঽমী পরমেশ্বরপুত্রকত্বেন দেবকীবসুদেবয়োরেব সৌভাগ্যস্য প্রেম্ণশ্চ সর্বোৎকর্ষং তৎসম্বন্ধিত্বেন স্বেষামেব চ তং মন্যন্ত ইতি ভাবঃ। মন্ত্রীতি ব্রজস্থানাং সান্ত্বনং, যয়া মন্ত্রণয়া সম্ভবেত্তদভিজ্ঞ ইতি ভাবঃ। কৃষ্ণস্য

দয়িতো বল্লভ ইত্যত এব ব্রজপ্রেমসুধাপানযোগ্যতেতি ভাবঃ। সখেতি ব্রজভূমৌ সুবলস্যেবাস্যাপ্যুজ্জ্বলরস-সংলাপবাবদূকত্বং হৃদুৎপন্নমেবাগ্রতস্ত্বদধিকমেবোৎপৎস্যতে তথা "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূন" ইতি তৃতীয়োক্তেশ্চ, কৃষ্ণতুল্যত্বাৎ কৃষ্ণপ্রতিমূর্তিনা অনেন কৃষ্ণদূত্যং সাধু সংপৎস্যতে ইতি ভাবঃ। বৃহস্পতেঃ সাক্ষাৎ শিষ্য ইত্যস্য বুদ্ধেরতিতৈক্ষ্ণ্যং দৃষ্ট্বা স্বয়মেব বৃহস্পতিরিমং সর্বশাস্ত্রাণ্যধ্যাপয়ামাস; কিন্ত্বেকস্মিন্ শাস্ত্রে বৃহস্পতেরপ্যগমোঽস্য ন্যূনতেত্যতস্তৎ সর্বমুকুটোত্তমং কৃষ্ণবশীকারকং প্রেমশাস্ত্রমেনং কৃষ্ণদয়িতত্বাৎ ব্রজে গোপিকা এবাধ্যাপয়িষ্যন্তীতি ভাবঃ। বুদ্ধিসত্তম ইতি অতিবুদ্ধিমত্ত্বাৎ তচ্ছাস্ত্রাবধারণক্ষমমেনং কৃষ্ণোঽপি রহসি পট্টমহিষীসভায়াং তচ্ছাস্ত্রমেব বাচয়িষ্যতি। তদেব শ্রুত্বা—"ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ। গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ"—ভা০ ১০।৮৩।৪৩ ইত্যুক্তিমত্যঃ পট্টমহিষ্যোঽপ্যভিলষিষ্যন্তীতি ভাবঃ। উদ্ধবোঽয়ং বসুদেবভ্রাতুর্দেবভাগস্য পুত্রঃ। তদুক্তং হরিবংশে,—"উদ্ধবো দেবভাগস্য মহাভাগঃ সুতোঽভব"দিত্যত এব "কচ্চিদঙ্গ মহাভাগে"তি শ্রীনন্দন সংবোধয়িষ্যতে। শ্লেষেণ সাক্ষাদুদ্ধবো মূর্তিমানুৎসব ইতীমং দৃষ্ট্বা ব্রজস্থা উৎসবং প্রাপ্স্যন্তীতি ভাবঃ ॥১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ৬৪ অধ্যায়ের কথা সার - উদ্ধব মহাশয় আনন্দমুখর গোষ্ঠে আগমন করলেন। গোষ্ঠের ঈশ্বর-ঈশ্বরী নন্দ-যশোদার কৃষ্ণবিরহ হাহাকার দর্শন করলেন।

স্ববিচ্ছেদাকুল ব্রজজনদের দুঃখ অনুস্মরণ করে সেই বিচ্ছেদে স্বয়ং ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণ বিচার করতে লাগলেন—এই দুঃখ-হর মদীয় খবর পৌছানোর জন্য, সেই সেই প্রেমের সর্বোৎকর্ষতা প্রচার করবার জন্যে এই মথুরাপুরীতে কে উপযুক্ত ব্যক্তি আছে, যে সেইস্থানের প্রেমমাধুর্যসিন্ধুতে খেলে বেড়াতে পরসহস্র তপস্যা করেছে। এমন সময় অকস্মাৎ কৃষ্ণের নিকটে সেই স্থানেই তৎকৃত্য সাধক উদ্ধব এসে উপস্থিত হলেন! এই উদ্ধবের পরিচয় দেওয়ার জন্য নানা বিশেষণে-বিশেষিত করা হচ্ছে, যথা **বৃষ্ণিনাং প্রবর** - যাদবগণের সম্মত। —যদুবংশের সকলের দ্বারাই প্রমানীকৃত-বচনাদি লক্ষণে সম্মত, তাই ব্রজ থেকে ফিরে এসে সেই ব্রজপ্রেম অনুভব করত সে যদি বলে শ্রীযশোদা-নন্দ ও অন্যান্য গোপ-গোপীদের প্রেমসৌভাগ্যের উৎকর্ষ মথুরাবাসিদের থেকেও পরসহস্র, তা বিশ্বাস করে নিবে সকল যাদবরাই, যাঁরা পরমেশ্বরকে পুত্ররূপে পেয়েছে বলে দেবকী-বসুদেবের সৌভাগ্যের ও প্রেমের সর্বোৎকর্ষতা, ও তৎসম্বন্ধিরূপে কৃষ্ণকে নিজেদেরই মনে করে। **উদ্ধব মন্ত্রী** - ব্রজজনদের সান্ত্বনা যে মন্ত্রনা দ্বারা সম্ভব, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ, এরূপ ভাব। **কৃষ্ণস্য দয়িতঃ**—কৃষ্ণের বল্লভ, সে কারণে ব্রজপ্রেমসুধা-পানের যোগ্যতা আছে, এরূপ ভাব। **সখা** ব্রজভূমিতে সুবলের মত এই উদ্ধবও উজ্জ্বলরস-সংলাপ-বিদগ্ধ। কথা হৃদয়ে উদয় মত্রেই বেশীর ভাগই ঠোটের আগে ঝপ্ করে এসে যায় এরূপ ভাব **সাক্ষাৎ শিষ্যো বৃহস্পতেঃ**—বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য। এঁর বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ দেখে স্বয়ং বৃহস্পতিই এঁকে সর্বশাস্ত্র অধ্যায়ন করালেন। কিন্তু একটি শাস্ত্র বৃহস্পতিরও অগম্য হওয়ায় তার ন্যূনতা রয়েছে, তাই সেই সর্বমুকুটোত্তম কৃষ্ণবশীকারক প্রেমশাস্ত্র কৃষ্ণদয়িত বলে উদ্ধবকে ব্রজে

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্তিহরো হরিঃ ॥২॥

২। **অন্বয়ঃ** প্রপন্নার্তিহর ভগবান্ হরিঃ ক্বচিৎ (রহসি) একান্তিনম্, (অনন্য চিত্তং) প্রেষ্ঠং ভক্তং তং (উদ্ধবং) পাণিনা পানিং গৃহীত্বা আহ।

২। **মুন্সানুবাদঃ** শরণাগত সন্তাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একান্ত ভক্ত, প্রিয়তম উদ্ধবকে নির্জনে হাতে হাত ধরে বলতে লাগলেন।

গোপীকারাই অধ্যায়ন করাবেন, এরূপ ভাব। **বুদ্ধিসত্তমঃ**—অতি বুদ্ধিমান হওয়া হেতু সেই শাস্ত্র-অবধারণ সক্ষম উদ্ধবকে কৃষ্ণও নির্জনে পট্টমহিষী-সভাতে পড়াবেন সেই কথা যেদিন পট্টমহিষীরা শুনেছিল সেই দিন থেকেই তাদের চিত্তে উহা প্রাপ্তির কামনা জেগেছিল, যথা—পট্টমহিষীদের উক্তি—'ব্রজস্ত্রিয়ো যাদ্বাচ্ছন্তি'—(শ্রীভাব ১০।৮৩।৪৩) অর্থাৎ ব্রজরমনীগণ, পুলিন্দরমনীগণ এমন কি ব্রজের তৃনলতা রাধাচিত্তের যে ভাব বাঞ্ছা করে, তাই আমরাও কামনা করছি।"—**উদ্ধব**—এই উদ্ধব বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র—ইহা হরিবংশে বলা আছে, যথা—"মহাভাগ্যবান্ উদ্ধব দেবভাগের পুত্র।" এই উক্তি অনুসারে নন্দমহারাজ পরবর্তী ১৬ শ্লোকে উদ্ধবকে 'মহাভাগ' বলে সম্বোধন করলেন। অর্থান্তরে, **সাক্ষাৎ উদ্ধবঃ**—মূর্তিমান উৎসব,—একে দেখে ব্রজজন পরমানন্দ প্রাপ্ত হলেন, এরূপ ভাব। বি০ ১।

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** তস্য শ্রীকৃষ্ণদয়িতত্বাদৌ হেতুং তত্র তৎপরতাঞ্চ বিশেষতৈর্দর্শয়ন্ তাদৃশ-তদ্বর্ণনস্যোদ্দেশ্যমাহ—তমিতি। প্রেষ্ঠং বাল্যমারভ্যৈবাতিশয়েন প্রীতিকর্ত্তারং, ভক্তং পরমাদরেণ সেবাতৎপরঞ্চ। 'যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ। তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া॥' ইত্যাদি তৃতীয়াদ্যুক্তেঃ (২।২)। অতএবৈকান্তিনং তদেকাপেক্ষকম্, যথোক্তং শ্রীগজেন্দ্রেণ (শ্রীভা ৮।৩।২০)—'একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং, বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ' ইতি, শ্রীবৈষ্ণবৈরপি—'বিহায় পিতৃদেবাদীন্ পরিনিষ্ঠাং গতো হরৌ। তদগাঢ়প্রেমভিঃ পূর্ণ একান্তীতি নিগদ্যতে।' ইতি। অত্র সর্ব্বযাদবাপেক্ষামপ্যতীত্য তস্যৈকান্তিত্বং জ্ঞেয়ম্। তথাভূতং তমাহ, কিমর্থম্? প্রপন্নানাং 'তবাস্মি' ইতি সকৃদযাচমানানামপি, কিমুত তদেকজীবনানাং ব্রজজনানামার্ত্তিং হরতি সঃ, তেষামার্ত্তিং হর্ত্তুমিত্যর্থঃ। তস্য তত্তজ্জ্ঞান-তাদৃশানুগ্রহাদৌযোগ্যং পদং ভগবানিতি। সার্ব্বজ্ঞ্য দয়াদিগুণানাং মর্য্যাদাবারাংনিধিরিত্যর্থঃ। নন্বপরিহার্য্য নানস্নিগ্ধজন বেষ্টিতেন শ্রীভগবতা তাদৃশ সন্দোশো দুষ্করস্তত্রাহ—ক্বচিৎ কথঞ্চিল্লব্ধে তদেবং দ্বিতীয়ে স্থানে হন্ত তাদৃশং সন্দেশং কয়া মুদ্রয়োবাচ? তত্রাহ—গৃহীত্বেতি। তচ্চ নিজেষ্টপ্রয়োজনে তস্যানুরাগোৎপাদনেচ্ছাতঃ পরমগোপ্যত্বেন শনৈর্নিকটে বিবক্ষাতঃ, তদুক্তিপ্রবৃত্ত্যা প্রেমভরোদয়স্বভাবাচ্চ॥ জী০॥

২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** উদ্ধবের কৃষ্ণপ্রিয়তাদি বিষয়ে যে হেতু, এবং তার মধ্যে যে কৃষ্ণপরতা, তা বিশেষণের দ্বারা দেখিয়ে তাদৃশ সেই বর্ণনের উদ্দেশ্য বলা হচ্ছে—তম্ ইতি। **প্রেষ্ঠং ভক্তং**—প্রিয় ভক্ত (উদ্ধবকে বললেন) অর্থাৎ বালক কাল থেকেই অতি শয়রূপে প্রীতিকর্তা, পরমাদরে সেবা-তৎপর উদ্ধবকে বললেন। —"হে রাজন্! সেই উদ্ধব পাঁচ বৎসর বয়সে খেলা-ধূলায় শ্রীকৃষ্ণের পূজা রচনা করতেন। তখন মা প্রাতরাসের জন্য বার বার আহ্বান করলেও উহা গ্রহণে ইচ্ছুক হতেন না।" (শ্রীভা॰ ৩।২।২)। —অতএব একান্তিনং—একমাত্র কৃষ্ণেতেই অপেক্ষাযুক্ত। —যথা গজেন্দ্রর উক্তি—"ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অতি অদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ শ্রীভগবৎলীলাদি সঙ্কীর্তন করতে করতে আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হয়ে যান—শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আর কিছু চাহিবার থাকে না।' —(ভা॰ ৮।৩।২০)। —শ্রীবৈষ্ণবেও এরূপ আছে—"কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম-পূর্ণ একান্তীজন পিতামাতাদিকে পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীহরিতে পরিনিষ্ঠাগত হন", এরূপ উক্ত হয়। —এইরূপে বুঝা যাচ্ছে, এই মথুরায় সর্বযাদব অপেক্ষাও অতিশয় ঐকান্তিকতা উদ্ধবের **তমাহ**—এইরূপ যে উদ্ধব, তাকে বললেন—কোন্ প্রয়োজনে? ব্রজজনের আর্তিহরণ করার প্রয়োজনে, কারণ প্রপন্নজনের আর্তিহরণ করাই কৃষ্ণের স্বভাব। **প্রপন্নার্তিহর**—আমি তোমার হলাম বলে, একবার যে প্রার্থনা করে তারও আর্তীহরণ করেন তিনি। তদেক জীবন ব্রজজনদের আর্তি যে তিনি হরণ করে থাকেন, এতে আর বলবার কি আছে? ব্রজবাসিদের সেই সেই আর্ত-অবস্থার জ্ঞান ও তাদৃশ 'অনুগ্রহাদি' ব্যাপারে সেই তাঁর সম্বন্ধে যোগ্যপদই হচ্ছে, **ভগবান্**—যার বুৎপত্তিগত অর্থ সর্বজ্ঞতা, দয়াদি গুণাবলীর মর্যাদা-সাগরের নিধিস্বরূপ। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা অপরিহার্য-নানা স্নিগ্ধজন বেষ্টিত শ্রীভগবানের দ্বারা প্রেয়সীদের নিকট তার বর্তমান মনের অবস্থায় খবর পাঠানো দুষ্কর, **ক্বচিৎ**—কোনও প্রকারে অনুকুল দ্বিতীয় স্থানে লব্ধ হলে হায় হায় তাদৃশ খবর তথায় হাত-পা-মুখের কোন্ ভঙ্গীতে বললেন? এরই উত্তরে **গৃহীত্বা ইতি**—হাতে হাত ধরে—সেও নিজ অভিপ্রেত প্রয়োজনে উদ্ধবের অনুরাগ-উৎপাদন ইচ্ছায়, পরমগোপ্যরূপে ধীরে ধীরে কানে কানে বলবার ইচ্ছায় হাতে হাত ধরে বলতে লাগলেন—এই কথার প্রবৃত্তি হেতু ও প্রেমভর-উদয় স্বভাব হেতু॥ জী॰ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভক্তং তত্রাপ্যেকান্তিনং—"বিহায় পিতৃদেবাদীন্ পরিনিষ্ঠাঙ্গতো হরৌ। তদগাঢ়প্রেমভিঃ পূর্ণ একান্তীতি নিগদ্যতে" ইতি তল্লক্ষণম্। তত্রাপি প্রেষ্ঠং তেষ্বতিপ্রীতিবিষয়ম্। ক্বচিৎ বিবিক্তে গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমিতি স্ববৈয়গ্র্যদ্যোতনা। প্রপন্নমাত্রস্যাপ্যার্তিহরঃ কিমুত প্রেম-বচ্ছিরোমণীনাং ব্রজস্থানামিতি ভাবঃ বি॰ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ভক্তমেকান্তিনং—শ্রীউদ্ধব ভক্ত, এর মধ্যেও আবার একান্তী। এর লক্ষণ হল—"পিতামাতাদিকে পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণে পরিনিষ্ঠিত মতি। গাঢ় কৃষ্ণ-

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয় ॥৩॥

৩। **অন্বয়ঃ** [হে] সৌম্য উদ্ধব! ব্রজং গচ্ছ, নঃ (অস্মাকং) পিত্রোঃ যশোদা-নন্দয়ো প্রীতিং সুখং আবহ ('আ' সম্যক্ বহ স্বচাতুর্যেন বলাদিব প্রাপয়) মৎসন্দেশৈঃ গোপীনাং মদ্‌বিয়োগাধিং বিমোচয়।

৩। **মূলানুবাদঃ** হে উদ্ধব হে সৌম্য। তুমি ব্রজে গমন কর, এবং নিজ চাতুর্য বিস্তার করত মদ্‌বিচ্ছেদ দুঃখিত পিতামাতাকে পরিপূর্ণরূপে সুখপ্রাপ্তি করাও, আর রহস্যপূর্ণ বহু বহু সন্দেশের দ্বারা ব্রজরমণীদের মদ্‌বিরহব্যাথা নিরাস কর।

প্রেমে পূর্ণ। —একেই বলে একান্তী।" এর মধ্যেও আবার প্রেষ্ঠং—অত্যন্ত প্রীতিবিষয়। ক্বচিৎ—নির্জনে গৃহীত্বা ইতি—হাতে হাত ধরে, এর দ্বারা স্বব্যগ্রতা দ্যোতিত হল। **প্রপন্নার্তিহরঃ**—কৃষ্ণ প্রপন্নমাত্র জনদেরই আর্তিহর, ব্রজভূমির প্রেমবতী শিরোমণিদের যে আর্তিহর হবেন, এতে আর বলবার কি আছে?॥ বি০ ২॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ন ইতি বহুত্বং, তৎপিতৃকত্বেনাত্মনো বহুমানাৎ। কিংবা মৎপিতৃত্বেন ভবাদৃশামপি তৌ পিতরাবিত্যভিপ্রায়েণ ইতি তয়োস্তস্য স্নেহং বর্দ্ধয়তি। 'নৌ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ, কৃষ্ণরাময়োরিত্যর্থঃ! পিত্রোর্মদ্বিচ্ছেদদুঃখিতয়োঃ প্রীতিং সুখম্, **আ সম্যক্ বহ**, স্বচাতুর্য্যেণ বলাদিব প্রাপয়, মদ্বিনা তয়োঃ প্রীতের্দুঃসাধ্যত্বাৎ। যদ্বা, প্রবাহ ন্যায়েন কুরু, **যথা** তৎপশ্চাদপি তয়োঃ প্রীতিস্তিষ্ঠেদেবেত্যর্থঃ। ননু তত্র মম বরাকস্য কা শক্তিরিত্যাশঙ্ক্য সম্বোধয়তি—'হে উদ্ধব' ইতি। উদ্ধব এব ত্বমসীতি পূর্ব্বোক্ত-সদগুণ-নিধিত্বং সূচয়তি। 'উদ্ধব'-শব্দস্য শ্লেষার্থশ্চোক্ত এব। কিঞ্চ, সৌম্য, হে শান্তমূর্ত্তে, মনোজ্ঞেতি বা। অস্তু তাবৎ তচ্চাতুর্য্যং, ত্বদ্দর্শনমাত্রেণ চ তয়োঃ প্রীতির্ভবিতেতি ভাবঃ। ইদং প্রোৎসাহনার্থম্। গোপীনান্তু মদ্বিয়োগেন আধিত্বং বিশেষেণ মোচয়, দৃঢ়বন্ধনবৎ হৃদি সংলগ্নমপুনঃস্পর্শতয়া ত্যাজয়। এবমাধিবিমোচনমাত্রমেব তাসাং, ন তু প্রীতিং কর্ত্তুং শক্ষ্যসীত্যর্থঃ। তচ্চ মৎসন্দেশৈর্বহুভিরেব, ন তু ত্বদ্বাক্‌চাতুর্য্যাদিনা, নাপি দ্বিত্রৈর্বা॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** পিত্রোর্নঃ—আমাদের পিতামাতার প্রীতি—'নঃ' বহুবচন ব্যবহারের কারণ নন্দযশোদার পুত্র হওয়াতে নিজেকে বহুমানন। কিম্বা আমার পিতামাতা হওয়া হেতু তোমার সদৃশ মহৎজনদেরও তাঁরা পিতামাতা, এই অভিপ্রায়ে 'পিত্রোর্ণঃ'। —এরদ্বারা পিতামাতার প্রতি উদ্ধবের স্নেহ বর্ধন করলেন। পাঠ কোথাও কোথাও 'নৌ' (দ্বিবচন) অর্থাৎ কৃষ্ণ-রামের। পিত্রোঃ—আমাব বিচ্ছেদদুঃখিত পিতামাতার প্রীতিং—সুখ **আবহ**—'আ' সম্যক্ রূপে 'বহ' বলাৎকারের মতো নিজচাতুর্যে প্রাপ্তি করাও, কারণ আমাকে ছাড়া তাদের প্রীতি জন্মানো দুঃসাধ্য। অথবা, 'আবহ' প্রবাহ ন্যায়ে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে সুখ যাতে হয়, সেরূপ বাক্‌চাতুর্য

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্ ॥ ৪ ॥

৪। **অন্বয়** ঃ মন্মনস্কাঃ (ময্যেব সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ যাসাং তাঃ) মৎপ্রাণাঃ (অহমেব প্রাণঃ যাসাং তাঃ) মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ (ত্যক্তাঃ 'দৈহিকাঃ' পতিপুত্রাদয়ঃ যাভি তাঃ) তাঃ (ব্রজরমণ্যঃ) মামেব দয়িতং (প্রিয়ং) প্রেষ্ঠং (ততোঽপি প্রিয়তমং) আত্মানং মনসা গতা (জ্ঞানবতাঃ নিশ্চিতবত্য ইত্যর্থ) মদর্থে যে চ [জনাঃ] ত্যক্তলোকধর্মাঃ তান্ [জনান্] অহং বিভর্মি (পোষয়ামি সম্বর্দ্ধয়ামি সুখয়ামীত্যর্থঃ)।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ উদ্ধবের মারফৎ একটি বিশেষভাব অভিব্যঞ্জক খবর পাঠান হচ্ছে যাদের কাছে, সেই গোপীদের বিশেষ-অবস্থা বর্ণন করতে গিয়ে প্রথমেই তার মুখপাত করা হচ্ছে, তাদের সাধারণ অবস্থা বর্ণনে, যথা

আমাতেই সঙ্কল্পাত্মক মন যাদের, আমিই প্রাণ যাদের আমার জন্য যারা দেহ সম্বন্ধীয় সব কিছু ত্যাগ করেছে, সেই গোপীগণ আমাকেই প্রিয়, কেবল যে প্রিয় তাই নয়, অতি প্রিয় বলে জানে, শুধু তাই নয়, আমাকেই নিজ নিজ জীবাত্মা, ও পরমাত্মা বলে নিশ্চয় করেছে। —তাঁদের তো আমি সদা ধ্যানই করি। এমন কি ত্যক্ত-লোকধর্মাদি সাধক ভক্তগণকেও আমি পালন করে থাকি।

বিস্তার কর। বল, এই দূতরূপে আমার আগমন-সুখের পিছে পিছেও সুখ আরও আসছে। 'এ বিষয়ে এই ক্ষুদ্র আমার কি শক্তি'—উদ্ধবের এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় কৃষ্ণ সম্বোধন করছেন, হে উদ্ধব! এই উদ্ধব শব্দের অর্থ সুদীপ্ত আনন্দ, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, কাজেই তোমার যে এ বিষয়ে শক্তি আছে, তাতো তোমার নামেই প্রকাশিত—এই সম্বোধন উদ্ধবের পূর্বোক্ত সদ্‌গুণ নিধিত্বও প্রকাশ করছে। আরও **সৌম্য**—হে শান্ত মূর্তি, বা মনোজ্ঞ মূর্তি। —এই 'সৌম্য সম্বোধনের ভাব এইরূপ, তোমার তাবৎ চাতুর্যের কথা থাক্, তোমার দর্শন মাত্রেই তো তোমাতে প্রীতি হয়ে যায়। —এই সম্বোধন উদ্ধবের উৎসাহ বর্ধনের জন্য। **মদ্বিয়োগার্দ্দিং**— মদ্বিরহ পীড়া **বিমোচয়**— বিশেষ-রূপে মোচন কর—ইহা হৃদয়ে দৃঢ় বন্ধনবৎ সংলগ্ন হয়ে আছে, পুনরায় চাতুরীপূর্ণ মিষ্টি কথায় তাদের হৃদয় স্পর্শ করে দূর কর ইহা। —এইরূপে পীড়া বিমোচন মাত্রই হতে পারে তাঁদের —কিন্তু আনন্দ বিধানে সক্ষম হবে না। আর সেও হবে আমার সম্বন্ধে বহু বহু সন্দেশ বিতরণ করেই, বাক্ চতুর্যাদির দ্বারা হবে না, দুইবার তিনবার বলে বলেও নয়। জী০ ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ আ সম্যক্ প্রাপয় বিমোচয়েত্যনেন মদ্বিয়োগাধিস্তাসাং হৃদি দৃঢ়েন গ্রন্থিনা নিবদ্ধ ইতি জ্ঞাপয়তি, তদ্বিমোচনমপি মম সন্দেশৈরেব ন তু তদ্বাক্‌চাতুর্য্যাদিভিঃ। সন্দেশৈরপি বহুভিরেব ন তু সন্দেশেনৈকেন জ্ঞানযোগোপদেশেন, ন তু দ্বাভ্যাং তদনন্তরং বক্তব্যাভ্যাং

সন্দেশাভ্যাং মৎপ্রাপ্ত্যুপায়াশ্বাসনাভ্যাং তৎপ্রেমবাড়বাগ্নিজ্বালয়া ভস্মীভাবিত্বাৎ। কিন্তু সর্বান্তে প্রকাশিতৈস্তাভ্যোঽন্যত্র জ্ঞাপনানর্হৈঃ সন্দেশৈ রহস্যব্যঞ্জকৈর্বহুভিরেব ॥ বি০ ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রীতিমাবহ**—[প্রীতিম্+আবহ]= 'আ' পরিপূর্ণরূপে পিতামাতাকে সুখ প্রাপ্তি করাও। **বিমোচয়**– 'বি' বিশেষরূপে মোচন কর—'বিমোচন' শব্দ প্রয়োগে জানানো হল, আমার বিচ্ছেদপীড়া তাঁদের হৃদয়ে দৃঢ় গ্রন্থিতে নিবদ্ধ। সেই বিমোচনও আমার সন্দেশের দ্বারাই হবে। তোমার বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা নয়। **সন্দেশৈঃ**—(বহুবচন প্রয়োগ) এই সন্দেশেরও বহু বহু দ্বারাই হবে। জ্ঞানযোগ উপদেশ পর একটি সন্দেশে হবে না, এরপর বক্তব্য-সন্দেশ, এবং আমার প্রাপ্তির উপায় আশ্বাসন এই দুই এর দ্বারাও হবে না। উপরন্তু তাদের সেই প্রেম-বাড়বাগ্নি জ্বালায় জ্বলে পুরে মরবে তারা। কিন্তু সব শেষে প্রকাশিতব্য, তাদের ছাড়া অন্যত্র জ্ঞাপন-অযোগ্য রহস্যব্যঞ্জক বহু বহু সন্দেশের দ্বারাই তাদের বিরহপীড়া মোচন হবে ॥ বি০ ৩ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** গোপীনাং বিশেষতঃ সন্দেশে দ্বাভ্যাং বিশেষাবস্থাবর্ণনেন কারণং বক্তুং প্রথমতঃ সাধারণাবস্থাং বর্ণয়তি – তা মন্মনস্কা ইতি। বিশেষণত্রয়েণ ক্রমেণ তাসাং স্বং বিনা ধর্ম্মান্যশেষার্থেষু দেহেষু লোকেষ্বপি নৈরপেক্ষ্যমুক্তম্। অন্যত্তৈঃ। তত্রাদি-গ্রহণাদ্ভোজন-পানাদয়শ্চ দৈহিকাঃ; যদ্বা, মন্মনস্কা ইতি –বাহ্যসর্ব্বপ্রিয়ার্থানাদরঃ; মৎপ্রাণা ইতি –ততোঽপি প্রিয়াণামন্তরীণসর্ব্বার্থানামনাদরঃ। মদর্থ ইত্যাদিনা 'ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ' ইত্যাত্মপর্য্যবসায়ি-সর্ব্বভোগ্যনাদরাদাত্মানাদরশ্চ বিবক্ষিতঃ। তত্র তত্র হেতুমাহ—মামেব দয়িতং প্রিয়ং মনসা গতানিশ্চিতবত্যঃ, ন তু বাহ্যান্ বিষয়ান্। তথা প্রেষ্ঠং, ততোঽপি প্রিয়তমং মামেব, ন তু ততোঽন্তরীণ প্রাণাদীন্, মদ্বিয়োগে তত্তদনাদরাৎ। তথা নিরুপাধিপ্রেষ্ঠমাত্মানমপি মামেব; ন তু দেহিনম্। মদ্বিয়োগে তস্যাপি শূন্যায়মানত্বাৎ, মদ্বিনা ভূতানাং তাসামাত্মন্যত্রপ্রীতি মাত্রং ন স্পৃশতীত্যর্থঃ। তদেবং ত্রিভির্যোগৈঃ পদৈর্মামেব পতিং নিশ্চিতবত্য ইত্যর্থঃ। ন তু কিংবদন্তীপ্রাপ্তমন্যদিত্যর্থঃ। তথৈব তা এব বক্ষ্যন্তে—'অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে' (শ্রী ভা ১০।৪৭।২১) ইতীদং পদ্যার্দ্ধং বহুত্র তত্ত্ববাদিনাং টীকায়ামপি ধৃয়তে, কিন্তু স্বামিপাদৈরনভিমতমিব লক্ষ্যতে, মধ্যে প্রবিষ্টস্য সুদুর্গমস্যাপ্যব্যাখ্যানাৎ। য ইতি সামান্যেন নির্দ্দেশঃ, অধিকারাদ্যনপেক্ষয়া ভরণস্য বশ্যকতাবোধনার্থং, চকারাৎ তানপি, কিং পুনঃ প্রাণাদ্যপেক্ষিকাস্তা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, মম মনো যাসু তাঃ,কিঞ্চ, মম তা এব প্রাণাঃ, যতো মদর্থ ইত্যাদি। অত্র হেতুঃ–'মামেব' ইত্যাদি, কৈমুত্যেন হেতুর্য ইত্যাদি। অহং ব্রহ্মাদিধ্যেয়োঽপি বিভর্ম্মি, অন্তর্ধারয়ামি সদা চিন্তয়ামীত্যর্থঃ। তথা চাদিপুরাণে—'ভক্তা মমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে। কিন্তু গোপীজনঃ প্রাণাধিকপ্রিয়তমো মম ॥' ইতি। অতস্তাসামাধের্মদন্তঃপ্রবেশেন সদাহমপ্যধিমানিতি ভাবঃ। যদ্বা, যে তাভিস্ত্যক্তাঃ পত্যাদিলোকাঃ, ভোজনাদিদেহধর্ম্মাঃ, লজ্জাদিসাধ্বীধর্ম্মাশ্চ, তানপ্যহং বিভর্ম্মি রক্ষামি, কিমুত তাঃ ॥জী০ ৪॥

৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** বিশেষভাবে খবর পাঠানো সম্বন্ধে শ্রীরাধাদি গোপীদের বিশেষ অবস্থা বর্ণনে কারণ বলবার জন্য প্রথমে সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করছেন **'মন্মনস্কা-**

ইতি' আমাতেই সঙ্কল্পাত্মক মন যাদের। আমার প্রতি সমর্পিত-মনপ্রাণদেহাদি।—এই বিশেষণ-ত্রয়ে ক্রমশঃ নিজেকে বিনা ধর্মাদি অশেষ পুরুষার্থসম্বন্ধে, দেহ সম্বন্ধে, এমনকি পারিপার্শ্বিক জনের সম্বন্ধে গোপীদের নিরপেক্ষতা বলা হল। **দৈহিকাঃ**—পতি পুত্র-আদি—স্বামিপাদটীকার এই 'আদি' শব্দে ভোজন-পানাদি দেহ-সম্বন্ধীয় ব্যাপার।—অথবা 'মন্মনস্কা' আমাতে সমর্পিত মনা হওয়ার দরুন বাহ্য সর্ব প্রিয় বিষয়ে অনাদর। এর থেকেও অধিক বলবার কথা **মৎপ্রাণা ইতি**—আমিই প্রাণ যাঁদের সেই প্রিয়াগণ—অন্তরাবদ্ধ অন্য সব কিছুর প্রতি এই প্রিয়াদের অনাদর। **মদর্থে-ত্যক্ত দৈহিকাঃ**—আমাকে পাওয়ার জন্য দেহ সম্বন্ধীয় পতি-ধন-জন সব কিছু যাঁরা ত্যাগ করেছেন।—'সুখদুঃখের ভোগকর্তা হলেন প্রকৃতির থেকে ভিন্ন যে পুরুষ তিনি'—এই বাক্য অনুসারে নিজেতে বর্তানো-সর্বভোগ অনাদর হেতু নিজেতেও অনাদর বক্তব্য।— সেই সেই বিষয়ে হেতু বলা হচ্ছে, **দয়িতং**—প্রিয় বলে **মনসা গতা**—মনে মনে নিশ্চয় করেছে **মামেব**—আমাকেই, বাহ্য বিষয়কে নয়, তথা **প্রেষ্ঠং**—এই বাহ্য বিষয় থেকেও প্রিয়তম বলে আমাকেই নিশ্চয় করেছে, অন্তরাবদ্ধ প্রাণাদিকে নয়, তাই আমার বিরহে তারা প্রাণকে আদর করে না, ত্যাগ করতে চায়। **আত্মানঃ**—আত্মা থেকেও নিরুপাধি প্রেষ্ঠ বলে নিশ্চয় করেছে আমাকেই, আত্মাকে নয়।—তাই আমার বিরহে আত্মাও শূন্যবৎ প্রতীত। হয়।—আমার বিরহ পীড়িত গোপীদের প্রীতি কিঞ্চিৎ মাত্রও অন্যত্র স্পর্শ করে না।—এইরূপে 'মন্মনস্কা' ইত্যাদি তিনটি বিশেষণ যোগে উদ্ধবকে বুঝানো হল, আমাকেই তাঁরা পতিরূপে নিশ্চর করে রেখেছে—কিংবদন্তী প্রাপ্ত অভিমন্যু গোপ প্রভৃতি অন্যদিগকে নয়। —সেইরূপই পরবর্তী (১০।৪৭।২১) শ্লোকে আছে, যথা—"হে সৌম্য, আর্যপুত্র গুরুকুল হতে ফিরে এসে মথুরায় আছেন কি?" —এই পন্থার্ধ্ব বহুস্থানে (শ্রীমদ্ধনপতিসূরী, শ্রীবল্লভ আচার্য) তত্ত্ববাদিদের টীকায়ও ধরা হয়েছে, কিন্তু শ্রীস্বামিপাদের এ বিষয়ে অভিমত আছে বলে মনে হয় না, কারণ 'আর্যপুত্র' শব্দ সুদুর্গম বলে তার টীকার মধ্যে এসে পড়লেও ব্যাখ্যা করেন নি। যে—'যারা' এই শব্দটিতে সামান্যভাবে নির্দেশ করা হল, অধিকারাদির অপেক্ষা না করে ভরণ-পোষনের আবশ্যকতা বুঝাবার জন্য। 'চ' কারের দ্বারা ব্রজগোপীদিকেও ধরা হল; যারা প্রাণাদিকে উপেক্ষা করে আমাতে উপগত হয়েছে। অথবা, **মন্মনস্কা**—আমার মন যাদিগেতে উপগত সেই গোপীগণ। আরও, **মৎপ্রাণা**—আমার প্রাণ—কারণ আমার জন্য তাঁরা সব কিছু ত্যাগ করেছে। এখানে হেতু, আমাকেই দয়িত, প্রেষ্ঠ, আত্মা থেকেও প্রিয় বলে নিশ্চয় করেছে। কৈমুতিক ন্যায়ে হেতু 'যে' ইত্যাদি। **বিভর্ম্যহম্**—আমি ব্রহ্মাদি-ধ্যেয় হলেও এদের অন্তরে ধারণ করে থাকি অর্থাৎ সদা এদের ধ্যান করি।—আদি পুরাণেও এরূপই আছে, যথা—"ভক্ত ও আমার প্রতি অনুরক্ত লোক ভূতলে কি অনেকই নেই? আছে, কিন্তু গোপীগণ আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম।"— অতএব তাঁদের মনঃপীড়া আমার হৃদয়ে প্রবেশে সদা আমিও মনঃপীড়া প্রাপ্ত হই, এরূপ ভাব। অথবা,

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ॥৫॥

৫। **অন্বয়** ঃ অঙ্গ (হে উদ্ধব!) প্রেয়সাং (প্রীতি বিষয়ানাং মধ্যে) প্রেষ্ঠে ময়ি দূরস্থে তাঃ গোকুলস্ত্রিয়ঃ স্মরন্ত্যঃ বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ বিমুহ্যন্তি।

৫। **মূলানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তোমাতে সমর্পিত মনপ্রাণদেহা গোপীরা তোমাকে পেয়েছেই, তবে অনুশোচনার কি আছে? এরই উত্তরে, হৃদয় অনুসন্ধানে তাই বটে, কিন্তু বাহ্য অনুসন্ধান এলেই নিরতিশয় ব্যগ্র হয়ে পড়েন – এই আশয়ে বলা হচ্ছে –

হে উদ্ধব! যাবতীয় প্রীতি বিষয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিপাত্র আমি দূরদেশগত হলে গোকুল-রমণীগণ 'আমি যে দূরে আছি,' এ কথা ভাবতে ভাবতে বিরহৌৎকণ্ঠার বিহ্বলতায় মূর্চ্ছাগত হয়।

যারা পত্যাদিলোক, ভোজনাদি দেহ ধর্ম, লজ্জাদি সাধ্বীধর্ম ত্যাগ করেছে, তাদেরও আমি বিভর্মি রক্ষা করি, যাঁরা আমাকে স্বামী বলে নিশ্চয় করেছে, সেই তাদের কথা আর বলবার কি আছে ॥ জী॰ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ময্যেব সঙ্কল্পাত্মকং মনো যাসাং তাঃ। অহমেব প্রাণো যাসাং তাঃ। ত্যক্তা দৈহিকাঃ পতি-পুত্র-পিতৃ-শয়ন-ভোজন-পানাদয়োঽপি যাভিস্তাঃ। তত্র তত্র হেতুঃ। মামেব নতু স্ব স্ব পতিমন্যং দয়িতং প্রিয়ং মনসা গতা জ্ঞানবত্যঃ। ন কেবলং দয়িতমেব অপি তু প্রেষ্ঠং ন চ প্রেষ্ঠমেব কিন্ত্বাত্মানাং তাভিরহমেব স্ব-স্ব জীবাত্মা পরমাত্মা চ নিশ্চিত ইত্যর্থঃ। স চাহমত্র মথুরায়ামতস্তাভিঃ স্বস্বদেহান্নির্গতাত্মান এব মন্যন্তে কেবলং মদীয়যোগমায়য়ৈব দুস্তর্কয়া শক্ত্যা জীব্যন্তে ইতি ভাবঃ। যেঽন্যেঽপি সাধকভক্তা অপি মন্নিমিত্তং লোকধর্মাদীংস্ত্যজন্তি তানপি বিভর্মি কিং পুনস্তাঃ ॥৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **ময়নস্কা**—আমাতেই সঙ্কল্পাত্মক মন যাঁদের সেই গোপীগণ **মৎপ্রাণা**—আমিই প্রাণ যাঁদের সেই গোপীগণ। **ত্যক্তদৈহিকাঃ** আমার জন্য যাঁরা দেহ সম্বন্ধীয় পতি-পুত্র-পিতামাতা-শয়ন-ভোজন-পানাদি সব কিছু ত্যাগ করেছে সেই গোপীগণ। —সেই সেই বিষয়ে হেতু—আমাকেই, নিজ নিজ পতিমন্যকে নয়। **দয়িতং**—প্রিয় বলে **মনসাগতা**—মনে মনে জানে। কেবল যে দয়িতই তাই নয়, পরন্তু প্রেষ্ঠ—অতিপ্রিয়, কেবল যে প্রেষ্ঠ তাই নয়। কিন্তু **আত্মানং**—তারা আমাকেই নিজ নিজ জীবাত্মা, ও পরমাত্মা বলে নিশ্চয় করেছে।—সেই আমি এখানে মথুরায় বাস করছি, অতএব তারা মনে করছে, নিজ নিজ দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে গিয়েছে—কেবল মদীয় যোগমায়ার দুস্তর্ক শক্তি প্রভাবেই জীবিত আছে, এরূপ ভাব। যে—অন্য যারাও, এমনকি যে সকল সাধক ভক্তও আমার জন্য লোকধর্মাদি ত্যাগ করে, তাদের আমি পালন করে থাকি, এই গোপীদের কথা আর বলবার কি আছে ॥ বি॰ ৪ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ নন্বু যা ভবন্মনস্কাদিরূপাস্তা লব্ধভবৎকা এব, তর্হি কথমনুশুচ্যন্তাম্? সত্যম্, অন্তরনুসন্ধানে তাদৃশ্য এব তাঃ, কিন্তু বহিরবধানে জাতে পরমব্যগ্রা ভবন্তী-

ত্যাহ—ময়ীতি। গোকুল-স্ত্রীত্বেন তাবন্মদীয়-দর্শনমাত্রজীবনাঃ, তত্রাপি তা অনির্বচনীয়স্বভাবাঃ। 'দ্বয়ো প্রকর্ষে খলু তরবীয়সুনৌ, বহূনান্ত তমবিষ্ঠনৌ' ইতি প্রিয়ং তাবৎ সর্ব্বং মমতাস্পদং, ততোঽপি প্রিয়ঃ প্রেয়ান্, অহংতাস্পদমাত্মা; তে চ যদ্যেকস্য বহবঃ সন্তবন্তি, তদা তেষাং কোটিসংখ্যানামপি প্রেষ্ঠে তান-প্যতিক্রম্য যে মৎসম্বন্ধিনঃ প্রিয়স্তেভ্যোঽপ্যধিকপ্রিয় ইত্যর্থঃ। এবংভূতে ময়ি 'কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে' (শ্রীভা ১০।৩১।১৫) ইতি তদ্ব্যাখ্যানুসারেণ নিকটস্থোঽপি মহার্ত্তিপ্রদে সম্প্রতি তু দূরস্থে ইত্যর্থঃ। স্মরন্ত্যঃ তন্মম দূরস্থত্বং ভাবয়ন্ত্যঃ, তদ্ভাবনারম্ভবত্য এব মুহ্যন্তি, মূর্চ্ছাং প্রাপ্নুবন্তি। এবং তথা ভাবনায়াঃ স্বল্পকালত্বং, মূর্চ্ছায়াস্তু চিরস্থায়িত্বং ব্যঞ্জিতম্। ততশ্চ হা কষ্টং, মদ্ভাবনমপি কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তীতি ভাবঃ। বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ স্মরণস্য মোহস্য চ পৌনঃপুন্যং দর্শিতম্। মোহে হেতুঃ—বিরহেতি। অতো লালা-স্রাবাদেরয়মপস্মারাখ্যঃ সঞ্চারিভাবঃ, অতঃ 'কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ, কশ্মলেন কবরং বসনং বা' (শ্রীভা ১০।৩৫।১৭) ইতি পূর্ব্বমপি তথাবস্থাস্পৃষ্টানামেব ময়া ত্যক্তানাং, সম্প্রতি তু লব্ধ-তদতিশয়ানাং ময়ি ভাবস্য সর্ব্বতঃ প্রচারাদপি সাম্প্রতং তত্র গমনে মম লজ্জাপি জায়তে ইতি ভাবঃ। অঙ্গেতি আর্ত্ত্যা সম্বোধনং, শ্লেষেণ হে মদঙ্গতুল্যেতি তাসাং সান্ত্বনায় প্রোৎসাহনঞ্চ। জী০ ৫॥

৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা যাঁরা তোমাতে সমর্পিত মন-প্রাণ-দেহা তারা তো তোমাকে লাভই করেছে, তা হলে তাঁদের অনুশোচনার কি আছে? সত্যই হৃদয়অনুসন্ধানে তারা তাদৃশই, কিন্তু বাহ্য-অনুসন্ধান এলে নিরতিশয় ব্যগ্র হয়ে পড়ে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'ময়ীতি' শ্লোকটি। **গোকুলস্ত্রিয়ঃ**— গোকুল-স্ত্রী-স্বভাবে যতক্ষণ আমার দর্শন চলতে থাকে, ততক্ষণ মাত্রই তাঁদের জীবন, এরা অনির্বচনীয় স্বভাবা। **প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে ইতি** অর্থাৎ যাবতীয় প্রীতিবিষয়ের মধ্যে প্রিয়-তম। তাবৎ মমতাস্পদ বস্তু সবই প্রিয় এর থেকেও যে প্রিয় সেই প্রিয়তর বস্তু হল অহংতাস্পদ আত্মা; আর, প্রেষ্ঠ বস্তু— যদি একটি আত্মার বহু হওয়া সম্ভব হয়, তা হলে তাদের কোটি সংখ্যাকেও অতিক্রম করত মৎসম্বন্ধীয় বস্তু প্রিয়, এর থেকেও অধিক প্রিয় আমিই প্রেষ্ঠ,—এই আমি দূরস্থ হলে ব্রজগোপীরা বিরহে আকুল হন। —(শ্রীভা০ ১০।৩১।১৫) শ্লোকের এই ব্যাখ্যা অনুসারে, যথা - "স্বায়ংকালে ঘরে ফেরার পথে যখন তোমার কুটিলকুন্তলাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করতে থাকি, তখন চোখের পক্ষ্ম-নির্মাতা বিধাতাকে বিবেকহীন মনে হয়", এখানে নিকটস্থ হয়েও মহার্তিপ্রদ, এখন তো দূরস্থ। — **স্মরন্ত্যঃ** —আমি যে দূরে আছি, এ কথা ভাবতে ভাবতে 'বিমুহ্যন্তি' বিশেষভাবে মোহিত হয় সেই স্মরণের আরম্ভেই 'মুহ্যন্তি' মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়—সেই স্মরণের স্থায়িত্ব অতি অল্প সময়, কিন্তু মূর্চ্ছার স্থায়িত্ব বহু সময়, এরূপ ব্যঞ্জিত হচ্ছে। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে, হা কষ্ট এরা আমার কথা স্মরণ করতেও সমর্থ হয় না। এখানে 'মুহ্যন্তি' এই বর্তমান প্রয়োগে এই স্মরণ ও মোহ যে বার বার হয়, তাই দেখান হল। মোহে হেতু – আমার বিরহ, এর থেকে লালা শ্রাবাদি হয়, এ হল 'অপস্মার' নামক সঞ্চারিভাব। — তাই "তাঁর সবিলাস কটাক্ষে অর্পিত কামবেগাকুলা আমরা বৃক্ষেরন্যায় জড়দশা প্রাপ্ত হয়ে থাকি। মোহবশতঃ কেশবন্ধন বা পরিধেয় বসন যে খুলে খুলে পড়ে যায়, তা বুঝতে

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমন-সন্দেশৈর্ব্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥৬॥

৬। **অন্বয়ঃ** মদাত্মিকাঃ বল্লব্যঃ (গোপ্যঃ) মে (মম) প্রত্যাগমনসন্দেশৈঃ (গোকুলান্নির্গমন-সময়ে শীঘ্রমাগমিষ্যামীতি যে প্রত্যাগমন সন্দেশাঃ তৈঃ) কথঞ্চন অতিকৃচ্ছ্রেন প্রায়ঃ প্রাণান্ ধারয়ন্তি (জীবন্তি)।

৬। **মূলানুবাদঃ** মথুরা যাওয়ার কালে 'সত্বরই ফিরে আসছি' বলে যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তাতেই কষ্টেসৃষ্টে কোনও প্রকারে বেঁচে আছে আমার স্বরূপভূতা শক্তি গোপীগণ।

পারি না।" —(শ্রীভা০ ১০।৩৫।১৭। —পূর্বেই তাদের এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হত—এখন তো **বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ** আমার দ্বারা ত্যক্ত হয়ে সেই ভাবের আতিশয্যে বিহ্বলতা সর্বতোভাবে প্রকাশ হেতু এখন তথায় গমনেও আমার লজ্জা হচ্ছে, এরূপ ভাব। **অঙ্গ**—হে পরীক্ষিৎ! আর্তিতে এই সম্বোধন শ্রীশুকদেবের। অর্থান্তরে হে আমার অঙ্গতুল্য উদ্ধব—ব্রজগোপীদের সান্ত্বনা দেওয়ার বিষয়ে উৎসাহ বর্ধনের জন্য এই সম্বোধন ॥ জী০ ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নন্থ তাসাং যদি ত্বমেব মনঃপ্রাণাদয়ঃ প্রেষ্ঠ আত্মা চ তর্হি তাঃ কথমত্র নায়াতাস্তত্র স্থাতুমেব কথং শক্নুবন্তি তত্রাহ,—ময়ি তাঃ খলু গোকুলস্য স্ত্রিয়ঃ গুঞ্জাগৈরিক-মুরলী-ময়ূরপিচ্ছাদ্যলঙ্কৃতেন গোপবেশেনৈব ময়া সহ তত্র গোকুলে এব বিলাসে প্রাপ্তমনোনিষ্ঠা ময়াপাত্রানেতুমনভিপ্রেতাঃ কথমত্র বৃষ্ণিপুর্যামাগচ্ছেয়ুরিতি ভাবঃ। ততশ্চ প্রেয়সামপি প্রেষ্ঠে দূরস্থে সতীতি প্রিয়ং তাবৎ সর্বং মমতাস্পদং ততোঽপ্যধিকোঽহন্তাস্পদমাত্মা প্রেয়ান্, তে চ যদ্যেকস্য বহবঃ সম্ভবন্তি তদা তেষামপি কোটিসংখ্যানাং প্রেষ্ঠ ইতি। যদ্যাত্মকোটিভ্যোঽপি কেচিৎ পদার্থাঃ প্রিয়াঃ সংভবেয়ুস্তেষামপি মধ্যে যোঽতিপ্রিয়স্তদ্রূপে ময়ীত্যর্থঃ। অতএব বিমুহ্যন্তি বিশিষ্টাং মূর্চ্ছাং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। মদীয় দুস্তর্কয়া শক্ত্যা জীব্যমানা অপি ন জীবয়িতুমিব শক্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥ বি০ ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা যদি তুমি তাদের মন প্রাণাদি, অতিশয় প্রিয় ও আত্মা, তা হলে তাঁরা কেন এই মথুরায় আসছে না, সেখানে পড়ে থাকতেই বা কি করে পারছে? এরই উত্তরে, 'ময়িতাঃ' শ্লকটি। **গোকুলস্ত্রিয়ঃ** এই গোপীগণ গোকুলের রমণী, তারা গুঞ্জা গৈরিক মুরলী ময়ূরপুচ্ছাদি দ্বারা অলঙ্কৃত গোপবেশে সজ্জিত আমার সহিত সেই গোকুলেই বিলাসে প্রাপ্ত-মনোনিষ্ঠ। আমিও এদের এখানে আনতে ইচ্ছা করি না কি করে এই মথুরাপুরীতে আসবে? এরূপ ভাব। আরও অতঃপর প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে—প্রিয়বিষয় সকলের মধ্যে প্রিয়তম দূরস্থে—দূরদেশে থাকলে—'প্রিয়ং' তাবৎ সর্ব মমতাস্পদবস্তু প্রিয়, তার থেকেও অধিক অহন্তাস্পদ আত্মা প্রিয়তর—এই প্রিয়তর আত্মার একের যদি বহু হওয়া সম্ভব হয়, তা হলে তাদেরও কোটি সংখ্যার প্রেষ্ঠ কৃষ্ণ। যদি কোটি আত্মা

থেকেও প্রিয় কোনও পদার্থ সম্ভব হয়, তবে তার মধ্যেও যে তথি প্রিয় তদ্রূপ আমি, অতএব আমি দূরদেশ গত হলে গোপীগণ বিমুহ্যন্তি—বিশিষ্ট মূর্ছা প্রাপ্ত হয়—আমার দুস্তর্ক যোগমায়া শক্তি দ্বারা জীবন টিকে থাকলেও আর যেন জীবন ধরে রাখতে অসমর্থ, এরূপ ভাব ॥ বি০ ৫ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** অথ তাসাং দশমী দশামপি শঙ্কতে, অত্যায়াসেনৈব প্রাণান্ ধারয়ন্তি, নির্গচ্ছতোঽপ্যবস্থাপয়ন্তি, অতোঽগ্রে কতি দিনানি বা ধারয়িতুং শক্ষ্যন্তীতি ভাবঃ। নন্বু কোঽসাবায়াসঃ, যেন ধারয়ন্তি ? তত্রাহ—কথঞ্চন ইতি কেনাপি প্রকারেণ। যস্তেন তদেবং স্ববাক্-চলনলজ্জয়া কারণং ব্যক্তমনুক্ত্বা পশ্চাদ্গত্যন্তরাভাবাৎ স্পষ্টমেব নির্দিশতি—প্রতীতি। সন্দেশস্য বহুত্বং মধ্যে মধ্যে সন্দেশান্তরাণামপি প্রেরিতত্বাৎ। ইত্থং প্রথমোক্ত-মৎপ্রত্যাগমনদিন-সম্ভাবনপ্রপঞ্চঃ, ততো বিলম্বতর্কতো মূর্চ্ছা, ততস্তস্যামেবোদ্ভুতস্বাভাবিক-তৎস্মরণং, তচ্চেতনা পুনস্তৎসম্ভাবনাদি পৌনঃপুন্যা-দায়াসেনৈব ধারয়ন্তীতর্থঃ। মে বল্লব্য ইতি ব্রাহ্মণস্যাস্য ব্রাহ্মণীয়মিতিবন্মম গোপরূপস্য গোপীরূপা ভার্য্যা ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং হি 'পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ' (শ্রীভা ১০।৪৬।৩) ইত্যনেন গোপাভিমানিত্বং স্বস্য স্বয়মেব ব্যঞ্জিতম্। ন কেবলং সাধারণলোকরীত্যা তাদাত্ম্যব্যবহারস্তাভির্মম, কিন্তু মদাত্মিকা মৎস্ব-রূপভূতশক্তয় ইত্যর্থঃ। মন্মনস্কা ইত্যাদিকং তুক্তমেব, ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৪৮) তু স্পষ্টমেব তাদৃশত্বম্—'আনন্দ-চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি,-স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলা-ত্মভূতো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥' ইতি। তস্মাৎ পরদারতয়া কল্পনং তাসাং রাগনির্গ-লতাপ্রকটনায় লীলাশক্ত্যা কৃতমিতি প্রাতীতিকমাত্রং পরশয্যাসম্বন্ধশ্চ তাসাং 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়' (শ্রীভা ১০।৩৩।৩৮) ইত্যাদৌ প্রখ্যাত এবেতি ভাবঃ। যদ্যপি মদীয়ত্বভাবময়েন প্রেমণা মদ্বাক্যে বিশ্বাসানপগমাৎ মৎ প্রত্যাশাং কদাচিদপি ত্যক্তুং ন শক্নুবন্তি, তথাপি প্রায় ইতি কাশ্চিন্ন ধারয়ন্ত্যপীতি সম্ভাব্যতে। অতঃ প্রত্যাগমনপর্য্যবসানৈরেব সন্দেশৈরধুনাপি তাঃ সান্ত্বনীয়া ইতি ভাবঃ। অত্র যদ্যপি সার্ব্বেঽপি ব্রজবাসিনস্তদেকজীবনত্বাৎ সান্ত্বনার্হাঃ, 'এষাং ঘোষনিবাসিনাম্' (শ্রীভা ১০।১৪।৩৫) ইত্যাদিষু, 'যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়' (শ্রীভা ১০।১৪।৩৫) ইত্যাদিভ্যঃ, 'অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্' (শ্রীভা ১০।১৪।৩২) ইত্যাদিভ্যঃ, 'দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্' (শ্রীভা ১০। ২৬।১৩) ইত্যাদিভ্যঃ। কালিয়হ্রদপ্রবেশোত্থানয়োঃ পশূনাং স্থাবরাণামপি দুঃখসুখবর্ণনাচ্চ। অতো মনসি চিন্তিতং স্বয়ং ভগবতা—'তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠম্' (শ্রীভা ১০।২৫।১৮) ইত্যাদি, তত্রাপি শ্রীমদুপ-নন্দাদয়স্তত্রাপি শ্রীদামাদয়স্তদর্হাঃ, তত্র তত্র তথা তথা প্রশস্তত্বাৎ। অতঃ শ্রীব্রজরাজেন বক্ষ্যতে—'অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্। গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্ ॥' (শ্রীভা ১০। ৪৬।১৮) ইতি। তথাপি যস্তেষামনুল্লেখস্তস্মাদিদং গম্যতে—কেষুচিৎ শ্রীপিত্রাদ্যন্তঃপাতিত্বেন সান্ত্বনং, কেষুচিত্ত্বভিপ্রায়বিশেষেণ সান্ত্বনাভাব এব, সান্ত্বনমভিপ্রেতমিতি। তথাহি শ্রীমতি গোকুলে প্রেমা খলু ত্রিবিধো দৃশ্যতে—উৎকণ্ঠাপ্রধানঃ, বিশ্রম্ভ প্রধানঃ, বিবেকশূন্যশ্চেতি। স চান্যত্রাপি সর্ব্বোঽপি গরিষ্ঠঃ সন্ প্রেষ্ঠস্ফূর্ত্তিং সাক্ষাৎকারমেব জনয়তি। যথা শ্রীলীলাশুকচরণৈরুক্তম্—'অগ্রে সমগ্রয়তি কামপি

কেলিলক্ষ্মীমস্যাসু দিক্ষপি বিলোচনমেব সাক্ষী' ইতি; তত্র চ শ্রীজয়দেবচরণৈরপি বর্ণিতম্—'শ্লিষ্যতি' চুম্বতি জলধরকল্পং, হরিরুপগতঃ' ইতি, 'তিমিরমনল্পম্' ইতি অত্রৈব চ বক্ষ্যতে শ্রীব্রজরাজেন 'মনো যাতি তদাত্মতাম্'—(শ্রীভা ১০।৪৬।২২) ইতি। অত্রোত্তরোভয়ভাবানাং সাক্ষাৎকার-বুদ্ধি জনিকৈব সা ভাবেং। বিস্রম্ভাবিবেকয়োরন্যত্র প্রতীতিজননাযোগ্যত্বাৎ প্রথমভাবানাং তু সাক্ষাৎকারেঽপ্য-প্রতীতিঃ স্যাৎ, কিমুত স্ফূর্ত্তৌ উত্তরকালে তু সর্ব্বথোৎকণ্ঠায়াঃ বিকল্পস্বভাবত্বাৎ। যথা—দ্বারকাজল-বিহারে পট্টমহিষীণাং বর্ণয়িষ্যতে। অত উৎকণ্ঠাপ্রধানপ্রেমাণঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ বিয়োগমানিন এবাসন্, যথৈবোক্তম্—'গচ্ছোদ্ধব' (শ্রীভা ১০।৪৬।৩) ইত্যাদিনা, বক্ষ্যতে চ 'ইতি সংস্মৃত্য'—'শ্রীভা ১০।৪৬। ২৭) ইত্যাদিনা, ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে' (শ্রীভা ১০।৪৭।৯) ইত্যাদিনা চ। অথ যে বিবেকশূন্য প্রেমাণো গবাদয়ঃ, যে চ বিস্রম্ভপ্রধানপ্রেমাণঃ শ্রীদামাদয়ঃ, তে সংযোগমানিন এবাসন্; গবাদীনাং স্বানুভবেনৈব নিশ্চয়াৎ, শ্রীদামাদীনাঞ্চ মাং ত্বেকান্তে মথুরাত ইহাগত্য মিলতীতি রহো মিথঃ সংবাদেন তদ্দার্ঢ্যাৎ। অতএবৈষাং হর্ষোঽপি বর্ণয়িষ্যতে—'বাসিতার্থেঽভিযুধ্যদ্ভিঃ' (শ্রীভা ১০।৪৬।৯) ইত্যাদিনা। তস্মাৎ পিত্রোঃ প্রেয়সীনাঞ্চ সান্ত্বনমেব সান্ত্বনম্, অন্যথা সমাধানাভাবাৎ। শ্রীদামাদিষু তু সান্ত্বনা-ভাব এব সান্ত্বনং, সান্ত্বনে প্রত্যুত সন্দেহাপত্তেরিতি। তদেবং ত্রিবিধানামুৎকণ্ঠাদিপ্রাধানানাং সান্ত্বনা সান্ত্বনব্যবস্থায়াং সিদ্ধায়ামন্যেষাং তত্তদনুগতভাবানাং তয়ৈব তদ্ব্যবস্থা; যথা অক্রূর আগতঃ কিংবা যঃ কংসস্যার্থসাধকঃ' (শ্রীভা ১০।৪৬।৪৮) ইতি বচেনোপলক্ষিতানাং দুঃখম্, 'গোপ্যঃ সমুত্থায়' (শ্রীভা ১০।৪৬।৪৪) ইত্যাদি তদুপলক্ষিতানাং সুখম্, বৃক্ষাণাং পক্ষিণাঞ্চ তথা তথা বর্ণয়িষ্যমাণানাং প্রাচীনতৎস্পর্শ-দর্শনাদিসংস্কারবিমুক্তানাং সুখমিতি কালিয়হ্রদ প্রবেশনির্গময়োঃ স্থাবরাণামপি, কিমুত মৃগপর্য্যন্তপ্রাণিনাং দুঃখসুখয়োর্ব্যক্তিস্তু তত্তদনিষ্টেষ্টতা-পরমাতিশয়ময়লীলাবিশেষশ্লিষ্টকালস্য তাদৃশস্বভাবত্বাদেব জাতেতি মন্তব্যম্। যত্র ভূবি দিবি চামঙ্গল-মঙ্গলনিমিত্তানি জাতানীতি। কেচিত্তু সখীনাং গমনাগমনাভিপ্রায়েণ সান্ত্বনমিতি ব্যাচক্ষন্তে, তন্ন; শ্রীগোপেন্দ্রপ্রশ্নে সখীনিত্যস্য স্বারস্যাৎ তদেবমগ্রিমগ্রন্থেঽপি ব্যাখ্যেয়ঃ॥

॥ জী০ ৬॥

৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অতঃপর প্রেয়সীদের দশমীদশাও আশঙ্কা করে কৃষ্ণ বলছেন, **ধারয়ন্তি অতিকৃচ্ছেন**—গোপীরা অতি চেষ্টাতেই প্রাণ ধারণ করছে, বেরিয়ে যেতে নিলেও পুনরায় স্থাপিত করছে, অতএব এরূপে এর পরে আর কতদিনই বা ধারণ করতে সক্ষম হবে? এরূপ ভাব। কোন্ সেই চেষ্টা, যার দ্বারা ধারণ করছে? এরই উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন **কথঞ্চন**—কোনও প্রকারে, —নিজের মুখের কথা খেলাপ হওয়ার লজ্জায় কারণ স্পষ্টরূপে না বলে বললেন 'কথঞ্চন'—পরে গত্যান্তর অভাবে স্পষ্টরূপেই নির্দিষ্ট করছেন, **প্রত্যাগমন ইতি**—মথুরা যাওয়ার কালে "সত্বরই ফিরে আসছি" বলে গোপীদের যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, সেই বাক্যেই তাঁরা কোনও প্রকারে বেঁচে আছে।" 'সন্দেশৈঃ' বহুবচন প্রয়োগ হল, মথুরা থেকে মধ্যে মধ্যে আরও ভিন্ন ভিন্ন বহু খবর পাঠানো হত বলে। এই রূপে প্রথমোক্ত আমার প্রত্যাগমন-দিনের ধ্যান প্রবাহ—অতঃপর বিলম্বের বিচার

করতে গিয়ে মূর্চ্ছা, অতঃপর তাঁদের চিত্তে উদয় হয় স্বাভাবিক সেই প্রেষ্ঠ-স্মরণ, এতে চেতনা পুনরায় আসে সেই ধ্যানাদি বারংবার আবর্তনের চেষ্টাতেই প্রাণ ধৃত হয়ে থাকে, এরূপ ভাব। **মেবল্লব্যো** – আমার গোপীগণ। —'বল্লব্যো' কথার অর্থই আমার গোপী, 'এই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ইনি' এই কথার মতোই কথা এটি —গোপরূপ আমার গোপীরূপা ভার্যা। – পূর্ব্বেই ১০।৪৬।৩ শ্লোকে 'পিত্রোর্নঃ প্রীতি-মাবহ' অর্থাৎ 'আমাদের পিতামাতা নন্দযশোদাকে সুখ প্রাপ্তি করাত', – এর দ্বারা নিজের গোপ-অভিমান নিজেই প্রকাশ করে রেখেছি। কেবল যে সাধারণ লোক রীতিতেই তারা আমার বধূ, তাই নয়, তাদাত্ম্য (সম্পূর্ণ অভিন্নতা) ব্যবহারের দ্বারাই তাঁরা আমার বধূ। কিন্তু **মদাত্মিকা** —আমার স্বরূপভূতা শক্তি এই গোপীরা।—"মন্মনস্কা" 'আমাতে সমর্পিতমনা' এতো বলাই হয়েছে— (৫।৪৮) ব্রহ্মসংহিতায় তো স্পষ্টরূপেই তাদৃশত্ব উক্ত হয়েছে, যথা—"কান্তা প্রেমরসের দ্বারা যাদের সত্ত্বা প্রতিক্ষণে গঠিতা, যারা স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধা ও স্বীয় স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীরূপা, সেই ব্রজদেবীগণের সহিত আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে পরদার বলে কল্পনা রাগ-উদ্দামতা প্রকাশ করার জন্য লীলাশক্তি দ্বারা কৃত। — তাদের পরশয্যা সম্বন্ধ প্রতীতিমাত্র—ইহা (শ্রীভা০ ১০।৩৩।৩৮) শ্লোকা-দিতে প্রসিদ্ধই আছে এই কথায়, যথা—'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়' অর্থাৎ গোপেরা কৃষ্ণের প্রতি দোষারোপ করেননি'।

যদিও 'আমারই এই কৃষ্ণ' এই মদীয়তাভাবময় প্রেমে আমার বাক্যে বিশ্বাস চলে না যাওয়ায় আমার প্রত্যাশা কখনও-ই ত্যাগ করতে সমর্থ হয় না; তথাপি প্রায়—কেউ কেউ বা প্রাণধারণ করেনও না। এইরূপ অনুমান হয়। — অতএব প্রত্যাগমন-নির্ধারণপর সন্দেশদ্বারা অধুনা তাঁরা সান্ত্বনীয়া, এরূপ ভাব। এ বিষয়ে যদিও ব্রজবাসী সকলেই তদেকজীবন হওয়া হেতু সান্ত্বন যোগ্য।

এ বিষয়ে প্রমাণ "যাঁদের গৃহ ধন-সুহৃদ-দেহ-মন-প্রাণ পুত্র ইত্যাদি প্রিয়বস্তু সবকিছুই আপ-নার প্রীতির জন্য উৎসর্গীকৃত, সেই ব্রজবাসিদের আপনি কি দিতে পারেন? মাত্র মাতৃবেশের অনুকরণহেতুই যখন পূতনাকে সবংশে আপনার নিজেকে দিয়ে দিলেন। সর্ব ফলাত্মক আপনা থেকে উৎকৃষ্ট ফল অন্য-দেশে বা কালে বহুবহু অন্বেষণেও না পেয়ে আমি মোহিত হয়ে পড়ছি।" —(শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৫)। ইত্যাদি হেতু, আরও "অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য, নন্দগোপ প্রমুখ ব্রজবাসিগণ, যাঁদের মিত্র পরমানন্দ স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।" —(শ্রীভা০ ১০।১৪।৩২)। ইত্যাদি হেতু, আরও "হে নন্দ! তোমার এই পুত্রের প্রতি আমাদের সকল ব্রজবাসির দুষ্পরিহার্য স্বাভাবিক অনুরাগ রয়েছে, আমাদের প্রতিও তাঁর উক্তরূপ অনুরাগই দেখা যাচ্ছে, এর কারণ কি? এ নিশ্চয় পরমাত্মা হবে।" – (শ্রীভা০ ১০।২৬।১৩)। ইত্যাদি হেতু। – আরও কালিয়হ্রদে প্রবেশ ও উঠে আসা পশু ও স্থাবরদের দুঃখ-সুখ বর্ণন হেতু। —অতএব শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—"আমিই যার রক্ষাকর্তা ঈশ্বর, আমার পাল্য বলে যা স্বীকৃত, সেই ব্রজ আমি নিজ অসাধারণ স্বরূপশক্তি বলে রক্ষা করব। ইহাই আমার নিত্যকালের ব্রত।" —(শ্রীভা০ ১০।২৫।১৮) ইত্যাদি। কাজেই সেই ব্রজে শ্রীমৎ উপানন্দাদিও,

সেখানে দামাদিও আমার সান্ত্বন-যোগ্য, সেই সেই জন সম্বন্ধে তথা তথা প্রশস্তি থাকা হেতু, —সেইজন্যই শ্রীব্রজরাজ উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ বর্তমানে আমাকে এবং মাতা যশোদাকে, গোপালাদি সুহৃদগণকে, শ্রীদামাদি সখাগণকে, অন্যান্য গোপগণকে, নিজ রক্ষিত ব্রজমণ্ডল, গো সকল, বৃন্দাবন ও গোবর্ধন গিরিকে স্মরণ করে কি?" —(শ্রীভা॰ ১০।৪৬।১৮)।

তথাপি শ্রীকৃষ্ণ এখানে কেবল পিতামাতা ও গোপীদের-কথাই উল্লেখ করেছেন অন্যদের কথা করেন নি, তাতে এইরূপ বুঝতে হবে – কাউকে কাউকে তো শ্রীপিতামাতাদির অন্তর্ভুক্তরূপে সান্ত্বন, কাউকে কাউকে তো অভিপ্রায়বিশেষে সান্ত্বন-অভাবেও সান্ত্বন-অভিপ্রেত—সুতরাং এরূপ বলা হয়েছে, শ্রীমতি গোকুলে বিরহ অবস্থায় প্রেমা তিন প্রকার দেখা যায় – উৎকণ্ঠা প্রধান, বিশ্রম্ভ (বিশ্বাস) প্রধান, বিবেকশূন্য। সেই প্রেমা সর্ব উন্নত কক্ষায় উঠে স্ফূর্তিতে প্রেষ্ঠসাক্ষাৎকার জন্মায়। [ইহা সাক্ষাৎদর্শনের ন্যায় দর্শন। দর্শকের ইহা যে স্ফূর্তি তা মনে হয় না। মনে হয়, প্রেষ্ঠ স্বয়ংই, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মতো এ অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে দেয়, স্ফূর্তিভঙ্গের পরে বিরহকষ্ট আরও বহুগুণ বেশী হয়ে যায়।] যথা – শ্রীলীলাশুকচরণের উক্তি—"আমার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ কি আশ্চর্য কেলি শোভা উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করছেন। সকল দিকেই যে সেই শোভাই দেখছি। আমার চক্ষুই এর সাক্ষী। হায় হায়, আমি হাত বাড়ালে এক হাত দূরে রইলেন। ওমা, একি হল, আমি যে জগত্রয়ে সর্বত্রই কিশোর ময় দেখছি।" শ্রীজয়দেবের উক্তি—"ব্রজসুন্দরীগণ জলধর প্রায় গাঢ় অন্ধকারকে কৃষ্ণ এসেছেন মনে করে আলিঙ্গন-চুম্বন করলেন।"— এবিষয়ে পিতা নন্দের উক্তি—"আমরা যখনই শ্রীকৃষ্ণ-চরণচিহ্নযুক্ত নদী-পর্বত-বনদেশ ও তদীয় ক্রীড়াস্থান দর্শন করি, তখনই চিত্ত কৃষ্ণস্ফূর্তিময় হয়ে যায়।" বিশ্বাসপ্রধান দামাদি সখাদের এবং অবিবেকী ধেনু সকলের স্ফূর্তিতে যে দর্শন তা তাদের সত্য বলে বিশ্বাস হয়, তাঁদের কৃষ্ণ বিরহ নেই, সান্ত্বনারও প্রয়োজন করে না। কিন্তু উৎকণ্ঠায় আকুল পিতামাতা এবং প্রেয়সীদের কিন্তু সাক্ষাৎকারেও অবিশ্বাস, স্ফূর্তিতে যে দর্শন তাতে যে অবিশ্বাস, এতে আর বলবার কি আছে? কারণ পরবর্তীকালে অতিশয় উৎকণ্ঠায় বিপরীত কল্পনাকারক স্বভাব দ্বারকা জলবিহারে পট্টমহিষীদের সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে। অতএব উৎকণ্ঠাপ্রধান পিতামাতা ও প্রেয়সীগণ বিরহ-মাননাকারিই ছিলেন। সেইরূপই উক্ত হয়েছে, 'গচ্ছোদ্ধব' (শ্রীভা॰ ১০।৪৬।৩) ইত্যাদি শ্লোকে।— অর্থাৎ 'হে উদ্ধব, তুমি ব্রজে গমন কর, আমার খবর দিয়ে তাঁদের বিরহ-পীড়া দূর কর।'— পরে (শ্রীভা॰ ১০।৪৬।২৭) শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলছেন—"উদ্ধবের মুখে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা শুনতে শুনতে শ্রীনন্দ মহারাজ প্রেমে বিহ্বল, ও অতি উৎকণ্ঠায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন।" আর "কৃষ্ণদূত উদ্ধব বৃন্দাবন এলে কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপীনারীগণ কৃষ্ণের কৈশোর ও বাল্যকালীন লীলা সকল মুহুর্মুহু স্মরণ ও কীর্ত্তন সহকারে রোদন করতে লাগলেন।" অতঃপর বিবেকশূন্য প্রেমবান্ যে সকল ধেনু আছে, বিশ্রম্ভপ্রধান প্রেমবান শ্রীদামাদি যে সকল সখা আছে, তারা সকলেই

কৃষ্ণের সহিত সংযোগ-মানিন হয়েই বৃন্দাবনে বাস করছেন,—ধেনু প্রভৃতি স্ব-অনুভবেই নিশ্চয় করা হেতু, আর শ্রীদামাদি বালকেরা যে মনে করে, কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে এসে আমাদের সঙ্গে মিলে, তা পরস্পর নির্জন আলাপে এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা হেতু।— অতএব এদের হর্ষই বর্ণনা করা হয়েছে (শ্রীভা ১০।৪৬।৯) শ্লোকে, যথা—"উদ্ধবের বৃন্দাবনে আগমন কালে ঋতুমতী ধেনুগণের সম্ভোগের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধরত মত্ত বৃষগণের ও নিজ বৎসগণের প্রতি ধাবমান স্তনভার-বিশিষ্ট ধেনুগণের উচ্চরবে চতুর্দিক শব্দায়মান হচ্ছিল।" সুতরাং পিতা-মাতা ও প্রেয়সীদের সান্ত্বনা দানই সান্ত্বন, অন্যথা সমাধান হয় না। শ্রীদামাদি সম্বন্ধে কিন্তু সান্ত্বনা না দেওয়াই সান্ত্বন—সান্ত্বন দিলেই বরং সন্দেহরূপ আপৎ ঢুকতো মনে।—এইরূপে ত্রিবিধ উৎকণ্ঠাদি প্রধান ব্রজবাসিদের সান্ত্বনা অসান্ত্বন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এদের অনুগত ভাববিশিষ্ট স্থাবর-জঙ্গমাদির বিরহপীড়ায় সেই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাই ব্যবস্থা। যথা—"ব্রজদ্বারে রথ দেখে ব্রজাঙ্গনাগণ আলোচনা করতে লাগলেন,—এ রথ কার? অতঃপর সক্রোধে বলতে লাগলেন—কৃষ্ণকে যে মধুপুরে নিয়ে গিয়েছিল সেই ক্রূর অক্রূরই কি আবার এসেছে, আমাদের মাংস দিয়ে কংসের পিণ্ডদানের ইচ্ছায়।"— (ভা০ ১০।৪৬।৪৮)—এরূপ বচন উপলক্ষিত দুঃখ ব্রজাঙ্গনাদের—"হে রাজন্! নন্দ ও উদ্ধবের ত্ররূপ কথা প্রসঙ্গে সমস্ত রাত্রি কেটে গেলে গোপীগণ শয্যা ত্যাগ করত প্রদীপ জ্বেলে বাস্তুভূমির অর্চনা পুর্বক দধিমন্থনে রত হলেন—তাঁদের অঙ্গ সঞ্চালনে অলঙ্কাররাশি ঝলমল করছিল—তারা কৃষ্ণ-গুণগান করতে লাগলেন।"—বিরহে এরূপ হওয়া সম্ভব নয়।—(শ্রীভাব ১০।৬।৪৪),—স্ফূর্তিতে মিলনপর এই শ্লোক-উপলক্ষিত সুখ ব্রজাঙ্গনাদের। এই শ্লোকের অনুরূপ ভাবে আরও যাঁদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে সেই কৃষ্ণস্পর্শ দর্শনাদি দ্বারা সংস্কারবিমুক্ত বৃক্ষ পক্ষী সকলের সুখের অভিব্যক্তি হয়। কালিয় হ্রদে প্রবেশ-নির্গমকালে বৃক্ষমৃগাদি প্রাণী সকলের দুঃখ-সুখ অভিব্যক্তি হয়। যে সময়ে স্বর্গে-মর্তে অমঙ্গল মঙ্গল চিহ্ন জাত হয়, সেই অনিষ্ট-ইষ্টতা-পবমাতিশয়-ময়লীলা-বিশেষ সংযুক্ত কালের তাদৃশ স্বভাব হওয়া হেতুই ঐ অভিব্যক্তি—এই মন্তব্যই সমীচীন।—কেউ কেউ বলেন, শ্রীদামাদি সখারা মথুরা-বৃন্দাবন যে গমনা-গমন করেন, উহাই তাদের সান্ত্বনা—ইহা ঠিক নয়, কারণ কথার 'স্বারস্য' অর্থাৎ আশয় থাকেনা। উদ্ধবের নিকট শ্রীনন্দমহারাজের প্রশ্নে (শ্রীভা০ ১৩।৪৬।১৮) শ্লোকে বলা হয়েছে, 'সখীন্' শ্রীদামাদি সখাগণকে কৃষ্ণ স্মরণ করেন কি॥ জী০ ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অতিকৃচ্ছ্রেণেতি। তাসাং মৎ প্রাপ্তাশয়া প্রাণধারণমেবাতিকষ্টং, প্রাণত্যাগস্তু সুগম এবেতি ভাবঃ। নন্বু কেন প্রকারেণ প্রাণান্ ধারয়ন্ত্যত আহ,—প্রতীতি। গোকুলান্নির্গমনসময়ে শীঘ্রমাগমিষ্যামিতি যে প্রত্যাগমনসন্দেশাস্তৈরতো মৎপ্রাপ্ত্যাশৈব মহাবলবতী নির্গচ্ছতোঽপি প্রাণান্ বধ্নাতীতি ভাবঃ। তব কা ভবন্তি তাস্তত্রাহ,—বল্লব্যঃ যদ্যপি তা বল্লবানামেব স্ত্রিয়স্তদপি মে মদীয়া এব তাসাং মহামাধুর্যময়-রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদিসম্বন্ধগন্ধমপি তৎপতয়ঃ স্বপ্নেঽপি ন লভন্তে কিন্ত্বস্মদ্ভার্যা ইমা ইত্য ভিমানমাত্রমেবেত্যতো রসশক্ত্যৈব স্বস্পুষ্টার্থমনাদিত এব নিত্যপরকীয়াঃ কৃতা অপি তা মদ্ভোগ্যা

শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্ সন্দেশং ভর্ত্তুরাদৃতঃ।
আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দ-গোকুলম্॥ ৭॥

৭। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ [হে] রাজন্ ইতি (এবম্প্রকারেন) উক্ত উদ্ধবঃ আদৃতঃ (ভগবতা সমাদৃত সন্) ভর্ত্তুঃ [কৃষ্ণস্য] আদেশং আদায় রথং আরুহ্য নন্দগোকুলং প্রযযৌ (গতবান্)।

৭। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কথিত ও সমাদৃত হয়ে উদ্ধব মহাশয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের আদেশ গ্রহণ পূর্বক রথে চড়ে নন্দগোকুলে প্রস্থান করলেন।

মদীয়া এব যতো মদাত্মিকাঃ মৎস্বরূপশক্তেহ্লাদিন্যা অপি মহাসারপ্রেমবৃত্তিত্বান্মৎরূপভূতা অপি সর্বোৎকৃষ্ট-হ্লাদরূপত্বান্মদাকর্ষণ সমর্থা, অতএবাত্মারামস্যাপি মম তাভীরমণসুখমত্যধিকম্। অতএব ময়াত্মনঃ সকাশাদপি তা অধিকমনুকম্পনীয়া ইত্যনুকম্পার্থকঃ 'ক' প্রত্যয়ঃ' প্রযুক্তঃ। শ্লেষেণ মমাত্মা মনোরমণার্থী যাসু তাঃ, ময্যেবাত্মা তথাভূতা যাসাং ইতি বা মৎসম্ভোগ্যত্বান্মাদীয়া ইত্যর্থঃ॥ বি॰ ৬॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **অতিকৃচ্ছ্রেণ ইতি**—শীঘ্রই ফিরে আসব, আমার এই আশ্বাস বাক্যে কোনও রূপে অতিকষ্টে এখনও জীবনধারণ করছে। —আমার প্রাপ্তি আশায় তাদের পক্ষে জীবনধারণই অতিকষ্টকর, বরঞ্চ প্রাণত্যাগই সুগম, এরূপ ভাব। আচ্ছা কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করছে? এরই উত্তরে, **প্রত্যাগমন-সন্দেশঃ**—গোকুল থেকে বের হওয়ার সময় 'শীঘ্রই ফিরে আসব' এই যে প্রত্যাগমন সন্দেশ, তার দ্বারাই প্রাণধারণ করছি—অতএব আমার প্রত্যাগমন আশা মহাবলবতী,—বের হয়ে যাচ্ছে, এরূপ প্রাণকেও বেঁধে রাখতে সমর্থ, এরূপ ভাব। তারা তোমার কে হয়? এরই উত্তরে, **বল্লব্যো**—যদিও তারা গোপেদেরই স্ত্রী—তা হলেও এরা আমারই —তাদের মহামাধুর্যময়-রূপ-রস-গন্ধ শব্দ স্পর্শাদি সম্বন্ধগন্ধও তাদের পতিগণ স্বপ্নেও পায় না, কিন্তু আমাদের ভার্যা এরা, এরূপ অভিমান মাত্রই করে। —তাই রসশক্তিই স্বপুষ্টির জন্য অনাদি কাল থেকেই এদের পরকীয়া করে রাখলেও এরা আমার ভোগ্যা, মদীয়াই—যেহেতু **মদাত্মিকাঃ**—আমার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীরও মহাসার প্রেমবৃত্তিরূপ হওয়া হেতু আমার স্বরূপভূতা হয়েও সবোৎকৃষ্ট আনন্দ-স্বরূপ হওয়া হেতু আমাকে আকর্ষণ করতে সমর্থ—অতএব আত্মারাম আমারও তাদের সহিত রমণসুখ অত্যাধিক, অতএব আমার দ্বারা তারা অধিক কৃপা যোগ্য (পাত্র) সে হেতুই এখানে অনুকম্পার্থে 'ক' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়েছে।

অর্থান্তরে আমার মন রমণার্থী যাদের সহিত সেই গোপীগণ, আমাতেই আত্মা যাদের তথাভূত গোপীগণ, বা আমার সম্ভোগ্যরূপা হওয়া হেতু মদীয়া॥ বি॰ ৬॥

প্রাপ্তো নন্দ-ব্রজং শ্রীমান্ নিম্লোচতি বিভাবসৌ।
ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশূনাং খুরেণুভিঃ। ৮॥
বাসিতার্থেঽভিযুদ্ধ্যদ্ভির্নাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈঃ।
ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরুধোভারৈঃ স্ব-বৎসকান্ ॥৯॥

৮। **অন্বয়ঃ** বিভাবসৌ (সূর্য) নিম্লোচতি (অস্তং গতে সতি) প্রবিশতাং গোষ্ঠাৎ গৃহং প্রবিশতাং) পশুনাং (গবাদীনাং) খুররেণুভিঃ ছন্নযানঃ শ্রীমান্ [উদ্ধবঃ] নন্দব্রজং প্রপ্তো (গতঃ)।

৯। **অন্বয়ঃ** বাসিতার্থে ('বাসিতাঃ' পুষ্পিণ্যঃ গাবঃ তদর্থে) অভিযুদ্ধদ্ভিঃ (অভিতো যুদ্ধ্যদ্ভিঃ) শুষ্মিভিঃ (মত্তৈঃ) বৃষৈঃ, [তথা] উধোভারৈঃ (স্তনভারৈঃ উপলক্ষিতাভিঃ) স্ববৎসান্ [প্রতি] ধাবন্তীভিঃ বাস্রাভিশ্চ (ধেনুভিঃ চ) নাদিতং (শব্দিতং)।

৮। **মূলানুবাদঃ** সূর্যদেব অস্তাচলে যাচ্ছে, এমন সময় গোষ্ঠ থেকে গৃহের প্রতি চালিত গবাদি পশুগণের খুরোত্থিত ধূলিজালে ধূসরিতে রথে শ্রীমান্ উদ্ধব নন্দব্রজে উপস্থিত হলেন।

৯। **মূলানুবাদঃ** তৎকালে ভগবৎশক্তি যোগমায়া আনন্দদানের জন্য নির্বেদবিষাদাদি দ্বারা বিধুর কৃষ্ণবিযুক্ত প্রকট প্রকাশ আবৃত করে হর্ষাদি দ্বারা মনোজ্ঞ কৃষ্ণসংযুক্ত অপ্রটপ্রকাশ দেখালেন, তাই বর্ণন করা হচ্ছে (৯-১৩) ৫টি শ্লোকে –

তৎকালে নন্দব্রজ ঋতুমতী গাভীগণের সম্ভোগের জন্য পরস্পর যুদ্ধরত মত্ত বৃষদের, ও নিজ বৎসদের দিকে ধাবমান স্তনভার বিশিষ্ট গাভীদের হাম্বারবে নিনাদিত হচ্ছিল।

৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ভর্তুরিতি তস্য তদ্ভাবেন ভক্তিভরো দ্যোত্যতে। রথমারুহ্যেতি শীঘ্রগমনং বোধয়তি, প্রকর্ষেণ প্রকৃষ্ট-মনোরথাচরণাদিনা যযৌ। নন্দয়তীতি নন্দঃ, তস্য গোকুলমিতি তদ্বদ্গোকুলস্যাপি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম্ণানন্দকত্বমভিপ্রেতম্ ॥ জী০ ৭ ॥

৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **ভর্তুঃ**—প্রভুর (আদেশ), এই ভাব পোষণে উদ্ধবের ভক্তিভর প্রকাশ পাচ্ছে। **রথমারুহ্য**—রথে আরোহণ করে, এ পদে শীঘ্র গমন বুঝানো হল। **নন্দ-গোকুল**—'নন্দ' আনন্দ জনক। সেই নন্দের গোকুল – নন্দের মতোই গোকলেরও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানন্দজনক স্বভাব ॥ জী০ ৭ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** প্রাপ্ত ইতি ষট্‌কং, শ্রীমান্ স্বশোভয়া রথশোভয়া চ বিরাজমানঃ। শ্রীমন্নিতি পাঠে সম্বোধনম্। কিন্তু ছন্নযানঃ প্রবিশতামিতি অনন্তানাং পশূনাং ব্রজে প্রবেশেন খুররেণূনাং মহাসংরাবাণাং চাধিকাধিকোত্থানং বিবক্ষিতম্ ॥ জী০ ৮ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** 'প্রাপ্ত ইতি থেকে 'মণ্ডিতং' পর্যন্ত ছয়টি শ্লোক এক সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে – **শ্রীমান্**, ['শ্রী' শোভা] স্বশোভায় ও রথশোভায় বিরাজমান উদ্ধব। শ্রীমান্ পাঠে সম্বোধন। **ছন্নযানঃ** - ধূলি-ধূসরিত রথী উদ্ধব **প্রবিশতাম্**,— প্রবেশ করলেন। **পশুনাং**

ইতস্ততো বিলঙ্ঘদ্ভির্গো-বৎসৈর্ম্মণ্ডিতং সিতৈঃ।
গোদোহ-শব্দাভিরং বেণূনাং নিঃস্বনেন চ ॥১০॥
গায়ন্তীভিশ্চ কর্ম্মাণি শুভানি বল-কৃষ্ণয়োঃ।
স্বলঙ্কৃতাভির্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতম্ ॥১১॥

১০-১১। **অন্বয়** ঃ ইতস্ততঃ বিলঙ্ঘদ্ভিঃ সিতৈঃ (শুভ্রৈঃ) গোবৎসৈঃ মণ্ডিতং, গোদোহশব্দাভিরবৈঃ বেণুনাং নিঃস্বনেন চ, রামকৃষ্ণয়োঃ শুভানি কর্মাণি গায়ন্তীভিশ্চ স্বলঙ্কৃতাভিঃ গোপীভিঃ গোপৈশ্চ সুবিরাজিতম্।

১০-১১। **মূলানুবাদ** ঃ আরও ইতস্ততঃ উল্লম্ফনকারী শুভ্র গোবৎস সমূহের দ্বারা, গোদোহনশব্দমিশ্র অভিরব দ্বারা (অর্থাৎ ধেনু ছেড়ে দেও, দিওনা, ধেনু নিয়ে যাও, নিও না ইত্যাদি রবের দ্বারা, এবং বেণুনাদ দ্বারা রমণীয় হয়ে উঠেছিল, আরও রামকৃষ্ণের মঙ্গল লীলাসমূহ কখনও গানপরায়ণ, আবার কখনও প্রেমরোদনপরায়ণ, সুচারুরূপে অলঙ্কৃতা গোপীগণে, শ্রীদামাদি, ও অন্যান্য গোপগণে রমণীয় ভাব ধারণ করেছিল নন্দব্রজ।

—অনন্ত পশুদের ব্রজে প্রবেশকালে **ধুরবেণুভিঃ**—খুরোত্থ ধূলির ও মহা হাম্বা হাম্বা শব্দের অধিক অধিক উত্থান বক্তব্য, (এই সবের দ্বারা রথ আচ্ছাদিত হল) ॥ জী০ ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নিম্লোচতি অস্তং গচ্ছতি সতি। ছন্নযানঃ আচ্ছন্নরথঃ ॥ বি০ ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **নিম্লোচতি** অস্তাচলে যাচ্ছে এমন সময় **ছন্নযানঃ** —'ধূলিতে' আচ্ছাদিত রথ।

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তদেব বর্ণয়ন্ শ্রীমদুদ্ধবানন্দনত্বং ব্যনক্তি—পঞ্চভিঃ বাসিতার্থ ইতি। যুধ্যদ্ভির্যুধ্যমানৈঃ, বৎসকানি ইত্যনুকম্পায়াং কন্ ॥ জী০ ৯ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ তৎকালে সেই নন্দগোকুলের বর্ণনের মাধ্যমে উদ্ধবকে আনন্দ দানের উপাদান প্রকাশ করা হচ্ছে ৫টি শ্লোকে — **বাসিতার্থে**— ঋতুমতী, সে কারণে সম্ভোগের নিমিত্ত। ॥ জ০ ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ব্রজং বর্ণয়তি,—বাসিতার্থ ইতি পঞ্চভিঃ। মদীয়ব্রজস্য শোভামুদ্ধবঃ পশ্যত্বিতি ভগবদিচ্ছাশক্তিপ্রেরিতা যোগমায়া নির্বেদ-বিষাদদৈন্যাদি-সঞ্চারিভিবিধুরং কৃষ্ণবিযুক্তপ্রকাশং সংবৃত্য হর্ষোৎসুক্য-চাপল্যোৎসাহাদিভিরতিমনোহরং কৃষ্ণসংযুক্তপ্রকাশং প্রথমং সায়ং সময়ে সামান্যত এবোদ্ধবং দর্শয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্। বাসিতাঃ পুষ্পবত্যো গাবস্তন্নিমিত্তং অভিতো যুদ্ধদ্ভির্মিথো যুদ্ধমানৈঃ শুম্মিভির্মত্তৈঃ নাদিতং নাদযুক্তীকৃতম্। বাস্রাভির্ধেনুভিশ্চ নাদিতম্। সবৎসকান্ নূতনান্ প্রতি ধাবন্তীভিঃ ॥ বি০ ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ ব্রজের বর্ণনা হচ্ছে, 'বাসিতার্থ ইতি' পাচটি শ্লোকে। মদীয় ব্রজের শোভা উদ্ধব দর্শন করুক, এরূপ ভগবৎইচ্ছাশক্তি প্রেরিতা যোগমায়া নির্বেদ-বিষাদ-

অগ্ন্যর্কাতিথি-গো-বিপ্র-পিতৃদেবার্চ্চনান্বিতৈঃ।
ধূপ-দীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ গোপাবাসৈর্ম্মনোরমম্ ॥১২॥

১২। **অন্বয়ঃ** অগ্ন্যর্কাতিথি-গো-বিপ্র-পিতৃদেবার্চনান্বিতৈঃ গোপবাসৈঃ ধূপদীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ মনোহরং।

১২। **মূলানুবাদঃ** লৌকিক শোভা বর্ণনের পর বৈদিকশোভা বর্ণিত হচ্ছে—

তৎকালে নন্দব্রজ অগ্নি-সূর্য-অতিথি-গো-বিপ্র, ও পিতৃদেবগণের পূজাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় শোভিত ছিল, আর অন্তঃগৃহ ধূপ-দ্বীপ-মাল্যসমূহের সমারোহে মনোরম হয়ে উঠেছিল।

দৈন্যাদি সঞ্চারী ভাবের দ্বারা কাতর, কৃষ্ণবিচ্ছিন্ন প্রকাশ আচ্ছাদিত করত। হর্ষ-ঔৎসুক্য-চাপল্য-উৎসাহাদি দ্বারা অতি মনোহর কৃষ্ণসংযুক্ত প্রকাশ প্রথম সায়ং সময়ে সাধারণরূপেই উদ্ধবকে দেখালেন, এরূপ বুঝতে হবে।

বাসিতাঃ—পুষ্পবতী গো-সকল, এই কারণে অর্থাৎ এদের সম্ভোগের জন্য **অভিযুদ্ধাদ্ভিঃ**—চতুর্দিকে পরস্পর যুদ্ধমান **গুম্মিভিঃ**—মত্ত বৃষদের দ্বারা শব্দায়মান হচ্ছিল, **বাম্রাভিঃ**—ধেনু দ্বারাও শব্দায়মান হচ্ছিল ব্রজ—কিদৃশী ধেনু? **স্ব-বৎসকান্**—নিজ নূতন বৎসগণের প্রতি ধাবমান ধেনু। ॥ বি০ ৯ ॥

১০-১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** সিতৈরিতি শুভ্রতাধিক্যবিবক্ষয়া। গোদোহশব্দমিশ্রা অভিরবাঃ যস্মিংস্তদিতি, টীকায়াং তু লেখকভ্রমঃ। নিঃস্বনেন চ গোপীভিশ্চ গোপৈশ্চ সুবিরাজিতমিতি; গোপীভিঃ প্রেয়সীভ্য ইতরাভিঃ, 'মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ' (শ্রীভা০ ১০।৪৬।৪) ইত্যাদ্যুক্তেঃ, শ্রীগোপৈঃ শ্রীদামাদিভিরন্যৈশ্চ কৈশ্চিৎ স্বলঙ্কৃতৈরিতি যোজ্যম্॥ জী০ ১০-১১॥

১০-১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **সিতৈ ইতি**—সাদা ধবধবে বাছুর, শুভ্রতার আধিক্য বলবার ইচ্ছায় এই 'সিত' পদের ব্যবহার। গোদোহ-শব্দ মিশ্র **অভিরবৈঃ**—গো ছেড়ে দাও, ছেড়ে দিও না, গো নিয়ে যাও, নিও না ইত্যাদি রবে মণ্ডিত। শ্রীধর টীকার 'অভিতোরবাঃ' লেখক ভ্রম। **নিঃস্বনেন চ**—বেণুনাদের দ্বারা ও **গোপীভিঃ গোপৈঃ**—গোপ ও গোপীদের দ্বারা সুবিরাজিত নন্দগোকুল—এখানে 'গোপী' বলতে প্রেয়সীদের থেকে ভিন্ন অন্য ব্রজগোপী—এরূপ বলবার কারণ পূর্বের ৪ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'প্রেয়সীরা আমাতে সমর্পিত আত্মা, মৎপ্রাণা, এবং আমার জন্য দেহ সম্বন্ধীয় সাজ-গোজ সবকিছু ত্যাগ করেছে।' **গোপৈশ্চ** শ্রীদামাদি সখা সকল ও শ্রীদামাদি থেকে অন্য কোনও গোপ যারা সুন্দর ভাবে অলঙ্কৃত। জী০ ১০—১১॥

১০-১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** গোদোহশব্দৈঃ স অভিতো রবা মুঞ্চ মা মুঞ্চ উপেহি অপসর ত্বরস্ব মা তরস্ব নয়ানয় দেহি গৃহাণেত্যাদয়ো যস্মিংস্তং বেণুনাং নিঃস্বনেন চ গায়ন্ত্যাদিভিশ্চ বিরাজিতং। ॥ বি০ ১০ ১১ ॥

সর্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতম্‌।
হংস কারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্‌ ॥১৩॥

১৩। **অন্বয় ঃ** সর্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজাতিকুল নাদিতং হংস-কারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈঃ চ (পদ্ম সমূহৈঃ চ মণ্ডিতং)।

১৩। **মূলানুবাদ ঃ** আরও বহিঃ প্রদেশের শোভা বর্ণিত হচ্ছে—
তৎকালে নন্দব্রজ চতুর্দিক গত পুষ্পিতবনের দ্বারা সুশোভিত, পক্ষী ও অলিকুলের নাদে ঝঙ্কৃত,
হংস জলকুক্কুটে পরিব্যাপ্ত, এবং সরোবর-গত পদ্মঝাড়ে মণ্ডিত ছিল।

১০-১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গোদোহ-শব্দাভিরবৈঃ**—গোদোহনের গর্‌গব্‌ শব্দের
সহিত **অভিরবৈঃ**—চতুর্দিকের নানা রব,—ছেড়ে দাও, ছেড়ো না, কাছে এসো, সরে যাও, জলদি কর,
ধীরে কর, নেও, নিয়ে এস, দাও, ধর ইত্যাদি ধ্বনিতে মুখরিত এবং বেণুধ্বনি দ্বারা, **গায়ন্তীভিশ্চ**—
গানপরায়ণা গোপী প্রভৃতির দ্বারা **সুবিরাজিতম্‌**,—শোভমান ব্রজ ॥ বি° ১০-১১ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** এবং লৌকিকশোভাং বর্ণয়িত্বা বৈদিকশোভামপি বর্ণয়তি
—অগ্নীতি ; নিত্যহোমোপস্থানাদিনাঽগ্ন্যর্কয়োঃ, গ্রাসদানাদিনা গবাম্‌, অতিথ্যাদীনাং চতুর্ণাং সৎকারাদিনা;
যদ্বা, আগ্ন্যাদয়ঃ পঞ্চ ভগবৎপূজাধিষ্ঠানান্যেব, পিত্রাদয়শ্চ স্বগৃহস্থানামবশ্যার্চ্চ্যা এবেতি বৈষ্ণবানাং তেষাং
তে চ তদীয়ত্বেনৈবেতি তেষামর্চ্চনান্বিতৈঃ। যদ্যপি মহাভাগবতৈরপ্যুপাস্যানাং শ্রীব্রজবাসিনাং বিধি-
কৈঙ্কর্য্যং নাস্তি, তথাপি শ্রীভগবত ইব তেষাঞ্চ কর্ম্মকরণমিদং লীলয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্‌। কিন্তু উভয়থা বৈশ্যা-
ভীরতয়া দ্বিজত্বমেবৈষাং দর্শিতম্‌। তদুক্তং শ্রীকৃষ্ণ-রাম-নামকরণে—'কুরু দ্বিজাতিসংস্কারম্‌' (শ্রীভা°
১০।৮।১০) ইতি, 'বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেৎ' (শ্রীভা° ১০।২৪।২০) ইত্যাদৌ, 'বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং
গোবৃত্তয়োঽনিশম্‌' (শ্রীভা ১০ ২৪।২১) ইতি চ অন্তর্গৃহশোভাং বর্ণয়তি - ধূপেতি ॥ জী° ১২ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে লৌকিক শোভা বর্ণনপূর্বক নন্দব্রজের বৈদিক
শোভাও বর্ণনকরা হচ্ছে—অগ্নি ইতি। অগ্নি+অর্ক—নিত্য হোম ও উপাসনাদি দ্বারা অগ্নি-সূর্যের, গ্রাসা-
চ্ছাদন-দানাদি দ্বারা গো সমূহের, সৎকারাদি দ্বারা অতিথি-গো-ব্রাহ্মণ ও পিতামাতাদির পূজা হয়।
অথবা, স্বগৃহস্থ অগ্নি-সূর্য-অতিথি-গো-ব্রাহ্মণ এই পাচ প্রকার ভগবৎপূজা-অধিষ্ঠানকে এবং পিতামাতাদিকে
অবশ্য অর্চন করা উচিত। ব্রজবাসিগণ সকলেই কৃষ্ণের নিজজন বলে বৈষ্ণব—এই বৈষ্ণবদের দ্বারা অর্চনা-
যুক্ত গোপবাসের দ্বারা মনোরম নন্দব্রজ। যদিও মহাভাগবতগণের দ্বারাও উপাস্য শ্রীব্রজবাসিগণের
বিধিকৈঙ্কর্য নেই, তথাপি শ্রীভগবানের মতোই তাদেরও কর্ম করণ লীলাতেই হয়, এরূপ বুঝতে হবে।
কিন্তু উভয়প্রকারে বৈশ্য গোপজাতি হওয়া হেতু এদের দ্বিজত্ব দেখান হয়েছে, ইহা বলাও আছে শ্রীকৃষ্ণ-

তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ম্ ।
নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়ার্চ্চয়ৎ ॥ ১৪ ॥

ভোজিতং পরমান্নেন সংবিষ্টং কশিপৌ সুখম্ ।
গতশ্রমং পর্য্যপৃচ্ছৎ পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

১৪। **অন্বয়** ঃ কৃষ্ণস্য অনুচরং প্রিয়ং তং (উদ্ধবং) সমাগতং (স্বগৃহদ্বারি প্রাপ্তং) সমাগম্য নন্দঃ প্রীতঃ [সন্] পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) বাসুদেবধিয়া অর্চয়ৎ ।

১৪। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণের অনুচর ভক্তপ্রিয় উদ্ধব স্বগৃহ-দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন শুনে শ্রীব্রজরাজ পরমপ্রীতিতে তাঁর নিকটে এসে আলিঙ্গনপূর্বক ভগবৎ বুদ্ধিতে অর্চনা করলেন।

১৫। **অন্বয়** ঃ পরমান্নেন ভোজিতং, সুখং সন্বিষ্টং (ক্ষণং কায়ং প্রসার্য্য বিশ্রান্তবন্তং, ততশ্চ সেবক দ্বারা) পাদসম্বাহনাদিভিঃ গতশ্রমং (সুপ্তং সুখোপবিষ্টং উদ্ধবং) পর্য্যপৃচ্ছৎ ।

১। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর উদ্ধবকে পায়স ভোজন করালেন। তৎপর উদ্ধব ক্ষণকালের জন্য শয্যায় সুখে গা এলিয়ে দিলে সেবকের দ্বারা তাঁর পাদ সম্বাহন করানো হল, তৎপর গতশ্রম-সুখোপবিষ্ট উদ্ধবকে ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করালন।

রামের নামকরণ কালে, যথা—"স্বস্তিবাচন করেই দ্বিজাতি সংস্কার করে দিন।" —(শ্রীভা০ ১০।৮।১০)। —"বৈশ্য জীবনধারণ করেন বার্তা দ্বারা। —"সেই বার্তা চতুর্বিধ, যথা—"কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা এবং সুদের ব্যবসা। বৈশ্য আমরা কেবল গোরক্ষাকেই জীবিকা রূপে অবলম্বন করেছি।" —(শ্রীভা০ ১০।২৪।২০-২১)। চ - এই 'চ' শব্দে ঘরের ভিতরের শোভা বলা হল, যথা ধূপ দীপ ইত্যাদি। জী০ ১২।

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অগ্ন্যের্কেতি গোপবাসৈরিত্যস্য বিশেষণম্ ॥ বি০ ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **অগ্ন্যের্কৈতি**—নিত্যহোম উপাসনাদিময় গোপবাসের দ্বারা মনোরম ব্রজ ॥ বি০ ১২।

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ বহিঃপ্রদেশশোভাং বর্ণয়তি—সর্ব্বত ইতি। পদ্মষণ্ডৈঃ সরোবরাদিগতৈঃ ॥ জী০ ১৩ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ বহিঃপ্রদেশের শোভা বর্ণন করা হচ্ছে, যথা—চতুর্দিক পুষ্পিতবন, পক্ষী ও ভৃঙ্গকুলে নিনাদিত ইত্যাদি, এবং **পদ্মষণ্ডৈঃ** - সরোবরাদি গত পদ্মঝাড়ে মণ্ডিত।
। জী০ ১৩।

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ 'আগতং' স্বগৃহদ্বারি প্রাপ্তং সন্তং, 'সমাগম্য' শ্রুত্বাভ্যন্তরতঃ সন্নিকৃষ্টমাগম্যানুচরং ভক্তম্, অতঃ 'প্রিয়ং' কৃষ্ণস্যাত্মনো বা বাসুদেবধিয়া বৈষ্ণবস্য তদধিষ্ঠানত্বাত্তদভেদেন।
॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ** **তমাগতং**—উদ্ধব স্বগৃহ দ্বারে উপস্থিত হয়েছে **সম্মাগম্য**—শুনে বাড়ীর ভিতর থেকে নিকটে এসে **কৃষ্ণস্য অনুচরং**—কৃষ্ণের ভক্ত, অতএব **প্রিয়ং**—কৃষ্ণের প্রিয়, বা নন্দের নিজের প্রিয় উদ্ধবকে **বাসুদেব ধিয়াঃ**—বাসুদেব বুদ্ধিতে অর্চন করলেন—বৈষ্ণব কৃষ্ণের অধিষ্ঠান হওয়ায় উদ্ধবের কৃষ্ণ থেকে অভেদ হেতু॥ জী॰ ১৪।

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অথোদ্ধবঃ কৃষ্ণবিযুক্তপ্রকাশং নন্দালয়ং প্রবিবেশেত্যাহ,—তমিতি। সমাগম্য অভ্যন্তরতঃ সমীপমাগত্যেতি স্বপুত্রসারূপ্যাবলোকনেনোদ্ধবস্য চ স্বদ্রষ্টৃজন্যমাত্রোৎসবদায়িত্বশক্ত্যা চ শ্রীনন্দস্য বাহ্য-ব্যবহারানুসন্ধানসম্ভাষণাদিসামর্থ্যোদয়ো জ্ঞেয়ঃ! বাসুদেবধিয়া অতিথিরূপেণ মদিষ্টদেবো নারায়ণ এবাগত ইত্যার্চয়ৎ পাদ্যাদিনা॥বি॰ ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অতঃপর উদ্ধব কৃষ্ণবিচ্ছেদে ম্লান প্রকাশ নন্দালয়ে প্রবেশ করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—তমিতি **সম্মাগম্য**—নন্দ বাড়ীর ভিতর থেকে নিকটে এসে উদ্ধবের স্বপুত্র-সারূপ্য-অবলোকনে এবং তার স্বদ্রষ্টা-মাত্রকেই আনন্দ দানের শক্তিতে শ্রীনন্দের বাহ্য ব্যবহারের অনুসন্ধান ও সম্ভাষনাদি সামর্থ্যের উদয় হল, এরূপ বুঝতে হবে। 'বাসুদেবধিয়া'—নন্দ মনে করলেন অতিথিরূপে আমার ইষ্টদেব নারায়ণই আগত, তাই পাদ্যাদি দ্বারা অর্চনা করলেন॥ বি॰ ১৪॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকাঃ**—পূর্ব্বং পরমান্নেন পায়সেনোৎকৃষ্টান্নেন বা ভোজিতং, ততঃ কশিপৌ শয্যায়াং সংবিষ্টং, ক্ষণং কায়ং প্রসার্য্য বিশ্রান্তবন্তং, ততশ্চ সেবকদ্বারা পাদসম্বাহনাদিভির্গতশ্রমং সুপ্তং সুখোপবিষ্টং পর্য্যপৃচ্ছদিত্যর্থঃ॥ জী॰ ১৫॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ** প্রথমে **পরমান্নেন**—পায়েসের দ্বারা বা উৎকৃষ্ট অন্নের দ্বারা ভোজন করলেন উদ্ধব। **কশিপৌ**—শয্যায় **সংবিষ্টং**—ক্ষণকাল শরীর ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্রাম করলেন—অতঃপর নন্দ মহারাজ সেবক দ্বারা পাদসম্বাহানাদি করানোতে **গতশ্রমং**—গতশ্রম, সুখে উপবিষ্ট উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করলেন॥ জী॰ ১৫।

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ভোজিতং পরমান্নেনেতি। যদ্যপি মথুরা প্রস্থানদিনাবধি ব্রজস্থজনানাং সর্বমেব মহানসমমার্জিতমলিপ্তং তৃণপত্রধূলিভিঃ পরিপূর্ণং লূতাতন্তু বিতানময়মেবাভূৎ। পরস্পর প্রতিবেশিজনদত্তৈর্দধি-দুগ্ধ তক্রাদিভিরেব প্রাণান্ ধারয়ন্তো, 'হা হতাঃ স্মে'তি বাদিনঃ সর্বে বিষীদন্ত্যেব তদপি তদ্দিনে হন্ত হন্ত মদ্গৃহমায়াতোঽয়মুদ্ধবোঽদ্য মা ক্ষুধা বিষীদতিতি ব্রজরাজস্যাশয়মভিজ্ঞায় কশ্চিৎ পরিজনো ব্রাহ্মণঃ খণ্ডতণ্ডুলপয়োভিরেকপূরুষমাত্রভোজ্যং পরমান্নং পপাচেতি জ্ঞেয়ম্। পাদসম্বাহনং সেবকদ্বারৈব উদ্ধবস্য তদ্ভ্রাতুষ্পুত্রত্বাৎ॥ বি॰ ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **ভোজিতং পরমান্নেন**—পায়স ভোজন করালেন। —যদিও কৃষ্ণের মথুরা প্রস্থান দিন অবধি ব্রজস্থ জনদের সব রান্নাঘরই অমার্জিত, অলিপ্ত, তৃণপত্র ধূলিতে পরিপূর্ণ, মাকড়সার জালের চাঁদোয়াময় হয়ে গিয়েছিল। পরস্পর প্রতিবেশিজন-দত্ত দধি দুগ্ধ-ঘোলাদি

কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূরনন্দনঃ।
আস্তে কুশল্যপত্যাদ্যৈর্যুক্তো মুক্তঃ সুহৃদ্বৃতঃ॥ ১৬॥
দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপঃ সানুগঃ স্বেন পাপ্মনা।
সাধূনাং ধর্মশীলানাং যদূনাং দ্বেষ্টি যঃ সদা॥১৭॥

১৬। **অন্বয়** ঃ [হে] অঙ্গ, মহাভাগ, নঃ (অস্মাকং) সখা মুক্তঃ শূরনন্দনঃ (বসুদেবঃ) সুহৃদ্বৃতঃ অপত্যাদ্যৈঃ যুক্তঃ [সন্] কুশলী আস্তে কচ্চিৎ (কিম্)।

১৬। **মূলানুবাদ** ঃ হে অঙ্গ! হে মহাভাগ! আমাদের সখা শূরনন্দন বসুদেব বন্ধনমুক্ত হওত সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হয়ে অপত্যাদির সহিত কুশলে আছেন তো?

১৭। **অন্বয়** ঃ যঃ সদা ধর্মশীলানাং সাধূনাং যদূনাং দ্বেষ্টি [সঃ] সানুগঃ পাপঃ কংস স্বেন পাপ্মনা হতঃ (নিহতঃ ইতি) দিষ্ট্যা (অস্মাকং মহৎ সৌভাগ্যং)।

১৭। **মূলানুবাদ** ঃ ক্ষণকাল নিজ ধৈর্যরক্ষার্থে কৃষ্ণ-প্রস্তাব আপাততঃ না উঠিয়ে বসুদেবের মুক্ত হওয়ার মুখ্য কারণটি বলছেন—

ধর্মপ্রাণ সাধু যদুদের সদা হিংসাকারী পাপীষ্ঠ কংস নিজ পাপে অনুজদের সহিত বিনষ্ট হয়েছে, ইহা আমাদের অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

দ্বারাই প্রাণ ধারণ করছিলেন।—'হায় হায় মরে গেলাম গো' এরূপ কাতর-আর্তনাদ করছিলেন, তা হলেও সেই দিন 'হায় হায় আমার ঘরে আজ এই উদ্ধব এসেছে, এ যেন ক্ষুধায় কষ্ট না পায়', ব্রজরাজের এইরূপ আশয় অবগত হয়ে কোনও এক পরিজন ব্রাহ্মণ খুদকণা-দুধে একজনের মাত্র ভোজ্য পরমান্ন পাক করলেন, এরূপ বুঝতে হবে। **পাদসম্বাহন**—পাদসম্বাহন তো সেবকদ্বারাই করান হল, উদ্ধব ভাইপো হওয়া হেতু॥ বিঃ ১৫॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য বিশ্লেষদুঃখবৃদ্ধিশঙ্কয়া সহসা স্পষ্টং প্রষ্টুমশক্যত্বাদাদৌ তৎপ্রশ্নভূমিকারূপং শ্রীবসুদেবস্য কুশলং পৃচ্ছতি—কচ্চিদিতি। হে মহাভাগেতি—শ্রীকৃষ্ণস্য সন্নিহিতত্বাদ্ভবান্ প্রসিদ্ধায়াং মহাভাগতায়াং যোগ্য এব, বয়ং তু তাদৃশতায়ামযোগ্যাঃ, ততস্তেন পরিত্যক্তুং যোগ্যা এবেতি ভাবঃ। শূরনন্দন ইতি তেন তৎপিতুর্ভাগ্যোদয়ো বিবক্ষিতঃ। তচ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য তত্র পুত্রায়মাণত্বাভিপ্রায়েণ। মুক্তঃ সর্ব্বাপদ্ভ্যঃ, অপত্যাদ্যৈর্যুক্ত ইত্যনেন, সুহৃদ্বৃত ইত্যনেন চ সামান্যতঃ সর্ব্বেষাং তথা শ্রীকৃষ্ণস্যাপি কুশলং পৃষ্টম্॥ জী০ ১৬॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখ শঙ্কায় সহসা স্পষ্ট কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করতে অশক্য হওয়া হেতু প্রথমে সেই প্রশ্নের ভূমিকারূপে শ্রীবসুদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন—কচ্চিদিতি অর্থাৎ বসুদেব সুখে আছেন তো? **হে মহাভাগ**—শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকা হেতু তুমি প্রসিদ্ধ মহাসৌভাগ্য বিষয়ে যোগ্যই বটে আমরাতো তাদৃশ বিষয়ে অযোগ্য, তাই তার দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার যোগ্য নিশ্চয়ই, এরূপভাব এই সম্বোধনের। **শূরনন্দনঃ**—এই পদের দ্বারা

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্ ॥১৮॥

১৮। **অন্বয়ঃ** কৃষ্ণঃ নঃ (অস্মান্) মাতরং সুহৃদঃ সখীন্ (শ্রীদামাদিন্) গোপান্ (সাধারণ গোপান্) আত্মনাথং ('আত্মা' কৃষ্ণ এব নাথঃ যস্য তং) ব্রজং গাবং (গাঃ) বৃন্দাবনং গিরিং চ (গোবর্দ্ধনঞ্চ) অপি (কিং) স্মরতি।

১৮। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর আর ধৈর্য ধরে থাকতে অসমর্থ হয়ে সাক্ষাৎভাবেই আসল জিজ্ঞাস্য বিষয় উঠালেন—

সর্বচিত্তাকর্ষক আমার পুত্র কৃষ্ণ আমাদিকে, তার মাকে, সুহৃদ্, মাতুল প্রভৃতিকে, শ্রীদামাদি সখাগণকে, সাধারণ গোপ গোপীগণকে, কৃষ্ণই নাথ যার সেই ব্রজকে, গাভী-বৃন্দাবন-গোবর্ধনকে স্মরণ করে থাকে কি?

বসুদেবের পিতার ভাগ্যোদয় বক্তব্য। আরও শ্রীকৃষ্ণের বসুদেবের প্রতি পুত্র-ভাবের ব্যবহার যে রয়েছে, তাই অভিপ্রায়। মুক্ত—সর্ব বিপদ থেকে মুক্ত—**অপত্যাদ্যৈর্যুক্ত**—'সন্তানাদি যুক্ত' এবং 'সুহৃদ্বৃত' বলাতেই সামান্যভাবে সকলেরই, তথা শ্রীকৃষ্ণেরও কুশল জিজ্ঞাসা করা হল ॥ জী০ ১৬ ॥

১৬। **বিশ্বনাথ টীকাঃ** কৃষ্ণস্য প্রশ্নে অশ্রুকণ্ঠাবরোধাদয়ঃ সহসোদ্ভবিষ্যন্তীত্যাশঙ্ক্য প্রথমং বসুদেবস্য কুশলং পৃচ্ছতি। মুক্তো বন্ধনাৎ সর্বাপদ্ভ্যশ্চ ॥ বি০ ১৬ ॥

১৬। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রশ্নে অশ্রুকণ্ঠ-অবরোধাদি সহসা উদ্ভব হয়ে যাবে, এরূপ আশঙ্কায় প্রথমে বসুদেবের কুশল জিজ্ঞাসা কয়লেন, মুক্ত—কংস-কারাগার ও সকল আপদ থেকে মুক্ত সখা বসুদেব ॥ বি০ ১৬ ॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ক্ষণং নিজধৈর্য্যার্থং মুক্তত্বস্য মুখ্যকারণমেব সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-প্রস্তাব-ব্যবধানতয়া প্রস্তৌতি—দিষ্ট্যেতি। স্বেনেতি তদ্ধননে দোষঃ পরিহৃতঃ। পাপ্মানমেবাহ—সাধূনাং সদাচারণাম্. অতএব ধর্ম্মপরাণাম্, অতস্তদর্হং তত্র শ্রীকৃষ্ণগমনমস্মাভিরপ্যনুজ্ঞাতমিতি ॥ জী০ ১৭॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** ক্ষণকাল নিজ ধৈর্যের জন্য বসুদেবের মুক্তি প্রাপ্তির মুখ্যকারণ উল্লেখ করলেন কৃষ্ণপ্রস্তাব মুলতুবি রেখে—দিষ্টা ইতি অর্থাৎ আমাদের ভাগ্যবশেই দুষ্ট কংস হত হয়েছে। **স্বেন পাপ্মনা**—নিজের পাপেই, এইরূপে তার হননের দোষ পরিহার করা হল, সেই পাপ কি, তাই বলা হচ্ছে **সাধূনাং**—সদাচার পরায়ণ, অতএব **ধর্ম্মশীলানাং**—ধর্মপর জনদের বিদ্বেষ সেই পাপ। অতএব সেইজন্য সেখানে শ্রীকৃষ্ণের গমন আমাদের দ্বারাও অনুমোদিত হয়েছিল, এরূপ ভাব। জী০ ১৭।

১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ততশ্চ ধৈর্য্যে চিরমক্ষমঃ প্রষ্টব্যমেব সাক্ষাৎ পৃচ্ছতি—অপীতি। কৃষ্ণঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষকো মৎপুত্রঃ কিং স্মরতি, কিং ন বিস্মৃতবানস্তীত্যত্র ন ইতি বহুত্বমুপনন্দাদ্যপেক্ষয়া, সা চ সমানস্নিগ্ধত্ববিবক্ষয়া। মাতরমিতি তন্মাত্রনির্দ্দেশস্তু তস্য অত্যন্তদুঃখ-দর্শনব্যগ্রতয়া তদেকস্ফূরণাৎ, সুহৃদঃ সম্বন্ধি গোপাল তন্মাতুলাদীন্, সখীন্ শ্রীদামাদীন্, গোপানিতি সাধারণান্ একশেষত্বেন গোপী-রপি, তাশ্চ তাদৃশীঃ, আত্মা কৃষ্ণ এব নাথো যস্য তম্। ব্রজস্য তন্নাথত্বেন সর্ব্বেষাং তন্নাথত্বং সিধ্য-

তীত্যস্যৈব বিশেষণং দত্তম্। গাবো গাঃ। গৌরবানুসারেণ যথাক্রমমন্যূনোক্তিঃ। বৃন্দাবনাদিগরের-গুরুত্বং তদন্তর্ভূতত্বাৎ। অথবা প্রথমত আত্মস্ফূর্ত্তেরেব লভ্যত্বাৎ পূর্ব্বং ন ইত্যুক্তম্। ততশ্চোত্তরোত্তরস্যা সঙ্কোচস্থানত্বাতিশয়েন সান্নিধ্যাতিশয়াৎ স্মরণাতিশয়-সম্ভাবনয়া সখিপর্যন্তানুক্রমোক্তিঃ। অথ বিশেষ স্মরণাসম্ভাবনয়া সামান্যত্বেনাপি দ্বয়োস্তদ্বিষয়ত্বং পৃচ্ছতি পদদ্বয়েন, তত্রাপি সামান্যোক্তিঃ—ব্রজঞ্চেতি, তত্র তত্রাসম্ভাবনয়া পুনর্বিশেষোক্তির্গাব ইতি। অহো অহরহস্তমপি ত্যক্ত্বা যৎসঙ্গে যত্র চারমত, তা গাস্তদ্বৃন্দাবনং চ কিং স্মরতি? তত্র চ বিচিত্রক্রীড়া-সুখসম্পৎ কল্পদ্রুমং স্বয়ং প্রবর্ত্তিতপূজনং, সপ্তাহং স্বকরে ধৃতং গিরিং বা কিং স্মরতি? মারিতেঽপ্যেকস্মিন্ কংসে তত্র তৎপত্নীদ্বয়ানুবর্ত্তিনামন্যত্র চ তদ্দ্বয় পিত্রাদীনাং পরঃকোটীনাং দুরুত্তমভাজাং প্রতিঘাতার্থং, স্বজনানামপি যদূনাং ততস্তত আনীয় সুখবাসার্থং ব্যগ্রচিত্তত্বাদাত্মনঃ স্মরণমপি তস্য তত্র তত্র প্রতিরুদ্ধস্য ন সুঘটতে, কিমুতান্যেষামিতি ভাবঃ ॥ জী০ ১৮॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অতঃপর বহু সময় আর ধৈর্য ধরে থাকতে অক্ষম হয়ে আসল জিজ্ঞাসার কথাটাই জিজ্ঞাসা করে ফেললেন—অপীতি অর্থাৎ কৃষ্ণ তার প্রিয় ব্রজ-বাসিদের কথা জিজ্ঞাসা করে কি? কৃষ্ণ - সর্বচিত্তাকর্ষক মদীয়পুত্র আমাদিকে স্মরণ করে কি, কি ভুলে গিয়েছে? এখানে নঃ - এই বহুবচন প্রয়োগ উপনন্দাদির অপেক্ষায়। মাতরম্—(একবচনে) একমাত্র মাকেই নির্দেশ করা হল, তার অত্যন্ত দুঃখ-দর্শন জাত ব্যগ্রতায় নন্দের মনে একমাত্র তারই স্ফুরণ হেতু। সুহৃদঃ—সম্বন্ধ বিশিষ্ট রাখালগণকে ও কৃষ্ণের মাতুলাদিকে, সখীন্—শ্রীদামাদি সখাগণকে গোপান্—সাধারণ গোপাদিকে, এই গোপেদের মধ্যে যারা প্রীতির রাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত সেই গোপীদিকে, এরাও 'গোপ' পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আত্মনাথ ব্রজ—'আত্মা' কৃষ্ণই নাথ যার সেই ব্রজ - কৃষ্ণই ব্রজের নাথ হওয়া হেতু ব্রজবাসি সকলেরই নাথ হলেন কৃষ্ণ, এরূপ সিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে, কাজেই আত্মনাথ পদ-টিকে ব্রজের বিশেষণরূপে ব্যবহার করা হল। গাবো—'গাঃ' গো সমূহকে। মর্যাদা অনুসারে যথা-ক্রমে বড়র উক্তি আগে আসে - বৃন্দাবন থেকে গিরির কম মর্যাদা তাই আগে বৃন্দাবন বলা হল— বৃন্দাবনের মধ্যেই গিরি হওয়া হেতু, অথবা নিজস্ফূর্তিতে প্রাপ্ত হওয়া হেতু বৃন্দাবনের নামই আগে বলা হল।

অথবা, প্রথমে নিজেকে স্ফূর্তিতে প্রাপ্ত হওয়া হেতু প্রথমে 'নঃ' 'আমাদিগকে' এরূপ উক্তি করলেন নন্দ মহারাজ। অতঃপর পরপর পিতাদি বিষয়ের অসঙ্কোচ-ভাবের আতিশয্যে সান্নিধ্য আতিশয্য হেতু স্মরণ-আতিশয্য ঘটায় 'সখা' পর্যন্ত যথাক্রমে উক্তি। অতঃপর বিশেষ স্মরণ-অসম্ভাবনায় সামান্যরূপেও কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছেন দুটি পদে—তার মধ্যেও সামান্যভাবে উক্তি ব্রজং চ - ব্রজের কথা স্মরণ করে কি? সেই সেই স্থানের এটা-ওটা স্মরণের অসম্ভাবনায় পুনরায় বিশেষ উক্তি গাবঃ—অহো হে উদ্ধব, অহরহ তোমাকেও ত্যাগ করত যে সঙ্গে যে স্থানে গোচারণ করে বেড়ায় সেই গোসমূহ, সেই বৃন্দাবন স্মরণ করে কি? —আরও সেই বৃন্দাবনে বিচিত্রক্রীড়া সুখসম্পৎ, কল্পদ্রুম, স্বয়ং প্রবর্তিত গোবর্ধন পূজন, এক সপ্তাহ স্বকর- ধৃত গিরিরাজকেই বা স্মরণ করে কি? এক কংস-বধ হলেও সেখানে তার পত্নীদ্বয়ের অনুবর্তী ও অন্যত্র তাদের পিতামাতার পরকোটি দুষ্ট উদ্যমশালী জনদের পাল্টা আঘাত

অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্।
তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্ ॥১৯॥

১৯। অন্বয়ঃ গোবিন্দঃ স্বজনান্ ঈক্ষিতুং সকৃৎ আয়াস্যতি অপি (কিং?) কর্হি (কদা বা) তর্হি (যদি আয়াস্যতি তদা) সুনসং সুস্মিতেক্ষণং তদবক্ত্রং দ্রক্ষ্যামি (অবলোকয়িস্যামি) তদবক্ত্রং দ্রক্ষ্যামি (অবলোকয়িস্যামি)।

১৯। মূলানুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণ ধীমান্ কৃতজ্ঞ। সর্বদাই আপনাদের সকলকে স্মরণ করে থাকেন, কিন্তু আপনারা মথুরা থেকে ফিরে আসার সময় ঐ যে বলেছিলেন 'মথুরার মিত্রদের সুখবিধান করে ব্রজে যাবো' সেই সব কার্যবশেই কিঞ্চিৎমাত্র বিলম্ব হচ্ছে,— উদ্ধবের এরূপ কথার আশঙ্কায় নন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করছেন, 'স্মরণ করেন' এ সান্ত্বনায় মন না মানায়—

গোবিন্দ স্বজনদের দেখতে একবারও আসবে কি? কবে আমরা তার সেই সুন্দর নাসিকা ও সুন্দর নয়নে শোভন মুখখানি দেখতে পাব।

দেওয়ার জন্য, স্বজন যদুদের সেই সেই স্থান থেকে এনে সুখে বাস করানোর জন্য ব্যগ্রচিত্ত হওয়া হেতু সেই সেই বিষয়ে আট্‌কে-পড়া তাঁর নিজের কথাই স্মরণ হয় না, অন্যের স্মরণ যে হয় না, এতে আর বলবার কি আছে॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ততঃ সাশ্রুগদ্গদং পৃচ্ছতি,—অপীতি। মাতরমিতি তন্মাতুর্দুরবস্থাত্বয়ৈব দৃশ্যতামিতি তর্জন্যা তাং দর্শয়তি। আত্মা স্বয়মেব নাথো যস্য তমিমমনাথং সম্প্রতি নিঃশোভং ব্রজঞ্চ পশ্যেতি ভাবঃ। গাবো গাঃ॥ বি০ ১৮।)

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অতঃপর সজলনয়নে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে-জিজ্ঞাসা করলেন, অপীতি। **মাতরং ইতি**—কৃষ্ণ মাতার অবস্থা তুমিই নিজ চোখে একবার দেখ-না, এই বলে তর্জনীদ্বারা তাঁকে দেখালেন। **ব্রজঞ্চাত্মনাথং**—'আত্মা' স্বয়ংই নাথ যার সেই ব্রজকে, সম্প্রতি শোভাহীন ব্রজকে দেখ, এরূপ ভাব। বি০ ১৮॥

১৯। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ ননু ধীমান্ কৃতজ্ঞোঽসৌ সদা স্মরত্যেব, কিন্তু 'বিধায় সুহৃদাং সুখম্ (শ্রীভা ১০।৪৫।২৩) ইত্যুক্তেঃ, কার্য্যবশাৎ কিঞ্চিন্মাত্র এব বিলম্বঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তৎস্মরণস্য ফলং হৃদ্যমন্যৎ পৃচ্ছতি—অপীতি। গোবিন্দঃ গোকুলপালকঃ, ইত্যাগমনস্যাবশ্যকতোক্তা। স্ব-শব্দেন স্নেহপাত্রত্বয়েক্ষণাবশ্যকতা, আস্তাং পৌনঃপুন্যাশা, সকৃদপি তথৈবাস্তাংসান্ত্বনাদ্যাশা,ঈক্ষিতুমপি কিমায়াস্যতি? তত্রেক্ষিতুমিতি স্বেষাং মহাব্যাধিতানামিব তাপঃ সূচিতঃ। সকৃদিতি তত্রাপ্যসম্ভাবিতজীবনানামিব। যন্মাত্রেণাস্মাসু মরিষ্যমাণানাং পুনর্দর্শনাভাব দুঃখং, কঞ্চিজ্জীবিষ্যতাঞ্চ পুনর্দর্শনাসম্ভাবনদুঃখম্, উভয়েষাঞ্চাপাততস্তৃষ্ণায়া অসহ্যতা দুঃখং নঙ্ক্ষ্যতীতি ভাবঃ। তস্মিন্নপি তদাগমনে হৃদ্যং ফলান্তরং সবৈয়গ্র্যমভিব্যনক্তি—কর্হীতি। কদাগমনং স্যাৎ, কদা দ্রক্ষ্যামইত্যর্থঃ। স-লোপ আর্ষঃ। তর্হীতি পাঠে তর্হ্যেবেত্যর্থঃ। 'জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামঃ' (শ্রীভা ১০।৪৫ ২৩) ইত্যত্রাস্মাকং তত্র গমনস্যানভিপ্রেতত্বাৎ, এবং শ্রীমদ্বক্ত্র-স্মরণে তদীয়শোভাবিশেষং মুহুন্নিব স্মরতি সুনসমিত্যাদি॥ জী০ ১৯॥

দাবাগ্নের্ব্বাতবর্ষাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ।
দুরত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত না ॥২০॥

২০। **অন্বয়ঃ** [বয়ং] সুমহাত্মনা কৃষ্ণেন দাবাগ্নেঃ বাতবর্ষাৎ চ বৃষসর্পাৎ চ দুরত্যয়েভ্যঃ (দুরতিক্রমেভ্যঃ) মৃত্যুভ্যঃ রক্ষিতাঃ।

২০। **মূলানুবাদঃ** নিজজনদের প্রতি কৃষ্ণের যে স্নেহশত, যা নিজ দুঃখাদিরও অপেক্ষা রাখেনা, তা নিজ সান্ত্বনার জন্য যেন সধৈর্যে স্মরণ করতে গেলেন, পরন্তু তার মুখ দিয়ে যেন হৃদয় বিদারক বিলাপই বের হতে লাগল, যথা—

অতিমহান্ আত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে দাবাগ্নি, ইন্দ্রকৃত বর্ষাবাত, বৃষ, সর্প ও দুরতিক্রম সর্প থেকে রক্ষা করেছে।

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তৈ° টীকানুবাদঃ** নন্দ মহারাজ পূর্বপক্ষ করলেন, পূর্বশ্লোকের কথার উপরে—বুদ্ধিমান কৃতজ্ঞ আমার পুত্র নিশ্চয়ই সদা অমাদিগকে স্মরণ করে, কিন্তু (শ্রীভা° ১০।৪৫। ২৩) শ্লোকের "মথুরায় সুহৃদদের সুখ বিধান করে হে পিতা, আপনাদের দেখতে শীঘ্র আসবো" এরূপ উক্তি হেতু মনে হয়, নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় কিঞ্চিৎমাত্র বিলম্ব হচ্ছে মাত্র—এরূপ আশঙ্কায় তাঁর স্মরণের ফল মনোমত অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করছেন 'অপি ইতি'। **গোবিন্দঃ**—গোকুলের পালক, এইরূপে এইপদে আগমনের আবশ্যকতা বলা হল। **স্বজনান্**—'স্ব' শব্দে স্নেহপাত্র হওয়া হেতু **ঈক্ষিতুম্**—ঈক্ষণ আবশ্যকতা বুঝানো হল, **সকৃৎ**—একবার।—বারম্বার আগমন-আশা থাক্, তথা সান্ত্বনাদি দানের আশাও থাক্—শুধুমাত্র একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যও আসবে কি? এখানে 'ঈক্ষিতুম্' পদে মহাব্যাধিগ্রস্ত জনদের মতো নিজেদের 'তাপ' সূচিত হচ্ছে। **সকৃৎ**—একবারও এসে দেখে যাবে কি? একবার এলেও জীবনের আশাহীন জনদের মতো একবার দর্শনে আমাদের মধ্যে মরতে বসা জনদের পুনরায় দর্শন অভাব দুঃখ, কেনও প্রকারে বেচে থাকা জনদের পুনরায় দর্শন-অসম্ভাবনা-দুঃখ, আর উভয়েরই আপাততঃ তৃষ্ণার অসহ্যতা দুঃখ নাশ পাপ্ত হবে, এরূপ ভাব। পাঠ 'কর্হি' এবং 'তর্হি' দুপ্রকার আছে।—তর্হি পাঠে অর্থ যখন আসবে তখনই দর্শন করব তার সুন্দর মুখ, কারণ মথুরায় তাঁকে দেখতে যাওয়া তাঁর অভিপ্রেত নয়,—এ বুঝা যাচ্ছে যাওয়ার কালে তার এই কথার, যথা—"এই ব্রজের জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের দেখবার জন্য আমি আসব শীঘ্রই"—(শ্রীভা° ১০।৪৫। ২৩)। আর, এলে 'তর্হি' তখন দর্শনের একটা বৈশিষ্ট্য থাকে—এই বিরহ কালে তার শ্রীমুখ স্মরণে তদীয় 'শোভা বিশেষের উদয় হয়, যা মোহিত করে দেয়, এতই সুন্দর।—সুনসম্, ইত্যাদি ॥ জী° ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অপ্যায়াস্যতীতি কিং স্বিদুদ্ধব তন্মনোঽভিপ্রায়ং জানাসীতি ভাবঃ। নন্বু জানাম্যেব স আয়াস্যতি যুষ্মান্ সান্ত্বয়িষ্যতি নিশ্চলমত্রৈব স্থাস্যতীতি তত্রাস্মৎ সান্ত্বনং দূরে বর্ততাং নিশ্চলবাসোঽপি মা ভবতু, কিন্তু তদ্দর্শনমাত্রমহং যাচে ইত্যাহ,—গোবিন্দ ইতি। স্বস্বজনানস্মান্ বিরহমহাজ্বরপীড়িতান্ অদ্য শ্বো বা মরিষ্যতো দ্রষ্টুমপি সকৃদপি কিং আয়াস্যতি গোবিন্দ ইতি

পরঃ পরার্দ্ধান্ গাস্তদুপলক্ষিতানি কোটিশঃ স্বর্ণমুদ্রামুক্তাহীরকাদিরত্নরাজতকানকপাত্রবিবিধবস্ত্রালঙ্কারচন্দনাগুরুকুকুমাদ্যনেকগৃহদ্রব্যাণি স্বীয়ানি বিন্দতাং লভতাম্। আবয়োর্মৃতয়োরেষু বস্তুষু কোঽন্যঃ স্বত্বং কল্পয়েদত এতানি গৃহীত্বা যত্র তস্য বস্তুমিচ্ছাস্তি তত্রৈব বসত্বিতি ভাবঃ। নন্বু কিমেবং দ্যোতয়সিতমাগতপ্রায়ং বিদ্বীতি। তত্র বিলম্বমসহমান আহ - কর্হীতি। তর্হীতি চ পাঠঃ। দ্রক্ষ্যাম ইতি সলোপ আর্ষঃ। তচ্চন্দ্রকোটিতিরস্কারিবক্ত্রং তাং নিরুপমং নাসাং, তদমৃতমধুরং স্মিতং তে কমলদলাকারে সুদীর্ঘনয়নে অস্মিন্নন্তকালে উপসন্নে দৃষ্ট্বৈব ম্রিয়েমহীত্যাকাঙ্ক্ষা মহতী বর্ততে ইতি ভাবঃ॥ বি॰ ১৯॥

১৯। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আয়স্যতি অপি**—(কৃষ্ণ এখানে) আসবে কি?—হে উদ্ধব, তুমি কি তার মনের অভিপ্রায় জান? এরূপ ভাব। উদ্ধব যদি এরূপ বলে, নিশ্চয়ই জানি, সে আসবে, তোমাদিগকে সান্ত্বনা দান করবে - স্থায়ীভাবে এখানেই থাকবে।—এরই উত্তরে, গোবিন্দ ইতি। **স্বজনান্**—বিরহ-মহাজ্বর পীড়িত নিজের আপন-জন আজ বা কাল মরতে বসেছে, এদের দেখতেও কি একবার আসবে-না। **গোবিন্দ**—অসংখ্য গোধন, তদুপলক্ষিত কোটি সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা-মুক্তা-হীরকাদি রত্ন-রূপা সোনার পাত্র, বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দন- অগুরু-কুঙ্কুমাদি অনেক গৃহদ্রব্য—এ সবই তোমার,—গ্রহণ কর।—মৃতপ্রায় আমাদের এই সব বস্তুদ্বারা কি অন্য কিছু করবার অধিকার থাকতে পারে, তাই বলছি এই সব নিয়ে তোমার যেখানে বাস করতে ইচ্ছা হয়, সেখানেই বাস কর, এরূপ ভাব। আচ্ছা কেন আপনার মুখে এরূপ কথার প্রকাশ হচ্ছে, সেই কৃষ্ণকে আগত প্রায় জানুন,—এরই উত্তরে বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন, **কর্হীতি**—কবে সে মুখ দেখতে পাব। পাঠ 'তর্হি'ও আছে। 'দ্রক্ষ্যাম' পদটি সলোপ আর্ষ। **তদ্বক্ত্রং ইতি** অহো সেই চন্দ্রকোটি তিরস্কারী মুখ, সেই নিরুপম নাসা, সেই অমৃত-মধুর মৃদু হাসি। সেই কমলদলাকার সুদীর্ঘ নয়নযুগল একে অন্তকাল উপসন্ন হলে, দর্শন করেই মরব, এরূপ মহতী আকাঙ্ক্ষা আছে, এরূপ ভাব॥ বি॰ ১৯॥

২০ **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকাঃ** ততঃ সধৈর্য্যমিব স্বেষু তৎকর্ত্তৃকাত্মদুঃখাদ্যনপেক্ষিত-স্নেহশতং নিজস্বাস্ত্বনার্থমিব স্মরন্, প্রত্যুত তেন হৃদি বিদীর্য্যনিব বিলপতি—দাবাগ্নেরিতি। অহো পরমবাল্যাদেব তেনাস্মাকং রক্ষা মুহুরেব কৃতাস্তি, কতি বা বর্ণয়ামঃ। যত্র দাবাগ্নেরপি স্বয়মনুকম্পাবেশেন পাতুমারাব্ধাং, সতো গর্গোদ্দিষ্ট-নারায়ণ-সম প্রভাবত্বেন বা, তং দৃষ্ট্বা স্বত এব দয়য়া বা পীযূষীভূয়াপ্যায়িত-তদ্দেহাদ্বয়ং রক্ষিতাঃ স্মঃ। এবং বাতবর্ষাদাবপি যোজ্যম্। মৃত্যুভ্যো মরণাধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্য ইতরেভ্যঃ। সুষ্ঠু মহানাত্মা কারুণ্য-প্রভাবাদিনিরুপাধি-প্রেমাস্পদাদিস্বভাব ঔৎপত্তিকো গুণো যস্য তেন॥ জী॰ ২০॥

২০। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ** সুতরাং নিজ জনদের প্রতি কৃষ্ণের যে স্নেহশত, যা নিজ দুঃখাদিরও অপেক্ষা করে না, তা নিজসান্ত্বনার জন্য যেন সধৈর্য্যে স্মরণ করতে লাগলেন শ্রীনন্দ। প্রত্যুত নন্দ এই স্মরণের দ্বারা যেন নিজ হৃদয়বিদারক বিলাপই করতে লাগলেন, 'দাবাগ্নে ইতি'—দাবাগ্নি ইত্যাদি থেকে কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করেছে। অহো একেবারে বাল্যকাল থেকেই কৃষ্ণ আমাদের বার বারই রক্ষা করেছে, কত আর বর্ণনা করব। যথায় দাবাগ্নি থেকেও রক্ষিত হয়েছি

স্মরতাং কৃষ্ণবীর্য্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতম্ ।
হসিতং ভাষিতঞ্চাঙ্গ সর্ব্বা নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ ॥২১।

২১। অন্বয়ঃ অঙ্গ! (হে উদ্ধব!) কৃষ্ণবীর্য্যানি লীলাপাঙ্গ নিরীক্ষিতং তথা হসিতং ভাষিতং (বাক্যং) চ স্মরতাং নঃ (অস্মাকং) সর্বাঃ ক্রিয়াঃ (ভোজনাদিক্রিয়াঃ) শিথিলাঃ।

২১। মূলানুবাদঃ এইরূপে দুই শ্লোকে কৃষ্ণের মাধুর্য ও প্রভাব স্মৃতিতে এল। তাহাতে উভয়প্রকারেই স্মরণ-ব্যগ্রতা লাভ করে এই প্রাত্যহিক আত্মদুঃখ নিবেদন করছেন, যথা—

হে উদ্ধব! শ্রীকৃষ্ণের দাবাগ্নি মোচনাদিরূপ প্রভাবময় চরিত, নেত্রদ্বয়ের স্বাভাবিক বিলাস, হাসাহাসি ও বঙ্কিমনয়নে দৃষ্টিপাত সহ কথা স্মরণের অভিনিবেশে ব্রজজনদের ভোজনক্রিয়াদি শিথিল হয়ে যায়।

আমরা। অনুকম্পাবশে যেই কৃষ্ণ পান করতে আরম্ভ করল, অমনি সেই দাবাগ্নি অমৃত হয়ে হয়ে উঠল—গর্গোদ্দিষ্ট নারায়ণ-সমপ্রভাবে, বা উহা চোখে পড়তেই তার স্বাভাবিক দয়ার উদ্রেকে। এইরূপে তাঁর কৃপায় বাতবর্ষাদি থেকেও রক্ষিত হয়েছি। **মৃত্যুভ্যঃ**—ইতর মরণাধিষ্ঠাতৃ দেবতা থেকে। **সুমহাত্মনা**- পরমসুন্দর মহান আত্মা, কারুণ্য প্রভাবাদি নিরুপাধি প্রেমাস্পদাদি স্বভাবিক নিত্যগুণ যাঁর সেই কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত হয়েছি॥ জী০ ২০॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নন্থ নৈব মরিষ্যথ বহুকালমেব তং স্বসুতং লালয়ন্তো জীবিষ্যথেতি। তত্রাধুনা তু মৃত্যুহস্তান্ন মুচ্যামহে ইতি বক্তুমতীতান্ মৃত্যূন্ গণয়তি—দাবাগ্নেরিতি। সুমহাত্মনা মহাস্নেহময়স্বভাবেন কিন্ত্বধুনা সুমহোগ্রবাড়বানলাৎ কথং ন তেন রক্ষ্যামহে ইতি ন জানীম ইতি ভাবঃ বি০ ২০॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যদি বলা হয়, মরবেন না। বহুকালই আপনি নিজ পুত্রকে লালন পালন করতে করতে জীবিত থাকবেন। —এর উত্তরে বলা হচ্ছে, এখন তো মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছি না,—এরূপ বলতে বলতে অতীত মৃত্যুগ্রাসের উল্লেখ করছেন। যথা— **দাবাগ্নেরিতি** দাবনল ইন্দ্রকৃত বর্ষণ ইত্যাদি থেকে **সুমহাত্মনা**—মহাস্নেহময় স্বভাব হেতু বাঁচিয়েছিল,—কিন্তু অধুনা সুমহা উগ্র বিরহ বাড়বানল থেকে কেন না সে রক্ষা করছে, এতো বুঝে উঠতে পারছি না, এরূপ ভাব॥ বি০ ২০॥

২১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ এবং পদ্যদ্বয়েন মাধুর্যপ্রভাবৌ স্মৃতৌ, তত্রোভয়থাপি স্মরণে বৈয়গ্র্যং লব্ধ্বা এতদেব প্রাত্যহিকমাত্মদুঃখং নিবেদয়তি—স্মরতামিতি। কৃষ্ণেতি কৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদিনা সুপো লুক্। অতএব লীলেত্যাদাবপ্যন্বয়ঃ। কৃষ্ণেতি মুহুরুক্তিঃ, পিতুঃ পুত্রস্য মূলনামন্যাসক্তেঃ। বীর্য্যাণি দাবাগ্নি-মোক্ষণাদিরূপ প্রভাবময় চরিতানি, ন কেবলং তানি, অপি তু মাধুর্যময় চরিতানি চেত্যাহ—লীলেত্যাদি; লীলানেত্রয়োঃ স্বাভাবিকবিলাস তৎপূর্ব্বকমপাঙ্গেন লজ্জা স্বভাবান্নৈত্রকদেশেনৈব নিরীক্ষিতং, সর্ব্বত্রৈব স্নিগ্ধস্বভাবতয়া সাবধানমীক্ষণং, তথা তত্রৈব হসিতং, তত্রৈব

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্ মুকুন্দপদভূষিতান্।
আক্রীড়ানীক্ষ্যমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম্ ॥২২॥

২২। **অন্বয়ঃ** মুকুন্দপদ ভূষিতান্ সরিচ্ছৈল বনোদ্দেশান্ আক্রীড়ান্ (তত্তৎক্রীড়াচিহ্নমনোহরান্) ঈক্ষমানানাং মনঃ তাদাত্মতাং (তৎস্ফূর্ত্তিময়তাং) যাতি [অস্মাভিঃ] কিং কর্তব্যমিতি ভাবঃ।

২২। **মূলানুবাদঃ** যদি কথা উঠে ঘরের মধ্যে বসে থাকলে পুত্রস্মরণতো বেশী হবেই, কাজেই তা ত্যাগের জন্য নিজেই ধেনুচারণ করতে করতে যমুনা-তীরে ঘুরে বেড়ালেই হয়-এরূপ কথার আশঙ্কায় শ্রীনন্দ বলছেন,—না এতে কোন প্রতিকার হয় না, বরঞ্চ উল্টাই হয়, যথা—

শ্রীমুকুন্দের চরণচিহ্নে অলঙ্কৃত যমুনাতট, পর্বতসানুদেশ, এবং তার সেই মনোরম ক্রীড়াচিহ্ন সকল অবলোকনকারী প্রাণীমাত্রেরই মন যখন, কৃষ্ণস্ফূর্তিময়তা প্রাপ্ত হয়, তখন আমাদের মনও যে প্রাপ্ত হবে, তাতে আর বলবার কি আছে। বল-না এ অবস্থায় করি কি ?

ভাষিতঞ্চ স্মরতাং তদ্ব্যসনমাপন্নানাং সর্ব্বা ভোজনাদি-ক্রিয়াঃ শিথিলাঃ। অন্তর্ব্যগ্রতয়া বহিঃপ্রযত্নশূন্যাঃ ঈশ্বরেণৈব প্রবর্ত্তিতা ইত্যর্থঃ। ক্রিয়াভিরন্যচিত্ততয়া বা স্বস্থাস্তিষ্ঠেম, তদপি ন সিধ্যেদিতি ভাব। ।জী০ ২১।।

২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** এইরূপে দুই শ্লোকে কৃষ্ণের মাধুর্য ও প্রভাব স্মৃতিতে এল। —তথায় উভয় প্রকারেই স্মরণ ব্যগ্রতা পেয়ে এই প্রাত্যহিক আত্মদুঃখ নিবেদন করছেন নন্দ—স্মরতাং ইতি। **কৃষ্ণবীর্য্যাণি**- কৃষ্ণের বীর্যসকল- 'লীলা-অপাঙ্গ-হসিতং' ইত্যাদি সর্বত্রই 'কৃষ্ণ' পদটি অন্বিত হবে। 'কৃষ্ণ' নামটির মুহুর্মুহু উক্তি— পুত্রের মূল (মুখ্য কৃষ্ণ) নামে পিতার আসক্তি থাকা হেতু **বীর্য্যাণি**— দাবাগ্নি-মোচনাদিরূপ প্রভাবময় চরিতনিচয়—কেবল ইহাই নয়, পরন্তু মাধুর্যময় চরিতও, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, লীলা ইত্যাদি **লীলা**—নেত্রদ্বয়ের স্বাভাবিক বিলাস **অপাঙ্গনিরীক্ষিতম্**—লজ্জাস্বভাব হেতু বঙ্কিমনয়নে দৃষ্টিপাত, সর্বত্রই স্নিগ্ধস্বভাব হেতু মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত **হসিতং** তথা ঐ দৃষ্টিতে মেশানো হাসি, **ভাষিতং**—দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে মধুর কথা **স্মরতাং**—ঐ লীলাদিতে অভিনিবিষ্ট ব্রজজনদের **সর্ব্বা**—ভোজনাদি ক্রিয়া **শিথিলাঃ**- শিথিল হয়ে যায়। অন্তরের ব্যগ্রতাতে বাইরের প্রযত্ন শূন্য হয়, ঈশ্বরের দ্বারাই নিয়োজিত হই কাজে। ভোজনাদি ক্রিয়াতে অন্যচিত্ততা হেতু উদ্বেগরহিত হয়ে থাকব-যে তাও হয় না, এরূপ ভাব ।। জী০ ২১ ।।

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ননু তদীয়মুখচন্দ্রস্মরণসুধয়ৈব সর্বে সন্তাপাঃ শাম্যন্তীতি সত্যং তৎস্মরণং সর্বসন্তাপহরমপি সম্প্রতি দুরদৃষ্টবশাদস্মাকং সর্বসন্তাপকরমেবাভূদিত্যাহ, স্মরতামিতি। ক্রিয়াঃ শিথিলা ইতি স্নানভোজনপানাদ্যা অভ্যাসবশাজ্জায়মানা অপি সম্প্রতি শিথিলী ভবন্ত্যত এব ন জীবাম ইতি ভাবঃ ।। বি০ ২১ ।।

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যদি বলা হয়, তদীয় মুখচন্দ্রের স্মরণসুধাতেই তো

মন্যে কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ।
সুরাণাং মহদর্থায় গর্গস্য বচনং যথা ॥ ২৩ ॥

২৩। **অন্বয়** ঃ মহৎ (গম্ভীরং) গর্গস্য বচনং যথা (ভবতি তথা অহমপি) সুরাণাং (দেবানাং) অর্থায় (কংসবধাদিপ্রয়োজনসিদ্ধার্থং) রামং কৃষ্ণং চ ইহ (মমালয়ে) প্রাপ্তৌ (আবির্ভূতৌ) সুরোত্তমৌ মন্যে জানামি।

২৩। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে হঠাৎ পুনরায় আগত মাধুর্য স্ফুরণে মন পীড়িত হয়ে পড়লে আশঙ্কা করলেন, পুত্রবুদ্ধিতে স্নেহই অত্যন্ত আর্তির হেতু, তাই এর আচ্ছাদন উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন ইচ্ছায় পুনরায় ঐশ্বর্যপ্রধান কৃষ্ণকে স্মরণ করত বলছেন—।

মহাত্মা গর্গামুনির গম্ভীর বচনানুসারে আমিও শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে দেবকার্য সাধনের জন্য ভূতলে আমার গৃহে আবির্ভূত দেবশ্রেষ্ঠ বলে জেনেছি।

সকল সন্তাপ দূর হয়ে যায়, এর উত্তরে বলা হচ্ছে—এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁর স্মরণ সর্বসন্তাপহারী হয়েও সম্প্রতি দূরদৃষ্টবশে আমাদের পক্ষে সর্বসন্তাপকারীই হচ্ছে, এই আশয়ে, **স্মরতাং**—স্মরণ করলে **ক্রিয়া শিথিলাঃ**—যাবতীয় ব্যাপারে শিথিলতা এসে যায়,—স্নান ভোজনাদি অভ্যাসবশে উৎপাদ্যমান হলেও সম্প্রতি এতেও শিথিলতা এসে যাচ্ছে, অতএব বুঝা যাচ্ছে বাঁচব না, এরূপ ভাব। বি০ ২১ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ নন্বু স্বগৃহাবস্থানে পুত্রস্মরণমধিকং স্যাদিতি তত্ত্যাগায় স্বয়মেব গাঃ পালয়তা যমুনাতীরাদৌ ভ্রম্যতামিত্যাশঙ্ক্য তেনাপ্যপ্রতীকারং নিবেদয়তি—সরিদিতি। উদ্দেশাঃ প্রদেশাঃ, তান্ মুকুন্দস্য অজগর বরুণাদিভ্যোঽস্মদাদিমুক্তিদাতৃত্বেন তন্নাম্না ব্রজে বিখ্যাতস্য পদৈশ্চরণচিহ্নৈঃ শ্রীপৃথিবীদেব্যাপি স্নেহাদদ্যাপি নিজাঙ্কে তথৈব রক্ষ্যমাণৈর্বিভূষিতান্ তথা আক্রীড়ান্ তত্তৎক্রীড়াচিহ্নমনোহরান্ ঈক্ষমাণানাং প্রাণিমাত্রাণাং, কিমুতাস্মাকং মনস্তদাত্মতাং তৎস্ফূর্তিময়তাং যাতি। অস্মাভিঃ কিং কর্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ জী০ ২।

২২। **শ্রীজীব তো০ বৈ০ টীকানুবাদ** ঃ যদি বলা হয়,স্বগৃহ-অবস্থানে পুত্র-স্মরণ অধিক হয়, সুতরাং তা ত্যাগের জন্য নিজের ধেনুচারণ করতে করতে যমুনাতীরাদিতে ভ্রমন করাই উচিত,—এরূপ কথার আশঙ্কায় নিবেদন করছেন, এর দ্বারাও কোনও প্রতিকার হয় না—'সরিৎ' ইতি। **উদ্দেশাঃ**—প্রদেশ সকল।—অজগর-বরুণাদি থেকে আমার ও অন্যান্য ব্রজজনদের মুক্তিদাতারূপ সেই সেই নামে ব্রজে বিখ্যাত প্রদেশ সকল। **মুকুন্দপদ ভূষিতান্**— 'পদৈঃ' চরণচিহ্নের দ্বারা 'ভূষিতান্' শ্রীপৃথিবী দেবীও স্নেহবশে অদ্যাপিও নিজ অঙ্কে অবিকল সেইরূপে রক্ষা করে রাখা হেতু ভূষিত **আক্রীড়ান্**—সেই সেই মনোহর ক্রীড়াচিহ্ন সকল দেখতে থাকা প্রাণীমাত্রেরই, আমাদের কথা আর বলবার কি আছে, **মনোযাতি তদাত্মতাম্**- মন কৃষ্ণস্ফূর্তিময়তা প্রাপ্ত হয়- আমাদের এখন কি কর্তব্য ?, এরূপ ভাব ॥ জী০ ২২ ॥

কংসং নাগাযুতপ্রাণং মল্লৌ গজপতিং তথা।
অবধিষ্টাং লীলয়ৈব পশূনিব মৃগাধিপঃ ॥২৪॥

২৪। **অন্বয়ঃ** নাগাযুতপ্রাণং (গজ-অযুতস্য বলং যস্য তং) কংসং তথা মল্লৌ (চাণূর-মুষ্টিকৌ) গজপতিং (গজেন্দ্র কুবলয়পীড়ং) লীলয়ৈব মৃগাধিপঃ (সিংহঃ পশূন্ ইব অবধিষ্টাং (হতবন্তৌ)।

২৪। **মূলানুবাদ**ঃ কেবলমাত্র গর্গাচার্যের বচন অনুসারেই যে এরূপ ধারণা করেছি, তাই নয়, তাঁদের ব্যবহারেও তাই প্রতীত হচ্ছে, এই আশয়ে বলছেন

সহস্র গজতুল্য বলশালী কংস, এবং চাণূর-মুষ্টিক মল্লদ্বয়কে, গজশ্রেষ্ঠ কুবলয়পীড় প্রভৃতিকে অনায়াসেই বধ করেছে রাম-কৃষ্ণ দু ভাই, সিংহ যেমন পশু বধ করে।

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ ননু যদ্যেবং তর্হি গৃহাবস্থানে পুত্রস্মরণমধিকং স্যাদতস্তত্ত্যাগায় স্বয়মেব গাঃ পালয়তা ভবতা যমুনাতীরাদৌ ভ্রম্যতামিত্যাশঙ্কা তেনাপ্যপ্রতীকারং জ্ঞাপয়তি,—সরিদিতি। উদ্দেশাঃ প্রদেশাঃ। তদাত্মতাং তৎস্ফূর্তিময়তাং তস্মিন্ লীনতাং বা॥ বি॰ ২২।

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ**ঃ আচ্ছা যদি এরূপই আপনাদের অবস্থা, তাহলে বুঝা যাচ্ছে, গৃহে বসে থাকায় পুত্রস্মরণ অধিক হচ্ছে, অতএব এই স্মরণ ত্যাগ করার জন্য স্বয়ংই গোচারণ করতে করতে যমুনাতীরাদিতে ঘুরে বেড়ান-না - এরূপ কথার আশঙ্কায় বলছেন, ইহা কোনও প্রতিকার নয় 'সরিৎ ইতি' নদী বনাদি ক্রীড়াস্থান দর্শনে চিত্ত কৃষ্ণময় হয়ে উঠে, বিরহবেদনা আরও বেড়ে যায়। **উদ্দেশাঃ**—প্রদেশ। **তদাত্মতাম্**,—চিত্ত কৃষ্ণস্ফূর্তিময় হয়ে যায়, বা তাতে লীনতা প্রাপ্ত হয়। ॥ বি॰ ২২॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা**ঃ এবং হঠাৎ পুনরাগতেন মাধুর্য্যস্ফুরণেন লব্ধচিত্তাস্বাস্থ্যঃ পুত্রবুদ্ধ্যা স্নেহ এবাত্যন্তার্ত্তিহেতুরিত্যাশঙ্ক্য তদাচ্ছাদনাশয়া, বিশ্লেষবিশেষময়-প্রীতিজাতিস্বভাবাত্তন্মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনেচ্ছয়া বা, পুনঃ প্রভাবান্ স্মরতি—মন্যে ইতি চতুর্ভিঃ। ইহ মদ্গৃহে প্রাপ্তৌ স্বাচ্ছন্দ্যেনৈব জন্মানুকৃতবন্তৌ সুরোত্তমৌ নারায়ণসমৌ কাবপি মন্যে সম্ভাবয়ামি, ইতি পুত্রভাবস্যৈব সহজত্বমন্তর্গতত্বঞ্চ বোধয়তি॥ জী॰ ২৩॥

২৩। **শ্রীজব বৈ॰ তে॰ টীকানুবাদ**ঃ এইরূপে হঠাৎ পুনরায় আগত মাধুর্য স্ফুরণে মন-পীড়িত হয়ে পড়লে আশঙ্কা করলেন পুত্রবুদ্ধিতে স্নেহই অত্যন্ত আর্তির হেতু - তাই ইহার আচ্ছাদন উদ্দেশ্যে, বা বিচ্ছেদবিশেষময় প্রীতির জাতি-স্বভাবে কৃষ্ণের মাহাত্মকীর্তন ইচ্ছায় পুনরায় প্রভাব সম্পন্ন কৃষ্ণকে স্মরণ করছেন—মন্যে ইতি চারটি শ্লোকে **ইহ** - আমার গৃহে **প্রাপ্তৌ**—স্বাধীনভাবেই জন্ম অনুকারী রামকৃষ্ণকে **সুরত্তমৌ**—নারায়ণ সম **মন্যে** - কেউ হবে মনে হয়—এইরূপে বুঝানো হল, কৃষ্ণ-রামে নন্দের পুত্রভাবই স্বাভাবিক এবং হৃদ্গত॥ জী॰ ২৩॥

তালত্রয়ং মহাসারং ধনুর্যষ্টিমিবেভরাট্।
বভঞ্জৈকেন হস্তেন সপ্তাহমদধাদ্গিরিম্ ॥২৫॥
প্রলম্বো ধেনুকোঽরিষ্টস্তৃণাবর্ত্তো বকাদয়ঃ।
দৈত্যাঃ সুরাসুরজিতো হতা যেনেহ লীলয়া ॥২৬॥

২৫। **অন্বয়** ঃ ইভরাট্ (গজেন্দ্রঃ) যষ্টিং ইব (যথা গজেন্দ্রঃ ইক্ষুদণ্ডং তদ্বৎ) তালত্রয়ং মহাসারং ধনুঃ বভঞ্জ। সপ্তাহং একেন হস্তেন গিরিং অদধাৎ।

২৬। **অন্বয়** ঃ যেন সুরঃ-অসুরঃ অজিতঃ-প্রলম্বঃ ধেনুকঃ-অরিষ্টঃ তৃণাবর্তঃ বকাদয়ঃ দৈত্যাঃ ইহ লীলয়া হতাঃ।

২৫। **মূলানুবাদ** ঃ হস্তিরাজ যেমন অবলীলায় যষ্টি দ্বিখণ্ডিত করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ লোহার মত শক্ত ৬০ হাত লম্বা পাকা তাল পরিমিত ধনুক দিখণ্ডিত করে ফেলল্।

২৬। **মূলানুবাদ** ঃ সুর-অসুর বিজেতা-প্রলম্ব-ধেনুক-অরিষ্ট-তৃণাবর্ত প্রভৃতি দৈত্যগণকে অনায়াসে বধ করেছে রামকৃষ্ণ।

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ মল্লৌ চাণূর মুষ্টিকৌ, তথা-শব্দেন মল্লয়োর্গজপতেশ্চ নাগাযুতপ্রাণত্বমুক্তম্। অবধিষ্টাং হতবন্তৌ, যো যশ্চ যথাস্বমিতি শেষঃ মৃগাধিপ ইত্যেকত্বং প্রত্যেকদৃষ্টান্তত্বাৎ। ॥ জী০ ২৪ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **মল্লৌ** চাণূরমুষ্টিকের শুধু যে কংসের অযুত গজের শক্তি, তাই নয় **তথা**—'তথা' শব্দে বলা হল, এই মল্লদের এবং কুবলয়পীড় গজেরও অযুত গজের শক্তি। **অবধিষ্টাং**—বধ করলেন। 'মৃগাধিপঃ' 'একবচন' প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই দৃষ্টান্ত হওয়া হেতু। জী০ ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বিশ্লেষময়প্রীতিজাতি-স্বভাবাদেব সহসা স্ফূরিতেন তদৈশ্বর্যেণ ক্ষণং লব্ধবিবেক ইবাহ,—মন্যে ইতি। ইহ মদ্গৃহে প্রাপ্তৌ মম চ বসুদেবস্য চ ভাগ্যাৎ পুত্রাবভূতামিত্যর্থঃ। সুরাণাং অর্থায় কংসাদি শত্রুবধলক্ষণায় প্রয়োজনায় মহৎ গম্ভীরং গর্গস্য বচনং যথা ॥ বি০ ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বিরহময় প্রীতির জাতি স্বভাবেই সহসা স্ফুরিত কৃষ্ণ ঐশ্বর্যের দ্বারা যেন ক্ষণকাল বিবেকবান হয়ে বললেন, মন্যে ইতি। **ইহ**—আমার গৃহে, **প্রাপ্তৌ**—আমার ও বসুদেবের ভাগ্যবশে পুত্রদ্বয় আবির্ভূত। **সুরানাং অর্থায়**—দেবতাগণের প্রয়োজনে অর্থাৎ কংসাদির বধ লক্ষণ প্রয়োজনে। **গর্গস্য** গর্গের **মহৎ বচণং**—গম্ভীর বচন **যথা** অনুসারে। বি০ ২৪ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তালঃ যষ্টিহস্তপ্রমাণক-পরিণত-তালবৃক্ষঃ; 'তালো নববিতস্তয়ঃ' ইতি দেববোধঃ। একেন বামেনৈব, যষ্টিমিব ইক্ষুদণ্ডমিব বভঞ্জ। জী ২৫।

২৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ **তালঃ**—বৃহৎ। ৬০ হাত প্রমাণ-পরিণত তালগাছ 'তালো নববিতস্তয়ঃ' ইতি দেববোধঃ। **একে**—বা হাতেই। ইক্ষুদণ্ড ভাঙ্গার মতো অতি সহজেই ভেঙ্গে ফেললেন। জী০ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ।
অত্যুৎকণ্ঠোঽভবৎ তূষ্ণীং প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ ॥ ২৭ ॥

২৭। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ— কৃষ্ণানুরক্তধীঃ নন্দঃ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ (প্রেম-বেগবিবশঃ) অত্যুৎকণ্ঠঃ [সন্] তূষীং অভূৎ।

২৭। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন, নন্দ মহারাজ স্বভাবতই কৃষ্ণে অনুরক্তধী। বিশেষত এখন কৃষ্ণের মাধুর্য-ঐশ্বর্যময় লীলা মুহুর্মুহু স্মরণ করায় প্রেমবেগে বিবশ হয়ে পড়লেন, অতিশয় মানসিক অস্থিরতায় কণ্ঠ তাঁর অশ্রুতে ভরে গেল, আর কিছু বলতে পারলেন না।

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তালঃ ষষ্টিহস্তপ্রমাণকপরিণত তালবৃক্ষঃ, একেন বানেনৈব ।।বি০ ২৫।।

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** তালঃ—৬০ হাত প্রমাণ বৃদ্ধ তাল গাছ। একেন—বা হাতে। বি০ ২৫ ।।

২৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** যেনেতি – যেন যেনেত্যর্থঃ ।। জী০ ২৬ ।।

২৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** যেন— [যেন যেন] শ্রীকৃষ্ণে দ্বারা বকাদি, বল-রামের দ্বারা ধেনুকাসুর।

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** স্বত এব কৃষ্ণানুরক্তধীঃ। বিশেষত ইতি পূর্বোক্তং মাধুর্যাং প্রভাবময়নিজপালনঞ্চ সম্যক্ মুহুঃ স্মৃত্বা প্রেমবেগবিবশঃ, অতএবাশ্রুপূর্ণকণ্ঠঃ সন্ তূষ্ণীমভূৎ, পরং কিঞ্চিদ্বক্তুং ন শশাকেত্যর্থঃ। বীপ্সায়াঃ স্মরণস্য ত্যাগে শক্ত্যভাবো বোধ্যতে ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাবাদ ঃ** নন্দ স্বভাবতঃই কৃষ্ণানুরক্তধী— 'বিশেষত ইতি' পূর্বোক্ত মাধুর্য প্রাভবময় কৃষ্ণের নিজ পালন সম্যক্‌রূপে মুহুঃ মুহুঃ স্মরণ করে নন্দ এখন **প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ**— প্রেমবেগে বিবশ হয়ে পড়লেন - অশ্রুপূর্ণকণ্ঠ হয়ে মৌন ধরে রইলেন, অতঃপর **তুষ্ণীম্ অভবৎ**- আর কিছুই বলতে পারলেন না। **সংস্মৃত্যসংস্মৃত্য** এইরূপে দুবার বলার দ্বারা স্মরণের ত্যাগে শক্তির অভাব বুঝানো হল ।। জী০ ২৭ ।।

২৭। **বিশ্বনাথ টীকা ঃ** কৃষ্ণানুরক্তধীরিতি স্মৃত্যারূঢ়েন মহৈশ্বর্যেণাপি হন্ত হন্ত! এতাদৃ-শৈশ্বর্যবতা গুণরত্নাকরেণ স্বপুত্রেণ দুরদৃষ্টবশাদ্বিশ্লিষ্টোঽভূবমিতি কৃষ্ণে অনুরক্তেব ধী র্ন তু বসুদেবস্যেবৈশ্বর্য-গন্ধেনাপি শিথিলিতস্বসম্বন্ধাসংকুচিতানুরাগা ধীর্যস্য সঃ। প্রেমপ্রসরবিহ্বল ইতি। অতিপ্রমাণাধিক্যবতঃ প্রম্‌ণোঽগস্ত্যস্যাগ্রে খল্বৈশ্বর্যস্য সমুদ্রোঽপি কিয়ানিতি বঃ ।। বি০ ২৭ ।।

২৭। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কৃষ্ণানুরক্তধী ঃ— স্মৃতি-আরূঢ় মহাঐশ্বর্যের আবর্তে পড়েও নন্দের চিন্তা, হায় হায়! এতাদৃশ ঐশ্বর্যশালী গুণরত্নাকর স্বপুত্রের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। কৃষ্ণে অনুরক্ত ধী'র লক্ষণ হল, বসুদেবের মতো ঐশ্বর্যগন্ধেও স্বসম্বন্ধ শিথিল না— হওয়া হেতু অনুরাগ

যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ।
শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥ ২৮ ॥

২৮। **অন্বয়ঃ** যশোদা চ বর্ণ্যমানানি (ভর্ত্রা কথ্যমানানি) পুত্রস্য চরিতানি, শৃণ্বন্তী স্নেহস্নুত-পয়োধরা [সতী] অশ্রূনি অবস্রাক্ষীৎ (বিসসর্জ্জেব কেবলং)।

২৮। **মূলানুবাদঃ** পতি নন্দমহারাজের কথিত পুত্রচরিত শ্রবনে যশোমার স্তনে দুগ্ধধারা বইতে লাগল। তিনি কেবল অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন।

অসংকুচিত থাকে—এই প্রকার অনুরাগবতী বুদ্ধিসম্পন্ন নন্দ **প্রেম্নপ্রসরবিহ্বলঃ** বাৎসল্য প্রবাহের দ্বারা বিবশ। নন্দের বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রেমসূর্য তার সম্মুখে ঐশ্বর্য সমুদ্রই বা কতটুকু, এরূপ ভাব। বি০ ২৭॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** পুত্রস্যেতি—সুরোত্তমাবিত্যাদি শ্রবণেঽপি, প্রত্যুত তয়া নিশ্চিতে তত্রৈবাবেশো দর্শিতঃ। চরিতানি প্রভাবময়ানি, চকারাৎ কিমুত সৌন্দর্য্যাদীনীত্যর্থঃ। অতএব বর্ত্তমান শতৃশানাভ্যাং প্রবৃত্তিমাত্রেণৈব নৈরন্তর্য্যেণ চৈবেত্যর্থঃ। অব সমন্তাৎ নিজবস্ত্রাদিকমাপ্লাব্য অস্রাক্ষীৎ বিসসর্জ্জেব কেবলং, ন তু কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং প্রষ্টুং বক্তুং বা শক্তেত্যর্থঃ। এবং ব্রজেশ্বরাদাবপি বিশেষ উক্তঃ। স্নেহপ্রস্নুতপরঃপয়োধরা চ জাতেত্যর্থঃ। ইতি চিরকালেঽতীতেঽপি তাদৃশত্বাৎ স্বাভাবিকমহাস্নেহঃ সূচিতঃ॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** পুত্রস্যচরিতানি চ—ঐ যে পূর্বের ২৩ শ্লোকে নন্দমহারাজ পুত্রকে দেবশ্রেষ্ঠ রূপে নির্ধারন করলেন, সে সব কথা শুনেও মাযশোদার হৃদয়ে মাধুর্যভাবের প্রাবল্য হেতু রেখাপাত করল না—এই আবেশই এই শ্লোকে দর্শিত হচ্ছে। চরিতানি - ঐশ্বর্যময় লীলা সমূহ শ্রবণেই 'অশ্রুবিসর্জন' ইত্যাদি হতে লাগল, চ—পুত্রের মাধুর্যময় লীলাদি শ্রবণে কি-না হত—তা বলবার ভাষা নেই।—অতএব 'চ' কারের দ্বারা অশ্রুধারার এবং স্তনধারার 'নৈরন্তর্যই' বুঝা যায়। **অশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ** কেবলমাত্র অশ্রু-বিসর্জন করতে লাগলেন। **অব**—সর্বতোভাবে। নিজবস্ত্রাদি ভাসিয়ে দিয়ে কেবল অশ্রু বিসর্জনই করতে লাগলেন, কিঞ্চিৎ নয়—কিছু করতে, জিজ্ঞাসা করতে বা বলতে সমর্থ হলেন না। - এইরূপে ব্রজেশ্বরীদের সম্বন্ধেও বিশেষ উক্ত হল। **স্নেহস্নুতপয়োধরা**—স্নেহে অবিরল ধারায় স্তন দুগ্ধ ঝরতে লাগল। কৃষ্ণের শিশুকাল থেকে বহু বছর পরও যশোদার তাদৃশ অবস্থা হওয়া হেতু স্বাভাবিক মহাস্নেহ সূচিত॥ জী০ ২৮॥

২৮। **বিশ্বনাথ টীকাঃ** এবং কৃষ্ণস্য পিতা নন্দো গাম্ভীর্যবলাদেব ধৃতিং ধৃত্বা লৌকিক্যা রীত্যা উদ্ধবমাতিথ্যেন সম্মানয়িতুং সম্যগীক্ষিতুং পরিচেতুং কুশলং প্রষ্টুং কৃষ্ণস্য প্রভাবময়ং চরিতং চ বক্তুম্ শশাক, মাতা শ্রীযশোদা ত্বধৈর্যসিন্ধুভ্রমিনিমজ্জনোন্মজ্জনবতী তত্তৎ কিমপি কর্তুং ন শশাক ইত্যাহ,-যশোদেতি। মথুরা-প্রস্থানদিনমারভ্যৈব শতশঃ স্ত্রীপুংসজনৈঃ প্রবোধ্যমানাপি পুত্রমুখং বিনা অন্যৎ কিমপ্যহং ন দ্রক্ষ্যামীতি প্রতি-

তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দ-যশোদয়োঃ।
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবোমুদা ॥২৯॥

২৯। **অন্বয়ঃ** উদ্ধবঃ ভগবতি কৃষ্ণে তয়োঃ নন্দ-যশোদয়োঃ ইত্থং পরমং অনুরাগং বীক্ষ্য মুদা নন্দং আহ।

২৯। **মূলানুবাদঃ** অহো কিভাবে পুত্রদ্বয় মথুরায় এতদিন থেকে যেতে পারছে, ইহা সবিস্ময়ে পরিচিন্তমান শ্রীনন্দযশোদার চিত্তে পূর্বোক্ত প্রকারে প্রকাশিত পরম অনুরাগ দর্শন করত শ্রীউদ্ধব সহর্ষে নন্দমহারাজকে বললেন।

ক্ষণমেব প্রতিজনানাং মুদ্রিতনেত্রৈব অশ্রুণি অব সমন্তাৎ নিজবস্ত্রাদিকমাপ্লাব্য অস্রাক্ষীৎ বিসসর্জৈব নতূদ্ধবং পরিচেতুং বাৎসল্যবিষয়ীকর্তুং স্বয়ং কিঞ্চিৎ প্রষ্টুং পুত্রং প্রতি কিঞ্চিৎ সন্দেষ্টুঞ্চ ন শক্তেত্যর্থঃ। স্নেহেন পুত্র বিষয়কেন স্নুতপয়সৌ পয়োধরৌ যস্যাঃ, শ্লেষেণ স্নুতানাং বর্ষণে জলধারায়মাণা ॥ বি ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এইরূপে কৃষ্ণের পিতা নন্দ গাম্ভীর্যবলেই ধৈর্য ধরে লৌকিক রীতিতে উদ্ধবকে আতিথ্যের দ্বারা সম্মান দানের জন্য, ভালভাবে দেখার জন্য, পরিচয় করার জন্য, কুশল প্রশ্ন করার জন্য, কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় চরিত্র বলার জন্য সমর্থ হলেন। যশোমা কিন্তু ধৈর্যসিন্ধুর ঘূর্ণীপাকে নিমজ্জন-উন্মজ্জনবতী হয়ে সেই আতিথ্যাদি কোন কিছুই করতে সমর্থ হলেন না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে — যশোদাইতি— কেবল নয়নে তার অশ্রু ও স্তন থেকে দুগ্ধ অবিরল ধারায় ঝড়তে লাগল। কৃষ্ণের মথুরা—প্রস্থান দিন থেকে আরম্ভ করে শত শত স্ত্রী পুরুষ জনের দ্বারা প্রবোধ্যমান্ হয়েও প্রতিক্ষণ প্রতি জনের নিকট বলতে লাগলেন পুত্রমুখ বিনা আমি আর কিছুই দেখতে চাই না। মুদিত নেত্রে তাঁর অশ্রুর অবিরল ধারা বইতে লাগল কেবল, নিজের বস্ত্রাদি ভিজিয়ে দিয়ে— পরিচয় করার জন্য উদ্ধবকে কুশল প্রশ্ন করতে পারলেন না।— বাৎসল্য বিষয়ীভূত করার জন্য স্বয়ং কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করতে, পুত্রের প্রতি কিঞ্চিৎ খবর দিতেও সমর্থ হলেন না, এরূপ অর্থ। **স্নেহস্নুতপয়োধরা** — পুত্র বিষয়ক স্নেহে যার স্তন দুগ্ধ চুইয়ে পড়ছে সেই যশোমা। অর্থান্তরে বেগে চুইয়ে পড়া স্তন দুগ্ধের বর্ষনে যাতে মেঘের প্রতীতি সেই যশোমা ॥ বিং ২৮ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈং তোং টীকাঃ** তয়োঃ, কীদৃশৌ ভাবৌ তৌ ভবেতামিতি সবিস্ময়ং পরিচিন্ত্যমানযোঃ, শ্রীনন্দযশোদয়োরিত্থং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণানুরাগং নিরন্তর মহাতৃষ্ণাতিশয়ময়স্নেহং ভগবতি সর্ব্বেশ্বরে, বীক্ষ্য বিশেষেণ সাক্ষাৎকৃত্য, তত্রাপি কৃষ্ণে পরমপূর্ণাবির্ভাবে তস্মিন্ বীক্ষ্য, তত্রাপি পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং বীক্ষ্য, উদ্ধবো নন্দং তস্যৈব প্রাধান্যাৎ সংবাদে প্রবৃত্তত্বাচ্চ, শ্রীযশোদায়াস্তু পরমবৈয়গ্র্যেণ তৎপ্রবৃত্ত্যশক্তত্বাৎ তমেবাহ, ঊচে, সান্ত্বয়িতুমিতি শেষঃ। তচ্চ মুদা 'অহো মম ভাগ্যম্‌, এতাদৃশদর্শন-মপি জাতম্' ইতি হর্ষেণ ভদংশাবিষ্কারেণৈবোপলক্ষিতঃ, ন তু তদ্দুঃখদর্শনময়দুঃখাংশাবিষ্কারেণেত্যর্থঃ। তস্য হি তদৈশ্বর্য্যস্ফূর্ত্তেরেব প্রাধান্যাৎ তদনুরাগস্যাপি মহিমাংশস্ফূর্ত্তিরেব প্রথমতো জাতা, ন তু বৈয়গ্র্যাং-

উদ্ধব উবাচ

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশী ॥ ৩০ ॥

৩০। **অন্বয়ঃ** উদ্ধব উবাচ—[হে] মানদ যৎ (যস্মাৎ) অখিলগুরৌ নারায়ণে ঈদৃশী মতিঃ কৃতা [অতঃ] ইহ (জগতি) দেহিনাং (প্রাণীনাং সর্বেষাং মধ্যে) যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং (নিশ্চিতং)।

৩০। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর প্রথমে তথায় কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বর্ণনের দ্বারা উৎসাহ-দানেই তাঁদিকে সান্ত্বনা দেওয়ার ইচ্ছার উদয় হতে হতেই তৎজাতীয় নন্দবাক্যের অবসর পেয়ে সেইরূপই বলতে লাগলেন—

হে মান্যবর আপনারা যেহেতু অখিলগুরু নারায়ণে ঈদৃশী বাৎসল্যময় ভাব সিদ্ধ করেছেন, সেহেতু জগতে আপনারাই দেহীগণের মধ্যে পূজ্যতম।

শস্ফূর্ত্তিঃ। কেবল-বৈয়গ্র্যাংশ স্ফূর্ত্তের্যোগ্যত্বে তু সান্ত্বনানধিকারিণং মন্যমানো ভগবানপি ন তং প্রাস্থাপয়িষ্যদিতি ভাবঃ ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অহো কিভাবে বা পুত্রদ্বয় তাদের প্রিয় ব্রজ ছেড়ে মথুরায় টিকতে পারছে, ইহা সবস্ময়ে পরিচিন্ত্যমান শ্রীনন্দযশোদার ইত্থং— পূর্বোক্ত প্রকারে প্রকাশিত **অনুরাগঃ**—নিরন্তর মহাতৃষ্ণাতিশয়ময় স্নেহ **ভগবতি**—সর্বেশ্বরে **বীক্ষ্য**—বিশেষভাবে দর্শন করে—এর মধ্যেও আবার কৃষ্ণে—পরিপূর্ণ আবির্ভাব কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ দেখে, তার মধ্যেও আবার যে অনুরাগ **পরমঃ**—সর্বোকৃষ্ট, তা দেখে - **উদ্ধবঃ নন্দং আহ** - উদ্ধব নন্দকে বললেন ' নন্দকে কেন ? তিনিই সেখানে প্রধান ও কথোপকথনে নিযুক্ত থাকা হেতু, আর শ্রীযশোদা বিরহাকুলতায় কথোপকথনে অসমর্থ হওয়া হেতু শ্রীনন্দকেই বললেন, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। উদ্ধবের এই বলাটাও হল মুদা—হর্ষের সহিত —নন্দের মধ্যে ঐশ্বর্য-মাধুর্য উভয়ই খেলা করছিল—নন্দ পূর্বশ্লোকগুলিতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যই বর্ণন করেছেন —ঐশ্বর্যস্ফূর্তি জাত হর্ষ-অংশ আবিষ্কারে প্রকাশিত এই হর্ষ।—সেই বিরহ দুঃখ দর্শনময় দুঃখাংশ আবিষ্কারে কিন্তু নয়। উদ্ধবের চিত্তে কৃষ্ণৈশ্বর্যস্ফূর্তিরই প্রাধান্য হেতু শ্লোকোক্ত সেই অনুরাগেরও ঐশ্বর্যাংশ স্ফূর্তিই প্রথমে জাত হল, বিরহ ব্যাকুলতা অংশের স্ফূর্তি নয়। কেবল বিরহ-বাকুলত -অংশ স্ফূর্তির যোগ্যতায় কিন্তু কৃষ্ণও তাকে সান্ত্বনাদানে অনধিকারী মনে করতেন, তাকে ব্রজে পাঠাতেন না, এরূপ ভাব।
॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বীক্ষ্য জ্ঞাতচরত্মহাপ্রেমোকোঽপি বিশেষেণ ঈক্ষিত্বা পরমং দেবকী-বসুদেবাভ্যাং সকাশাদপ্যুৎকৃষ্টং মুদেতি মমৈতজ্জন্মৈব সার্থকমভূৎ যদীদৃশোঽনুরাগো দৃষ্ট ইতি তয়োর্দুঃখদর্শনেঽপ্যুদ্ধবস্যানন্দঃ ॥ বী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** বীক্ষ্য—[বি + ঈক্ষ্য] বিশেষভাবে দর্শন করত।—নন্দের অনুরাগে জ্ঞাতচর মহাপ্রেম থেকেও অনির্বচনীয় বিশেষত্ব,—আরও **পরমঃ**—দেবকী, বসুদেব

থেকেও উৎকর্ষতা, জাতিও পরিমা'ন উভয়রূপেই, দর্শন করে উদ্ধব মুদা—আনন্দিত হলেন—তিনি মনে করলেন, আমার এই জন্ম সার্থক হল, যদি ঈদৃশ অনুরাগ নয়নগোচর হল।—এইরূপে নন্দ-যশোদার দুঃখ-দর্শনে উদ্ধবের আনন্দ হল ॥ বি০ ২৯॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** অতস্তত্র প্রথমতস্তন্মহিমবর্ণনদ্বারৈব প্রোৎসাহ্য তৌ সান্ত্বয়িতুমিচ্ছন্ তজ্জাতীয় শ্রীনন্দবাক্যাবসরং প্রাপ্য তথৈবাহ—যুবামিতি দ্বাভ্যাম্। ইহ শ্রীকৃষ্ণাবতারাব-তীর্ণতদীয়মহাভক্তগণপূর্ণে জগতি দেহিনাং তৎপর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষাং মধ্যে যে শ্লাঘ্যাঃ শ্রীনারদাদয়ঃ শ্লাঘ্যতরাঃ শ্রীবসুদেব-দেবক্যাদ্যাঃ শ্রীগোকুলবাস্যন্তাঃ, তেষামপি মধ্যে শ্রেষ্ঠৌ। হে মানদেতি—এবং যুবাভ্যামেব তদীয়ানামস্মাকং মনো দত্তঃ, যত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনঃ এবংবিধা জাতা ইতি লোকৈঃ কীর্ত্তয়িষ্যত ইতি ভাবঃ। যদ্বস্মান্নারায়ণে নারস্য মহৎ স্রষ্টৃ-প্রভৃতিপুরুষাবতার-সমূহস্যাপ্যাশ্রয়েইখিলগুরৌ পরমব্যোমনা-থাদিতোইপিমহত্তমপ্রকাশে উভয়থা পরমোপাদেয়পরমদুর্ল্লভ-পরমভাগ্য-দুষ্প্রাপাশ্রয়মাত্রে ইত্যর্থঃ। তস্মিন্নীদৃশীপুত্রভাবতয়া তদ্বশ্যতাতিশয়কারিণী মতিঃ কৃতা বিদ্যতে, যুবাভ্যামেবতি শেষঃ।। জী০ ৩০ ॥

৩০। **শ্রীজীব তো০ বৈ০ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর তথায় প্রথমে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বর্ণন দ্বারা উৎসাহদানেই তাঁদিকে সান্ত্বনা দেওয়ার ইচ্ছা উদয় হতে হতেই সেই জাতীয় শ্রীনন্দ বাক্যের অবসর পেয়ে শ্রীউদ্ধব সেরূপই বললেন, 'যুবাভ্যাং' ইতি দুটি শ্লোকে, **দেহিনামিহ** শ্রীকৃষ্ণাবতার কালে অবতীর্ণ তদীয়মহাভক্তগণপূর্ণ এই জগতে মহাভক্তগন পর্যন্ত সকল জীবের মধ্যে শ্লাঘ্য অর্থাৎ প্রশংসা-যোগ্য শ্রীনারদাদি, শ্লাঘ্যতর শ্রীবসুদেব-দেবক্যাদি শ্রীগোকুলবাসী পর্যন্ত যাঁরা সব আছেন, তাঁদের মধ্যে আপনারা দুজন শ্রেষ্ঠ। **হে মানদ**- হে সম্মানদাতা।—আপনাদের জন্যই জগতে আমাদেরও মান।—যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এইরূপ ভাব জাত হয়েছে, তাই লোকের দ্বারা আপনারা কীর্তিত হতে থাকবেন, এরূপ ভাব। যদি এ-কারণে **নারায়ণে**—[নার + অয়নে ['নারস্য' মহৎস্রষ্টৃ প্রভৃতি পুরুষ অবতার সমূহের 'অয়নে' আশ্রয়ে **অখিলগুরৌ** বৈকুণ্ঠনাথাদি থেকেও মহত্তম প্রকাশন (কৃষ্ণে ঈদৃশী মতি),—যা উভয় প্রকারে পরম উপাদেয় হলেও পরম দুর্ল্লভ, দুর্ল্লভ হলেও পরমভাগ্যে লভ্য, ঈদৃশী - পুত্রভাবের দ্বারা তাঁর বশ্যতা-অতিশয়কারিণী সেই মতি হল বাৎসল্যময় ভাব। ইহা আপনাদের দ্বারা সাধিত অর্থাৎ প্রমান-সিদ্ধ হয়ে বিদ্যমান রয়েছে ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ইহ জগতি শ্লাঘ্যেষু ভক্তেষ্বপি মধ্যে দেবকী-বসুদেবৌ শ্লাঘ্যতরৌ তাভ্যামপ্যুৎকর্ষাৎ যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ "নারায়ণেইখিলগুরা"বিতি। "মন্যে রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমা"বিতি তদ্বাক্যেনৈব তস্য কৃষ্ণৈশ্বর্যস্ফূর্তিং জ্ঞাত্বা তদৈশ্বর্যেণৈব তৌ সান্ত্বয়িতুং তদেব ব্যাচষ্টেস্মেতি ভাবঃ ॥ বি০ ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **ইহ**—এই জগতে **শ্লাঘ্যতমৌ**—শ্লাঘ্যগণের অর্থাৎ ভক্তগণের মধ্যে দেবকী বসুদের শ্লাঘ্যতর, এঁদের থেকেও উৎকর্ষতা হেতু আপনারা দুজন শ্লাঘ্যতম।

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥ ৩১॥

৩১। **অন্বয়ঃ** রাম মুকুন্দ চ এতৌ হি বিশ্বস্য চ [আবাতারাদীনাঞ্চ] বীজ যোনী (নিমিত্ত উপাদানরূপৌ) পুরুষ প্রধানম্ (ইতি বিখ্যাতৌ ইমৌ) পুরাণৌ (অনাদিসিদ্ধৌ সন্তৌ) ভূতেষু অন্বীয় (তত্তদুপাধৌ অন্তর্যামিরূপেন অনুপ্রবিশ্য) বিলক্ষনস্য জ্ঞানস্য চ (অদ্বয়জ্ঞান স্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽপি) ঈষাতে (প্রকাশনাপ্রকাশনয়োঃ সমর্থৌ ভবতঃ)।

৩১। **মূলানুবাদঃ** বলরাম ও মুকুন্দ বিশ্বসংসারের কারণ, ইহারাই প্রধান ও পুরাণ পুরুষ, আর ইহারাই সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে শুদ্ধ চিন্মাত্র স্বরূপ জ্ঞানের প্রকাশ ও অপ্রকাশে সমর্থ রয়েছেন।

নারায়ণঃখিলগুরৌ ইতি—নন্দমহারাজের উক্তি পূর্বের হত শ্লোকে—"এই রামকৃষ্ণকে আমি দেবশ্রেষ্ঠ বলে নির্ধারেণ করেছি।" এই বাক্যানুসারে তাঁর কৃষ্ণে ঐশ্বর্যস্ফূর্তি জানতে পেরে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের উল্লেখেই তাঁদের দুজনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য যত্নপর হলেন, এরূপ ভাব ॥ বি° ৩০ ॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** হি এব, এতাবেব, মুকুন্দশ্চেতি চকারান্বয়ঃ। ভূতেষু প্রাণিষু অন্বীয় তদ্বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য শুদ্ধচিন্মাত্রস্বরূপস্য জীবস্যেশাতে। চকারাদ্ভূতানাঞ্চ সন্ধিরার্থঃ। ইমাবিতি পুনরুক্তিস্তয়োরেব তাদৃশতাং নির্দ্ধারয়তি। অন্যৈস্তুঃ। তত্রানাদিত্বাৎ কারণত্বমিব স্বাতন্ত্র্যেণেতি বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ং, জীবাদেরপ্যনাদিত্বাদিতি। যদ্বা. নারায়ণত্বমখিল গুরুত্বমপ্যাহ—এতাবিতি। অংশাংশিনোরভিন্নত্বাদেযন রামেণ সহৈকস্বরূপো যো মুকুন্দস্তাবেতৌ রামকৃষ্ণাভিধতয়া পৃথগ্ দৃশ্যমানাবেতাবেব চ বিশ্বস্য, চকারাদবতারাদীনাং চ, বীজযোনী দ্বাবপি নিমিত্তোপানরূপৌ, বিশ্বস্য তত্তদ্রূপতয়া নাম্নাপি 'পুরুষঃ প্রধানম' ইতি বিখ্যাতৌ। ইমাবেবতদেতদ্দ্বয়রামকৃষ্ণরূপেণ পুরাণাবনাদিসিদ্ধৌ সন্তৌ ভূতেষু জীবেষু অন্বীয় তত্তদুপাধাবন্তর্যামিরূপেণানুপ্রবিশ্য বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চাদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপস্যব্রহ্মণোঽপীশাতে প্রকাশনাপ্রকাশনয়োঃ সমর্থৌ ভবতঃ। যথোক্তম্—'প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্রিতয়স্ত্বহম্॥' (শ্রীভা ১১।২৪।১৯) ইতি, 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ,' 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইতি, শ্রীভগবদ্গীতাভ্যঃ (১০।৪২. ১৪২৭)'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥' (শ্রীভা ৮।২৪।৩৮ ইতি ॥ জী° ৩১ ॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** হি-'এব' নিশ্চয়ার্থে, 'এতৌ এব' এই রামকৃষ্ণই বিশ্বের নিমিত্ত কারণইত্যাদি। চ—এই 'চ' টি 'মুকুন্দং' পদটির সহিত অন্বিত হবে, অর্থাৎ রাম ও মুকুন্দ অন্তর্যামীরূপে **ভূতেষু**—প্রাণীর মধ্যে **অন্বিয়—**অনুপ্রবেশ পূর্বক **বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য**—শুদ্ধ চিন্মাত্র স্বরূপ জীবের **ঈশাতে**—প্রকাশন-অপ্রকাশন বিষয়ে সমর্থ হন। 'এতৌ'—এই রামকৃষ্ণ দুজন 'ইমৌ' এইপুরুষ ও প্রধান—'ইমৌ' এই পুনরুক্তি দ্বারা এই পুরুষ-প্রধানেরও তাদৃশতা নির্দ্ধারিত হল। [**শ্রীধর—** রামকৃষ্ণ 'বিলক্ষণস্য' নানা ভেদ বিশিষ্ট জ্ঞানের ও জীবের **'ঈশাতে'**—ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক

—কি করে, 'পুরাণৌ' অনাদি হওয়া হেতু কারণ, তাই নিয়ামক।] এই টীকার 'অনাদিত্বাৎ' বাক্যের অর্থ কারণ নয়, কারণের মতো অর্থাৎ 'স্বাতন্ত্র্যেন' স্বাতন্ত্র্য লক্ষণে তাদের বৈশিষ্ট্য, এরূপ বুঝতে হবে।—শুদ্ধ জীবাদিও অনাদি হওয়া হেতু। অথবা, রামকৃষ্ণকে পূর্বশ্লোকে নারায়ণ ও অখিলগুরু বলা হয়েছে, এতৌ-অংশ-অংশী অভিন্ন হওয়া হেতু যে রামের সহিত একস্বরূপ যে মুকুন্দ, সেই 'এতৌ' এই 'রামকৃষ্ণ' একটি নামে পৃথক্ দৃশ্যমান ও এই রামকৃষ্ণই আবার বিশ্বের অবাতারাদিরও **বীজযোনী**—নিমিত্ত-উপাদানরূপ দুইই—এই রামকৃষ্ণ বিশ্বের সেই সেই স্বরূপ হওয়া হেতু নামেও 'পুরুষ ও প্রধান (উপাদান)' রূপে বিখ্যাত। **ইমৌ**—এই পুরুষ-প্রধানই 'রামকৃষ্ণ নামে **পুরাণৌ**—অনাদ সিদ্ধ থেকে **ভূতেষু**—জীবের মধ্যে **অন্বীয়**—সেই সেই উপাধিতে অন্তর্যামীরূপে অনুপ্রবেশ করত **বিলক্ষণস্য-জ্ঞানস্য চ**—অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মেরও **ঈশাতে**—প্রকাশ-অপ্রকাশনে সমর্থ। যথা উক্ত—"এই সৎকার্যের উপাদান প্রকৃতি, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষ এবং তাহার অভিব্যঞ্জক কাল—এই পদার্থ এয় আমারই স্বরূপ, আমা থেকে ভিন্ন নহে।—(শ্রীভা০ ১১।২৪।১৯)।—"বস্তুতঃ তুমি ইহাই জেনো যে, আমি একাংশ দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপে অবস্থান করছি।"—(গীতা ১০।৪২)।—"পরমানন্দরূপ ব্রহ্মেরও যদি কিছু ব্রহ্ম থাকা সম্ভব হয়, তাহলে সেই ব্রহ্ম আমি।"—(গীতা ১৪।২৭)।—"পরব্রহ্ম শব্দে প্রকাশিত মদিয় মহিমা অর্থাৎ আমারই ব্যাপক নির্বিশেষ স্বরূপ আমার কৃপায় অনুভব করবে।"—(শ্রীভা০ ৮।২৪।৩৮)॥ জী০ ৩১॥

৩১। বিশ্বনাথ টীকা ঃ নারায়ণত্বমখিলগুরুত্বঞ্চাহ,—এতাবিতি। অংশাংশিনোরভিন্নত্বাৎ বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকমিত্যক্রূরোক্তেশ্চ এতৌ দ্বাবপি এক এব নারায়ণ ইত্যর্থঃ। বিশ্বস্য বীজযোনী দ্বাবপি নিমিত্তোপাদানরূপৌ দ্বাবেব পুরুষঃ প্রধানং শক্তি শক্তিমতোরৈক্যাদিতি ভাবঃ। "প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সত্যোইভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্মাতত্রিতয়ন্বহ"-মিত্যাদ্যুক্তেঃ। ভূতেষু অন্বীয় অন্তর্যামিতয়া প্রবিশ্য বিলক্ষণজ্ঞানস্য ঈশাতে প্রদানসমর্থৌ ভক্তেভ্যো ভগবজ্ জ্ঞানস্য জ্ঞানিভ্যো ব্রহ্মজ্ঞানস্য চ কৃপয়া দাতারৌ স্যাতাং,—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" ইতি "মদীয়ং মহিমানং চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদী"তি চৈতদুক্তেঃ। চকারাদবিলক্ষণজ্ঞানস্য প্রাকৃতস্য স্বর্গাদিসাধনস্যাপি কর্মিভ্যো দাতারৌ।

॥ বি০ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পূর্বশ্লোকে রামকৃষ্ণকে 'নারায়ণইখিল গুরু' বলা হয়েছে—এই শ্লোকে আরও বলা হচ্ছে—**এতৌইতি**—অংশ-অংশী অভিন্ন হওয়া হেতু, 'একমূর্ত্তি' হয়েও কৃষ্ণ বহুমূর্ত্তি' এরূপ অক্রূর-উক্তি থাকা হেতু ঐই রামকৃষ্ণ দুই হয়েও একই নারায়ণ। **বিশ্বস্য বীজযোনী**—রামকৃষ্ণ দুজনেই বিশ্বের পুরুষ, দুজনেই প্রধান—শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ হওয়া হেতু, এরূপ ভাব। "এই সৎকার্যের উপাদান প্রকৃতি, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষ এবং তাহার অভিব্যঞ্জক কাল এই

যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে
ক্ষণং সমাবেশ্য মনো বিশুদ্ধম্ ।
নির্হৃত্য কর্মাশয়মাশু যাতি
পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ ॥৩২॥
তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ
নারায়ণে কারণমর্ত্যমূর্ত্তৌ ।
ভাবং বিধত্তাং নিতরাং মহাত্মন্ ।
কিংবাঽবশিষ্টং যুবয়োঃ সুকৃত্যম্ ॥৩৩॥

৩২। **অন্বয়** ঃ জনঃ (যঃ কশ্চিৎ জীবঃ) প্রাণবিয়োগকালে যস্মিন্ বিশুদ্ধ মনঃ ক্ষণং [অপি] সমাবেশ্য (যথা কথঞ্চিল্লব্ধ পদং কৃত্বা) কর্মাশয়ং (কর্মবাসনাং) নির্হৃত্য (দগ্ধ্বা) ব্রহ্মময়ঃ (শ্রীভগবৎপার্ষদরূপতয়া চিচ্ছক্তিবৃত্তিঃ. শুদ্ধসত্ত্বসৌব তাদৃশমূর্তিত্বেন স্বরূপপ্রকাশপ্রচুর অতঃ) অর্কবর্ণঃ (সূর্যতুল্যতেজাঃ) [সন্] আশু পরাং গতিং যাতি ।

৩৩। **অন্বয়** ঃ [হে মহাত্মন্ ! ভবন্তৌ অখিলাত্মহেতৌ কারণ মূর্তৌ নারায়ণে তস্মিন্ নিতরাং ভাবং বিধত্তাং [অতঃ] যুবয়োঃ সুকৃত্যং কিম্বা অবশিষ্টং ।

৩২। **মূলানুবাদ** ঃ ৩০, ৩১ শ্লোকে উদ্ধব কৃষ্ণবলরামের মহিমা শুনালেন নন্দবাবা যশোমাকে। শুনাবার পর তাঁদের মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন না দেখে উহাই পুনরায় কৈমুতিক ন্যায়ে বিবৃত করছেন, যস্মিন্ ইতি দুটি শ্লোকে – ।

যে কোনও জীব প্রাণবিয়োগকালে শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ মন ক্ষণকালের জন্যেও নিবিষ্ট করত কর্মবাসনা দহনপূর্বক স্বরূপ-প্রকাশপ্রচুর শুদ্ধ সত্বমূর্তি প্রাপ্ত হয়, অতঃপর সূর্যতুল্য তেজী হয়ে তৎক্ষণাৎ পরমাগতি প্রাপ্ত হয় ।

৩৩। **মূলানুবাদ** ঃ হে মহাত্মন্ । অখিলের আত্মা ও কারণ, প্রয়োজন বশে মনুষ্যশরীরধারী শ্রীকৃষ্ণে আপনারা একান্ত ভক্তি করছেন, সুতরাং আপনাদের আর কি সুকৃত্য অবশিষ্ট আছে ? কেবল আপনাদের সন্তোষক কৃষ্ণের কৃত্যই বাকী আছে ।

পদার্থত্রয় ব্রহ্মরূপ আমারই স্বরূপ, আমা থেকে ভিন্ন নয়।"— (ভা॰ ১১।২৪।১৯)। **ভূতেষু**— জীবের মধ্যে 'অন্বীয়' অন্তর্যামী রূপে প্রবেশ করত **বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য** বিলক্ষণজ্ঞানের **ঈশাতে**— প্রদান সমর্থ এই রামকৃষ্ণ ভক্তদিগকে ভগবৎজ্ঞানের এবং জ্ঞানিদের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তি যাতে হয় সেরূপ বুদ্ধি দেন কৃপায়—"সতত মচ্চিন্তনপরায়ণ এবং প্রীতি সহকারে মৎপূজনশীলজনকে আমি যে বুদ্ধি বৃত্তি দেই তার সাহায্যে তাঁরা চরমে আমাকেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে।" – গীতা ১০।১০।—"পরব্রহ্ম শব্দে প্রকাশিত মদীয় মহিমা অর্থাৎ আমারই ব্যাপক নির্বিশেষ স্বরূপ আমার কৃপায় অনুভব করবে।" – (শ্রীভা॰ ৮।২৪।৩৮)। 'চ' কারে প্রাকৃত স্বর্গাদি সাধনেরও দাতা হয়ে থাকেন কর্মিদিগকে ।। বি॰ ৩১ ।।

৩২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** তত্র তয়োশ্চেতঃপ্রসত্তিমদৃষ্ট্বা তদেব পুনঃ কৈমুত্যেন বিবৃণোতি—যস্মিন্নিতি যুগ্মকেন। যত্র কৃষ্ণে একস্য নির্দ্দেশো দ্বয়োরভেদাভিপ্রায়েণ জনো যঃ কশ্চিদপি জীবঃ মরণসময়ে ক্ষণমপি। বিশুদ্ধং কেবলং, ন ত্বন্যেন্দ্রিয়-যুক্তম্; যদ্বা, অবিশুদ্ধমপি মনঃ সমাবেশ্য যথা কথঞ্চিল্লব্ধপদং কৃত্বা, আশু সদ্য এব, ব্রহ্মময়ঃ শ্রীভগবৎপার্শ্বদরূপতয়া চিচ্ছক্তিবৃত্তিঃ, শুদ্ধসত্ত্বস্যৈব তাদৃশমূর্ত্তিতেন স্বরূপপ্রকাশপ্রচুরঃ, ন তু প্রাধানিকবত্তিরোহিততদংশঃ। অতোঽর্কবর্ণঃ, স্বয়মেব প্রকাশমানোঽন্যাংশ্চ প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ। আদিত্যবর্ণঃ 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' (শ্রীশ্বে ৩।৮) ইতিবৎ। অখিলেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্রাত্মা স্বাংশানামীশ্বররূপাণাম্, বিভিন্নাংশানাং চ জীবানাং মূলরূপঃ। হেতুশ্চ সর্ব্বপ্রকাশক ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** ৩০, ৩১ শ্লোকে উদ্ধব কৃষ্ণবলরামের মহিমা শুনালেন নন্দবাবা যশোমাকে। শুনবার পর তাদের মুখে প্রসন্নতার চিহ্ন না দেখে উহাই পুনরায় কৈমুতিক ন্যায়ে বিবৃত করছেন, যস্মিন্ ইতি দুটি শ্লোকে। যস্মিন্ ['যৎ' শব্দের সপ্তমী একবচন 'যাতে' অর্থাৎ কৃষ্ণে] কৃষ্ণ-বলরামে অভেদ অভিপ্রায়ে শুধু কৃষ্ণের নির্দেশ। **জনঃ**—যে কোনও জীব মরণ সময়ে ক্ষণকালও **বিশুদ্ধং মনঃ**—কেবল মাত্র মনকে, জিহ্বাদি অন্য ইন্দ্রিয় যুক্ত মনকে যে, তা নয়।—অথবা অবিশুদ্ধ মনকেও **সমাবেশ্য**—যে কোনও প্রকারে শ্রীভগবৎপদে নিবিষ্ট করে (কর্মবাসনা দহনপূর্বক) **আশু**—তৎক্ষণে **ব্রহ্মময় অর্কবর্ণ**—ব্রহ্মময় অর্কবর্ণ হয়ে।— 'ব্রহ্মময়' শব্দের অর্থ,—শ্রীভগবৎপার্শ্বদরূপতা হেতু চিচ্ছক্তিবৃত্তি, শুদ্ধ সত্ত্বেরই তাদৃশ মূর্তিস্বরূপে স্বরূপ প্রকাশ-প্রচুর, প্রাধানিকবৎতিরোহিত-তদংশ যে, তা নয় ; অতএব 'অর্কবর্ণ'—নিজে নিজেই প্রকাশমান, অন্যকেও প্রকাশ করত আদিত্য বর্ণ (সূর্যবর্ণ) হয়ে (পরমাগতি প্রাপ্ত হন)।— 'আদিত্যবর্ণ তমসঃ পরঃ' — (শ্রীশ্বে ৩।৮) ইতিবৎ। [শ্রীবলদেব—'ব্রহ্মময় অর্কবর্ণ'—লিঙ্গদেহ দগ্ধ হয়ে গেলে 'ব্রহ্মময়' লব্ধচিদবিগ্রহ হয়ে 'অর্কবর্ণ' সূর্যসম তেজময় 'পরাংগতিং' বৈকুণ্ঠে যান।] ॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নির্হৃত্য দগ্ধ্বা, পরাং গতিং বৈকুণ্ঠলোকং ব্রহ্মময়শ্চিন্ময়শরীরঃ সন্ অর্কবর্ণঃ সূর্য-তুল্যতেজাঃ ॥ বি০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** নির্হৃত্য- দগ্ধ করবার পর **পরাংগতিং**—বৈকুণ্ঠলোক **ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ**- চিন্ময়-শরীর হয়ে 'অর্কবর্ণ' সূর্যতুল্য তেজবিশিষ্ট (বৈকুণ্ঠলোকে যান) ॥ বী০ ৩২ ॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** তত্র হেতুর্নারায়ণে। নন্বু স চতুর্ভুজঃ, তত্রাহ—সর্ব্বকারণং তত্ত্বং, তদেব মর্ত্ত্যাকারা মূর্ত্তিযস্য তস্মিন্নরাকৃতিপরব্রহ্মণীত্যর্থঃ। ভাবমীদৃশানুরাগং নিতরামিত্যনেন শ্রীবসুদেবদেবকীভ্যামপি তদুৎকর্ষং বোধয়তি—হে মহাত্মন্ তাদৃশানুরাগশীলত্বাৎ পরমোৎকৃষ্টস্বভাব শ্রীব্রজেশ্বর। 'বা' শব্দো ভ্রক্ষেপে। তয়োর্যুবয়োঃ কিং কতরৎ অবশিষ্টং, কিন্তু সর্ব্বং পরিপূর্ণমেব। কেবলং যুষ্মৎসন্তোষকং তস্যৈব কৃত্যমবশিষ্যত ইতি স্ব-কৃতমিতি পাঠে স এবার্থঃ ॥ জী০ ৩৩ ॥

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥৩৪॥

৩৪। **অন্বয়ঃ** অচ্যুত অদীর্ঘেন কালেন (শীঘ্রমেব) ব্রজং আগমিষ্যতি, সাত্বতাং পতিঃ ভগবান্ পিত্রোঃ [যুবয়োঃ] প্রিয়ং বিধাস্যতে।

৩৪। **মূলানুবাদ** ঃ এতসব কথা বলাতেও নন্দযশোদার শান্তি তো হলই না, উল্টা উৎকর্ষ শোনায় রামকৃষ্ণের গুণ-চিন্তন হতে লাগল, যার ফলে নন্দযশোদা অত্যন্ত আর্ত হয়ে পড়লেন—এই অবস্থা দেখে তাদের শান্ত করার জন্য উদ্ধব বললেন—

ভক্তপতি ভগবান্ অচ্যুত শিগ্‌গিরই ব্রজে আগমন করত পিতামাতার প্রিয় সাধন করবেন।

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ [স্বামিপাদ - কৃষ্ণ অখিলের আত্মা ও কারণ, সে কারণে মনুষ্যাকৃতি মহিমাময় আপনারা দুজন কৃষ্ণে ভক্তি করছেন, অতএব কৃতকৃত্য।]

স্বামিপাদের ব্যাখ্যার 'আত্মা' শব্দের অর্থ – স্বাংশসমূহের ঈশ্বর রূপ, এবং বিভিন্ন অংশ জীবের মূলরূপ এবং 'হেতু' সর্বপ্রকাশক, এরূপ বুঝতে হবে।– তথায় হেতু নারায়ণ– আচ্ছা তিনি কি চতুর্ভুজ? এরই উত্তরে, সর্বকারণ যে তত্ত্ব, তারই যে মর্তাকার মূর্তি সেই **তস্মিন্**—তাতে অর্থাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্ম কৃষ্ণে। **ভাবং**—ঈদৃশ অনুরাগ **নিতরাং**— নিরতিশয়, এই পদের দ্বারা বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণানুরাগ থেকেও অধিক যে, নন্দ যশোদার অনুরাগ, তাই দেখান হল। **মহাত্মন্**— তাদৃশ অনুরাগশীল হওয়া হেতু পরমোৎকৃষ্ট স্বভাব শ্রীব্রজেশ্বর। 'বা' শব্দ ভ্রূক্ষেপে অর্থাৎ নন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন - আপানাদের আর সুকৃতির কি বাকী আছে? সকলই পরিপূর্ণ হয়েছে। পাঠ দুপ্রকার 'সুকৃতিম্' ও 'স্বকৃত্যম্'। কেবল আপনাদের সন্তোষক সেই কৃষ্ণেরই কৃত্য বাকী আছে। 'স্বকৃত্যম্' পদে একই অর্থ॥ জী০ ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অখিলানা' আত্মা চ হেতুশ্চ তস্মিন্, কারণঞ্চ মনুষ্য-মূর্ত্তিশ্চ। তস্মিন্। যুবয়োস্তু কৃত্যং কিমবশিষ্টমিতি তু কারেণ তস্য কৃষ্ণস্যৈব যুষ্মৎ সান্ত্বনপ্রীণন বশীভবনাদিকৃত্যমবশিষ্যতে ইতি জ্ঞাপ্যতে। 'স্বকৃত্য'মিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ॥ বি০ ৩৩ ।

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ ইতি**—আপনারা দুজনে অখিলের আত্মা ও কারণ **কারণঞ্চ**—সর্বকারণ-কারণ ও **মর্ত্যমূর্তৌ**—মনুষ্যমূর্তি সেই নারায়ণে ভক্তি করছেন। [পাঠ ভেদ 'যুবয়োস্সুকৃত্যং' 'যুবয়োস্তু কৃত্যং'] এখানে 'যুবয়োয়োস্তু কৃত্যং' পাঠ নিয়ে ব্যাখ্যা - তোমাদের দুজনের কৃত্য আর কি অবশিষ্ট? 'তু' কারের দ্বারা এরূপ জানান হচ্ছে,—সেই কৃষ্ণেরই তোমাদের সান্ত্বন-সন্তোষ সম্পাদন, বশ্যতা স্বীকারাদি কৃত্য বাকী আছে। 'স্বকৃত্য' পাঠেও একই অর্থ ॥ বি০ ৩৩ ॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ তথাপ্যজাতশান্তী, প্রত্যুত হন্ত ত এব হি তেঽপি তদুৎ-

কর্ষমেবং কথয়ন্তীতি তদ্গুণচিন্তনেনাত্যন্তার্ত্তৌ তৌ বীক্ষ্যাধুনা তু তদ্বৈয়গ্র্যস্পৃষ্ট আহ—আগমিষ্যতীতি। অচ্যুতঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিনা তন্নামাসৌ, প্রিয়মব্যভিচারিসঙ্গমরূপম্। অবশ্যং প্রিয়বিধানে হেতুঃ—পিত্রোঃ যথা যুবাভ্যাং পিতৃভাবময়েন মহাপ্রেম্ণা বশীকৃত্য পুত্রত্বেন সম্পাদিতোঽসৌ, তথা তেনাপি পিতৃত্বেনৈবাভিমতয়োর্যুবয়োরিত্যর্থঃ। 'যে যথা মাম্' (শ্রীগী ৪।১১) ইত্যাদেঃ। যতো ভগবানপি সাত্বতানাং ভক্তানাং পতিঃ পালকঃ, তদভীষ্টসুখ সম্পাদকঃ; যদ্বা, ভগবানপি যাদবানাং পতিরপি, তাদৃশপ্রেমবশত্বাদিতি ভাবঃ। জী০ ৩৪ ॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** এতসব কথা বলা হল বটে, তথাপি নন্দযশোদার শান্তি তো হলই না; প্রত্যুত হায় হায়, রাম-কৃষ্ণের উৎকর্ষই এইভাবে উঠিয়ে ধরাতে তাঁদের গুণ চিন্তনে নন্দ যশোদা অত্যন্ত আর্ত হলেন, তাদের এই আর্ত-অবস্থা দেখে ও তাদের ব্যগ্রতার ছোয়া পেয়ে উদ্ধব এখন বললেন—'আগমিষ্যতি ইতি' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই ব্রজে ফিরে আসবেন। **অচ্যুত**—'সত্যসঙ্কল্প' প্রভৃতিগুণের দ্বারা কৃষ্ণ এই অচ্যুত নামে **প্রসিদ্ধ প্রিয়ং**—অব্যভিচারী সঙ্গমরূপ প্রীতি।— এই প্রীতি অবশ্য বিধানে হেতু 'প্রিত্রো' পিতামাতা সম্বন্ধ —আপনাদের দ্বারা পিতামাতা -ভাবময় মহাপ্রেমে বশীভূত হয়ে পুত্ররূপে সম্পাদিত সেই কৃষ্ণ, তথা তাঁর দ্বারাও পিতামাতা রূপে সর্বতোভাবেই মানিত আপনারা দুজন।—"যারা যে প্রয়োজনে ও অভিপ্রায়ে আমার সেবা করে, আমি তাঁদিকে তদনুরূপ ফল দান করে থাকি।—(গী০৪।১১)।"—যে হেতু **ভগবান্ সাত্বতাংপতিঃ**—কৃষ্ণ ভগবান্ হয়েও ভক্তগণের 'পতি' পালক—তাদের অভীষ্টসুখ সম্পাদক। অথবা, ভগবান্ হয়েও যাদবদের পতিও, তাদের তাদৃশ প্রেমবশতা হেতু, এরূপ ভাব।। জী০৩৪।

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভো বৎস উদ্ধব! ত্বমতিবুদ্ধিমান্ শ্রুতঃ কিন্তু মুগ্ধ এবাসি যদাবামপি স্তৌষি, হন্ত হন্ত! তাদৃশো গুণার্ণব পুত্রো যদ্‌গৃহাদন্যত্র গতস্ততোঽধিকো মন্দভাগ্যোঽধমো দুঃখী ত্রিভুবনমধ্যে কোঽস্তীত্যাবাং সর্ব্বৈর্নিন্দনীয়াবেবেতি তদুক্তিমাশঙ্ক্য সাশ্বাসমাহ—আগমিষ্যতীতি। অচ্যুতঃ "দ্রষ্টুমেব্যাম" ইতি সত্যবাক্যাৎ চ্যুতিরহিতঃ সাত্বতা যদূনাং পতিঃ পালক এব কেবলমত্রৈব স্থিত্বা ভবিষ্যতি যুবয়োস্তু প্রিয়ং মনোঽভীষ্টং করিষ্যতীতি॥ বি০ ৩৪ ॥

৩৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ভো বৎস উদ্ধব! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান শুনতে পাই, কিন্তু এখন দেখছি, তুমি মুগ্ধ, যে হেতু আমাদিগকেও স্তব করছ। হায় হায় তাদৃশ গুননিধি পুত্র যাদের ঘর থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছে, তাদের থেকে মন্দভাগ্য অধম দুঃখী ত্রিভুবন মধ্যে আর কে আছে, তাই আমরা সকলের দ্বারা নিন্দনীয়ই, এরূপ উক্তির আশঙ্কায় আশ্বাসের সহিত উদ্ধব বলছেন—'আগমিষ্যতি' শীঘ্রই আসবেন, **অচ্যুত**—'এই শিগ্‌গিরই ব্রজে যাচ্ছি' এ সত্যবাক্য থেকে চ্যুতি রহিত **সাত্বতাং পতিঃ**—যদূনাং পালকরূপে কাজটা কেবল এখানে স্থিতি মাত্রেই হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের তো **প্রিয়ং**—মনোঽভীষ্ট পূরণ করবেন॥ বি০ ৩৪ ॥

হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্বসাত্বতাম্ ।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ ॥৩৫॥

৩৫। **অন্বয়ঃ** কৃষ্ণঃ রঙ্গমধ্যে সর্বসাত্বতাং প্রতীপং (শত্রুং) কংসং হত্বা বঃ (যুষ্মান্) সমাগত্য (সম্প্রাপ্য) যৎ আহ তৎ সত্যং করোতি।

৩৫। **মূলানুবাদঃ** সে যে ব্রজে আসবে, এ আর বিশ্বাস হতে চায় না নন্দের, এরূপ কথার আশঙ্কায় উদ্ধব বললেন—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গমধ্যে সাধুগণের প্রতিকূল কংসকে বধ করাবার পর মথুরার প্রান্তদেশে এসে আপনাদের কাছে যে শপথ করে রেখেছেন, (যথা এখানকার সুহৃদ্‌দের সুখবিধান করবার পরই শিগগিরই ব্রজে যাব) তা সত্য করতে এই এলেন বলে।

৩৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ননু তস্যাগমনমত্র ন প্রতীম, ইত্যাশঙ্ক্যাহ - হত্বেতি ; করোতীতি যদ্বা, পিতৃত্বং বিলম্বকারণঞ্চ তদ্বাক্যেনৈব প্রতিপাদয়তি—হত্বেতি। করোতীতি বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বা, কিংবা, তত্তস্মাদ্ধেতোরস্মাভিঃ সহ সত্যং-শপথং করোতি কুর্ব্বান্নেবাস্তে ইত্যর্থঃ। 'সত্যং শপথ-তথ্যয়োঃ' ইত্যমরঃ ॥ বী০ ৩৫ ॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** নন্দ যদি বলেন, তার এই ব্রজে আগমন হবে, এতো বিশ্বাস হতে চায় না, এরূপ কথার আশঙ্কায় উদ্ধব বলছেন, হত্বা ইতি। অথবা, একদিকে পিতামাতা বলে প্রীতিবিধানে মন টানছে ব্রজে, আর ওদিকে দেরীও হয়ে যাচ্ছে, কেন এই দেরী, তাই প্রতিপাদন করা হচ্ছে, হত্বা ইতি। সত্য 'করবেন' স্থলে 'করছেন' বর্তমান প্রয়োগে খুব শিগ্‌গিরই সত্য করা হবে, এরূপ বুঝা গেল, তৎকালে বর্তমানবৎ প্রতীতি হেতু—(বর্তমান প্রয়োগ সামিপ্যে)। কিম্বা আমাদের সঙ্গে নিয়ে যে **সত্যং** শপথ করে রেখেছেন, তা সত্য করতে অর্থাৎ আপনাদের সুখবিধান করতে এই এলেন বলে।— [সত্যং শপথ-তথ্যয়োঃ ইত্যমরঃ] ॥ জী০ ৩৫ ।

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** যদাহ,—"যাত যূয়ং ব্রজং তাত" ইতি শ্লোকেন তৎ সত্যং করোতি করিষ্যতি। বর্তমানসামীপ্যে লট্। বস্তুতস্তূদ্ধবেনাদৃষ্টস্তত্রৈব তাভ্যাং তদৈব লালিতঃ স প্রকাশান্তরেণ বর্ত্তত এবেত্যুদ্ধবমুখাৎ সত্যৈব বাগ্দেবীনিরগাৎ ॥ বী০ ৩৫ ॥

৩৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কংসবধের পর মথুরার প্রান্তে নন্দাবাসে গিয়ে কৃষ্ণ নন্দকে বলেছিলেন "হে পিতা, আপনারা ব্রজে চলে যান, আমরাও শিগ্‌গিরই ব্রজে আগমন করব।"—(শ্রীভা০ ১০।৪৫।২৩) শ্লোকে এই-যা বলেছিলেন, তা 'সত্যং করোতি' সত্য কর্চ্ছেন, এখানে বর্তমানপ্রয়োগ 'সামীপ্যে লট্'—যেন এসেই গিয়েছেন। বস্তুত পক্ষে উদ্ধবের অদৃষ্টভাবে তথায়ই নন্দযশোদার দ্বারা তখনই কৃষ্ণ লালিত হচ্ছিলেন, প্রকাশান্তরে তথায়ই ছিলেন, তাই উদ্ধবের মুখ থেকে 'করোতি' এই বর্তমান প্রয়োগ বের করে বাক্‌দেবী ঠিকই করেছেন ॥ বি০ ৩৫ ॥

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥৩৬॥

৩৬। **অন্বয়** ঃ [হে] মহাভাগৌ! মা খিদ্যতং (খেদং মা কুরুতং অন্তিকে (সমীপে) কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যথঃ এধসি (দারুণি) জ্যোতিঃ (অগ্নি) ইব সঃ (কৃষ্ণঃ) ভূতানাং অন্তর্হৃদি আস্তে।

৩৬। **মূলানুবাদ** ঃ 'এই এলেন বলে' যে আশ্বাস দেওয়া হল, এও যাদের ধৈর্য ধরে রাখতে পারল না, সেই নন্দ যশোদাকে বলছেন—

হে মহাভাগ! আপনারা কোনও খেদ করবেন না। অনতি বিলম্ব কাল মধ্যেই কৃষ্ণকে দেখতে পাবেন। (অল্পবিলম্বও সহ্য হচ্ছে না, মনে করে লোকরীতিতে তত্ত্ব উপদেশ আরম্ভ করলেন) —কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি যেরূপ থাকে, সেইরূপ কৃষ্ণ প্রাণিমাত্রের হৃদয়াভ্যন্তরে বর্তমান আছেন।

৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ আগমিষ্যতীত্যপাসহমানৌ প্রত্যাহ—'মা খিদ্যতম্' ইতি। মহাভাগাবিত্যধুনা দ্বয়োঃ সম্বোধনং, পুত্রাগমনবার্ত্তয়া তস্যা অপি স্বং প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপং দৃষ্ট্বা। অথাল্পবিলম্বমসহমানাবাশঙ্কা শোকশমকলোকরীত্যা। তত্ত্বোপদেশমারভমাণ আহ—অন্তরিতি। স কৃষ্ণঃ ভূতানাং সর্ব্বেষামেব প্রাণিনাম্ অন্তর্হৃদি, হৃদয়াভ্যন্তরং যদন্তঃকরণাখ্যং হৃদয়ং তত্রাপ্যাস্তে, কিমুত বহিরিতি। অপ্রকটতামাত্রাংশে দৃষ্টান্তঃ। জ্যোতিরিবেতি - দামবন্ধন-মুক্তক্ষণলীলাদৌ শ্রীমত্যা মাত্রৈব তদ্ব্যাপকত্বানুভবাৎ, তত্রান্যেষাং স্বতোঽপানুভাবো নাস্তীতাসন নিবর্ত্ততে, ভবতোস্তু সদা স্ফূর্ত্তে-র্হৃদয়াভ্যন্তরেঽপি সন্নেব বিরাজতে, ইতালং বহিস্তদপেক্ষয়া। তথাপি তদপেক্ষা চেৎ, তদা শীঘ্রমেব তদপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অথবা ভূতানামন্তর্হৃদি পরমাত্মলক্ষণং জ্যোতিরিব এধসি চাগ্নিলক্ষণং জ্যোতিরিবা-প্রকটঃ সন্, অন্তিকে যুবয়োর্নিকটে, তত্রৈব স্বয়ং ভবদ্ভ্যাং দর্শিতে গোলোকাখ্যে প্রকাশে আস্তে স তু যুবাং নিকটাৎ পশ্যত্যেব, যুবাঞ্চ মনসা তং পশ্যথ এব, চক্ষুষাপি শীঘ্রং পশ্যতমেবেতি তাৎপর্য্যম্ ॥ জী০ ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ 'এই এলেন বলে' এরূপ কথাতেও যারা অসহমান অর্থাৎ অল্পসময়ের দেরীও যাঁরা আর সহ্য করতে পারছেন না, সেই নন্দ যশোদার প্রতি বলা হচ্ছে—'মা খিদ্যতং ইতি' হে মহাভাগ! আপনারা কোনওরূপ খেদ করবেন না। —এই 'মহাভাগৌ' বাক্যে এখন দুজনকে সম্বোধন করা হল,—পুত্র-আগমন-প্রবন্ধ শুনে যশোমারও দৃষ্টিনিক্ষেপ হল উদ্ধবের প্রতি, এ দেখে দুজনকেই একই সঙ্গে সম্বোধন করলেন। অতঃপর অল্পবিলম্বও অসহমান-আশঙ্কায় শোকউপশমকারী লোকরীতিতে তত্ত্ব উপদেশ আরম্ভ করতে গিয়ে বলছেন, অন্ত-রিতি'। স—কৃষ্ণ **ভূতানাম্**—নিখিল প্রাণীদেরই **অন্তর্হৃদি**- হৃদয়াভ্যন্তর, যা অন্তকরণ নামক হৃদয়, সেখানেই আছেন, বাইরে যে আছেন, সে কথা আর বলবার কি আছে? অপ্রকট অর্থাৎ চোখের অদৃশ্যভাব-মাত্র-অংশে দৃষ্টান্ত, **জ্যোতিরিবৈধসি** কাষ্ঠেরঅন্তরস্থ অগ্নির মতো আছেন। —দামবন্ধন-

মুহূর্তক্ষণলীলাদিতে একমাত্র শ্রীমতী রাধারাণীরই সেই ব্যাপকতা অনুভব হয়ে থাকে, সুতরাং অন্যদের স্বভাবতঃই অনুভব হয় না, তাই বাইরে থেকেই ফিরে যান অন্তস্থ হন না কৃষ্ণ। —আপনাদের দুজনের তো সদা স্ফূর্তিতে হৃদয়াভ্যন্তরেই যেন আছেন, এরূপেই বিরাজনান। তাই তার বাইরে বিরাজমান থাকার কি প্রয়োজন। তথাপি যদি তার অপেক্ষাই থাকে, তা হলে শীঘ্রই তাও হবে। অথবা, **ভূতানাম্ অন্তর্হৃদি**—নিখিল জীবের অন্তরে থাকেন পরমাত্মালক্ষণ জ্যোতির মতো, কাষ্ঠেও থাকেন অগ্নিলক্ষণ জ্যোতির মত অপ্রকট অর্থাৎ অদৃশ্য অবস্থায়। **অন্তিকে** আপনাদের দুজনের নিকটে থাকেন ধামের গোলক নামক প্রকাশে—তথায় কৃষ্ণ আপনাদিকে নিকট থেকেই দর্শন করেন, আপনারাও মনের দ্বারা তাঁকে দর্শন করেন। —সাক্ষাৎচোখেও এই ব্রজেই শিগ্‌গিরই দেখতে পাবেন, এরূপ তাৎপর্য॥ জী০ ৩৬॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হন্ত হন্ত ধিগাবাং যয়োরভাগ্যস্য প্রাবল্যমেব সত্যবচসোঽপি পুত্রস্যাত্রগমনে প্রতিবন্ধকীভবতীতি খিদ্যন্তৌ তৌ প্রত্যাহ,—মেতি। নন্বন্তিকে যদ্দ্রক্ষ্যাবস্তৎ কস্মিন্ দিনে শ্বঃ পরশ্বো বা পঞ্চমে দিনে দশমে দিনে বা সংপ্রতি নির্জিগমিষূন্ প্রাণান্ কেনাশ্বাসেন স্থাপয়িষ্যাবস্তাবৎ। নচেদাগমিষ্যতি তদেব নিশ্চিত্য ব্রূহি। নির্যান্তু প্রাণা মাস্তু তন্নিরোধনকষ্টমাবয়োরিত্যুক্তবতি শ্রীনন্দে উদ্ধবঃ স্বহৃদি পরামমর্শ। হন্তাত্র কমুপায়মনুতিষ্ঠামি প্রাকৃতপুত্রবিয়োগাতুরাঃ খলু এবং প্রবোধ্যন্তে ভো ভোঃ কিমিতি সাংসারিকমোহে মগ্না ভবথ মিথ্যাভূতপুত্রকলত্রাদিধাসক্তি মনর্থহেতুং পরিত্যজ্য ভগবত্যাসক্তিঃ ক্রিয়তামিতি। যস্য তু ভগবত্যেব পুত্রীভূতে আসক্তিঃ স নন্দোঽয়ং কথং প্রবোধয়িতব্যঃ, নচ বসুদেবস্যেবাস্য পুত্রভাবঃ ঐশ্বর্যপ্রদর্শনয়া শিথিলয়িতুং শক্যঃ, প্রত্যুত অনয়োর্গাঢ়ত্বমেবাপদ্যতে। হন্ত প্রাকৃতপুত্রমপি গৃহে খেলন্তমদৃষ্ট্বা তৎপিতরৌ দুঃখেন ম্রিয়তে। আবয়োস্ত্বতিভাগ্যবশাৎ পরমেশ্বরোঽপি পুত্রীভূতো গৃহে খেলতি স্ম। আবয়োঃ ক্ষণমপি লালনমপ্রাপ্য খিদ্যতে স্ম। স্বগৃহে তং পুত্রমদৃষ্ট্বা কথং জীবিষ্যাবঃ। ধিগাবাং যত্তাদৃশাদপি পুত্রাদ্বিযুক্তাবিত্যেবম্বিধা অনয়োর্মনো নিষ্ঠা দেবকীবসুদেবৌ ত্বেতৎপারমৈশ্বর্যানুভবে সতি হন্তাবয়োরয়মারাধ্য এব নতু পুত্র ইত্যেতৎ পরিষঙ্গলালনাদাবপি শঙ্কেতে। ন চ কেবলমেষামেব কৃষ্ণে মমতাগ্রন্থির্দৃঢ়ঃ। কিন্তু পরমেশ্বরস্যাপি তস্যৈতেষু দৃঢ়ৈব মমতা। "গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহে"ত্যেতদর্থে তস্যাপি ব্যাকুলতা ময়া দৃষ্টৈব। "দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্। নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথ"মিতি গোপবাগপি শ্রুতা স্মর্যতে এব। যদি পুনর্মথুরাং গত্বা শ্বস্তমানয়ামি তদা কংসভার্যাদ্বয়োপজাপকুপিতে জরাসন্ধে মথুরাং হন্তুমাগমিষ্যতি সতি তত্র এব বসুদেবাদীন্ যাদবান্ কো রক্ষেৎ। যদি তদ্রক্ষার্থং কৃষ্ণ এব পুনর্মথুরাং গচ্ছেৎ তদৈতে ম্রিয়েরন্। যদি চাতশ্চতুঃপঞ্চবর্ষান্তে আয়াস্যতীতি ব্রবীমি তদা তাবৎকালপর্যন্তং ধৈর্যদিধীর্ষাপ্যেতৈর্দুষ্করা। চতুপঞ্চদিনান্তে আয়াস্যতীত্যলীকোক্ত্যা আশ্বাসনে তদ্দিন এব মদুক্তেরলীকত্বে ব্যক্তে ম্রিয়েরন্ তস্মাদুপায়ান্তরাভাবাদধুনা কৃষ্ণস্য পরমাত্মত্বেন সর্বত্রৌদাসীন্যম্। তথা নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপত্বেন জন্ম-কর্ম শরীর-পিত্রাদিসম্বন্ধরহিত্যং তদনুকূলমধ্যাত্মযোগঞ্চপ্রপঞ্চ্যানয়োঃ প্রেমা সঙ্কোচনীয়ঃ। তেন তেনাপ্যপ্রমেয়ো দুষ্পারো দুর্নিবারঃ প্রেমা—যদি প্রত্যুত বর্দ্ধেতৈব তদা

মথুরাং গত্বা কৃষ্ণ-বসুদেবোগ্রসেনাদি মহাসদস্যনয়োঃ প্রেম্নো নিরূপমাং কীর্তিং কীর্তয়িত্বা সর্বান্ বিস্মাপ্য কৃষ্ণ এব ময়োপালম্ভনীয় ইতি মনসি কৃত্বা প্রথমং কৃষ্ণস্য পরমাত্মত্বং দ্যোতয়ন্নাহ,—অন্তরিতি। তর্হি সর্বৈঃ কিমিতি ন দৃশ্যতে তত্রাহ,—জ্যোতিরিতি। তদ্‌যথা মন্থনং বিনা ন দৃশ্যতে তথৈব কৃষ্ণোঽপি তস্মাৎ যুবাভ্যাং তস্মিন্ পুত্রে কৃষ্ণে বৈষ্ণবৈরিব ভক্তিঃ কর্তুং ন শক্যতে, কথং স সাক্ষাৎ স্বগৃহে দ্রষ্টব্য ইতি দ্যোতিতে সতি যেন তেন প্রকারেণ পুত্রঃ স্বগৃহমায়াতু পুত্রেঽপি তস্মিন্ ভক্তিঃ কর্তব্যেতি নন্দ যশোদাভ্যাং মনসি বিচারিতম্ অতএব "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়া" ইত্যুদ্ধবং প্রত্যুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যতে ।। বি০ ৩৬ ।।

৩৬। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** হায় হায় ধিক্ সেই আমাদিকে, যাঁদের অভাগ্য-প্রাবল্যেই সত্যবাক্ পুত্রেরও এই ব্রজ-আগমনে বিঘ্ন ঘটল, এইরূপ খেদপ্রকাশকারী তাঁদের প্রতি বলা হচ্ছে, মা খিদ্যতং ইতি— আপনারা খেদ করবেন না, শীঘ্রই কৃষ্ণকে দেখতে পাবেন। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এই যে দেখব বলছ. সে কোন্ দিন,— কাল, পরশু. বা পঞ্চমদিনে বা দশমদিনে। এখনই বহির্গমনেচ্ছু প্রাণকে কোন্ আশ্বাসে রক্ষা করব ততদিন পর্যন্ত। আর সে যদি না আসে, সেও নিশ্চয় করে বল। যে প্রাণ বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে, তা নাই বা থাকল, তাকে আট্‌কে রাখা আমাদের পক্ষে কষ্টকর।—নন্দ এরূপ বললে উদ্ধব মনে মনে এরূপ বিচার করতে লাগলেন – প্রাকৃত পুত্রবিয়োগ কাতর জনদের এরূপে প্রবোধ দেওয়া যায়, যথা— ওহে শোন, কেনই বা এমন সাংসারিক মোহে মগ্ন হচ্ছ। মিথ্যাভূত পুত্রকলত্রাদিতে আসক্তি অনর্থহেতু। উহা পরিত্যাগ করত ভগবানে আসক্তি কর। কিন্তু যার পুত্রীভূত ভগবানেই আসক্তি, সেই নন্দকে কি করে প্রবোধ দেওয়া যেতে পারে। বসুদেবের মত-যে এর পুত্রভাব ঐশ্বর্য দর্শন করিয়ে শিথিল করা যাবে, তাও নয়। প্রত্যুত এদের পুত্রভাব এতে আরও গাঢ়তাই প্রাপ্ত হবে। হায় হায় গৃহে খেলারত প্রাকৃত পুত্রও চোখের আড়াল হলে তাদের পিতামাতা দুঃখে মরে যায়— আমাদেরতো অতি ভাগ্যবশে পরমেশ্বর হয়েও পুত্ররূপে গৃহে খেলা করে বেড়াচ্ছে—ক্ষণকালও আমাদের লালন না পেলে দুঃখে গালফুলায় —সেই পুত্রকে স্বগৃহে না দেখে কি করে বাঁচব। আমাদের ধিক্ যেহেতু তাদৃশ পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি, অহো এই তো নন্দ-যশোদার মনোনিষ্ঠা, দেবকী-বসুদেব কিন্তু কৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য-অনুভবে 'হায়, এ আমাদের আরাধ্য, পুত্র নয়,' এরূপ ভাবনায় আলিঙ্গন-লালনাদি বিষয়ে শঙ্কিত হন কেবল যে নন্দ-যশোদারই কৃষ্ণে মমতা দৃঢ়, তাই নয়,—কিন্তু পরমেশ্বর হলেও কৃষ্ণেরও তাঁদের প্রতি মমতা দৃঢ়। —"হে সৌম উদ্ধব, তুমি ব্রজে গমন কর এবং পিতামাতার প্রীতি উৎপাদন কর ও মদীয় বার্তা দিয়ে ব্রজস্ত্রীদের বিরহ ব্যথা দূর কর।'—(ভা০ ১০।৪৬।৩)—এই শ্লোকে প্রকাশিত তাঁর ব্যাকুলতা তো আমরা দেখেইছি। আরও, "হে নন্দ তোমার এই পুত্রের প্রতি আমাদের সকল ব্রজবাসির দুষ্পরিহার্য স্বাভাবিক অনুরাগ রয়েছে আমাদের প্রতিও তাঁর উক্তরূপ অনুরাগই দেখা যাচ্ছে, এর কারণ কি ? এ নিশ্চয়ই পরমাত্মা হবে। শ্রীভা০ ১০।২৬ ১৩ গোপেদের এরূপ কথা শুনেছি. মনেও আছে। যদি পুনরায় মথুরা গিয়ে কাল কৃষ্ণকে এখানে নিয়ে আসি, আর তৎকালে কংসভার্যাদ্বয়ের পতিবিরহে কুপিত জরাসন্ধ মথুরা এসে যায়, তাহলে

নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়োঽবাস্ত্যমানিনঃ।
নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা ॥ ৩৭ ॥

ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ ॥ ৩৮ ॥

ন চাস্য কর্ম বা লোকে সদসম্মিশ্রযোনিষু।
ক্রীড়ার্থং সোঽপি সাধুনাং পরিত্রাণায় কল্পতে ৩৯ ॥

৩৭-৩৮-৩৯। **অন্বয়ঃ** অমানিনঃ সমানস্য (বিকার-রহিতস্য) অস্য (কৃষ্ণস্য) কশ্চিৎ প্রিয়ঃ নহি অস্তি, অপ্রিয় বা ন অস্তি, উত্তমঃ ন [অস্তি], অধমঃ বা অপি ন [অস্তি], অসমোঽপি বা ন [অস্তি]।

তস্য মাতা ন [অস্তি] পিতা ন [অস্তি] ভার্যা ন [অস্তি] সুতাদয় ন [অস্তি] আত্মীয় ন [অস্তি] পরঃ চ অপি ন [অস্তি] দেহঃ ন [অস্তি] জন্মৈব চ ন [অস্তি]।

অস্য কর্ম বা ন চ [অস্তি] সোঽপি (জন্মকর্মাদি-রহিতোঽপি ক্রীড়ার্থং সাধুনাং পরিত্রাণায় লোকে (জগতি) সদসম্মিশ্রযোনিষু (উত্তমাধম মধ্যম যোনিষু কল্পতে (আবির্ভবতি)।

৩৭-৩৮-৩৯। **মূলানুবাদ ঃ** 'অন্তর্হ'দি' প্রভৃতি যা বলা হল, তা কিছুই হয়ত নন্দের বোধগম্য হল না—'মথুরার প্রিয়জনদের ছেড়ে সে ব্রজে কেনই বা আসবে' এরূপ আশঙ্কায় নন্দের মনে হয়ত প্রশ্ন উঠ্ছে, সংসারে তো দেখা যায় দূরদেশ গত প্রিয়ের মনে কখনও গৃহের প্রিয়জনদের কথা মনে পড়ে যায়, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কি হয় না ? এরই উত্তরে উদ্ধব বললেন—

অভিমানশূন্য বিকাররহিত শ্রীকৃষ্ণের কেউ প্রিয় নেই, কেউ অপ্রিয়ও নেই, কেউ স্তুতি যোগ্যও নেই, কেউ নিন্দনীয়ও নেই। তার কাছে উপেক্ষনীয়ও কেউ নেই,

কেউ তার মাতা নয়, কেউ পিতা নয়, কেউ তার সুতাদিও নয়, কেউ ভার্যাও নয়। কেউ তার আত্মীয় নয়, কেউ তার পরও নয়। তার দেহও নেই, জন্মও নেই।

শ্রীকৃষ্ণের শুভাশুভ কর্মও নেই। জন্ম কর্মাদি রহিত হলেও সাধুদের পরিপালন মানসে এই জগতে জাতি বিচার না করে সাধুত্বের দ্বারাই স্বীকৃত জনদের ভিতরে তদনুকারী বিগ্রহে আবির্ভূত হন আপন লীলা খেলার প্রয়োজনে।

মথুরার বসুদেবাদি যাদবদের কে রক্ষা করবে। যদি তাদের রক্ষা করতে কৃষ্ণই পুনরায় মথুরায় চলে যায় তখন তো এরা মরে যাবে। চার-পাচ বৎসর পর আসবে, এরূপ যদি বলি, তখন তাবৎকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা এদের পক্ষে দুষ্কর হবে। চার পাচ দিন পরে আসবে, এরূপ মিথ্যা কথায় আশ্বাস দিলে, সেই আসবার দিনে আমার কথা মিথ্যা বলে প্রকাস পেলে মরে

যাবে, সুতরাং উপরান্তর অভাবে এখন কৃষ্ণের পরমাত্মারূপে সর্বত্র ঔদাসিন্য, নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে জন্ম-কর্ম শরীর-পিতামাতাদি সম্বন্ধ রাহিত্য ও তদনুকূল আধ্যাত্মযোগ প্রকাশ করে এদের প্রেম সঙ্কোচিত করাই ঠিক। এই সর্বত্র ঔদাসিন্যাদি কৃষ্ণের চিত্তের অবস্থা প্রকাশেও যদি নন্দ-যশোদার অসীম, দুষ্পার দুর্নিবার প্রেমা প্রত্যুত বেড়েই চলে, তাহলে মথুরা গিয়ে কৃষ্ণ বসুদেব-উগ্রসেনাদির মহা-সভায় এঁদের প্রেমের নিরূপমা কীর্তি কীর্তন করে সকলকে বিস্ময়ান্বিত করত কৃষ্ণকে তিরস্কার করাই আমার পক্ষে ঠিক হবে – এইরূপ মনে রিচার করে প্রথমে কৃষ্ণের পরমাত্মতা প্রকাশ করত বলতে লাগ-লেন – "অন্তর্হৃদি ইতি" অর্থাৎ কাষ্ঠের মধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় কৃষ্ণ প্রাণীমাত্রের হৃদয় মধ্যে বর্তমান আছেন। —তাহলে সকলেই কেন দেখতে পায় না? এরই উত্তরে জ্যোতিরীক্তি—(কাঠে কাঠে) ঘর্ষণ বিনা যেমন কাঠে অগ্নি দেখা যায় না, সেইরূপই কৃষ্ণ সম্বন্ধেও বুঝতে হবে– তাই বলছি আপনারা-যে সেই পুত্র কৃষ্ণে বৈষ্ণবদের মতো ভক্তি করতে পারেন না, তাহালে কি করে তাঁকে সাক্ষাৎ স্বগৃহে দেখা যাবে?—এরূপ কথা যদি প্রকাশিত হল, তবে যেন তেন প্রকারে কৃষ্ণকে নিজগৃহে নিয়ে আসার জন্য পুত্র হলেও তার প্রতি ভক্তি বিধান করা কর্তব্য – নন্দ যশোদা মনে মনে এরূপ বিচার করলেন। —অতএব উদ্ধবের মথুরা প্রত্যা-গমন কালে নন্দাদি গোপগণ সাশ্রু নয়নে তাঁকে বললেন—হে মহাভাগ, আমাদের মনোবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মাবলম্বিনী হউক, বাক্য কৃষ্ণ নাম কীর্তন করুক এবং দেহ তদীয় প্রণামাদি ক্রিয়ায় রত থাকুক।—(শ্রীভা• ১০।৪৭।৬৬)॥ বি• ৩৬॥

৩৭-৩৮-৩৯। শ্রীজীব বৈ• তো• টীকা ঃ নন্বস্যাস্তীতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্রাস্তামেত-দিতি ন বয়মন্তর্হৃদীত্যাদিকং বুধ্যামহে ইত্যর্থঃ। ননু পুরে প্রিয়জনলাভাৎ স কথমত্রাগমিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য যথা জীবানাং তেন তেন লৌকিকপ্রকারেণ প্রিয়াদয়ঃ কর্ম্মান্তা চতুর্দ্দশ ভাবাঃ স্যুঃ, তথাস্যামী ন সন্তীত্যাহ – ন হীতি ত্রিকেণ। অস্তীতি সর্ব্বত্র নিষেধে যোজ্যম্। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উপকারাদিনা প্রিয়োঽতিশয়েন ন হ্যস্তি, একাংশেনাপি নাস্তীত্যর্থঃ। অপকারেণাপ্রিয়োঽপি নাস্তি, কশ্চিদিতি যথাসম্ভবমগ্রেঽপি যোজ্যম্। তথা সৌন্দর্য্য পাণ্ডিত্যাদিগুণদৃষ্টিহেতোরুত্তমঃ স্তুত্যো ন, কৌরূপ্যকৌবুদ্ধ্যাদিদোষদৃষ্টিহেতোরধমো নিন্দ্যো ন, তাদৃশগুণদোষাভাবদৃষ্টিহেতোঃ, আ সর্ব্বতঃ, সম উপেক্ষাবুদ্ধিবিষয়ো ন, ধাতুদ্বারোৎপাদনহেতোর্ন মাতা, ন পিতা চ, অতঃ সুতাদয়োঽপি ন বিবাহসম্বন্ধহেতোর্ভার্য্যা ন, সর্ব্বকারণাদিহেতোরাত্মীয়ো ন, তদভাব-হেতোঃ পরোঽপি ন, অভিন্নদেহদেহিস্বরূপাদন্যত্রাত্মত্বাভিমানহেতোর্দেহো ন, অন্যাদৃশদেহস্বীকারাজ্জন্মৈব চ ন, কুতো দেহ ইত্যর্থঃ, অপূর্ব্বোৎপত্তিযোগস্যাভাবাৎ। কর্ম্ম – শুভাশুভমদৃষ্টঞ্চেতি ন। সর্ব্বত্র যথাযথং হেতুঃ অমানিনঃ তত্তদভিমানশূন্যস্য, সমানস্য বিকাররহিতস্যেতি। প্রায়ঃ সর্ব্বত্রৈব নঞঃ প্রয়োগস্তন্নিষেধ-নির্দ্ধারণার্থঃ। আদ্যো বা-শব্দঃ সমুচ্চয়ে, অন্যে চ তৎসম্ভাবনায়ামপি তন্নিরাসার্থাঃ। জন্ম এব চেতি চ-শব্দঃ ক্বাচিৎকঃ। কিন্তু তস্যৈবংভূতস্যাপি সাধুত্বেন প্রিয়াদয়ঃ সাধুদ্রোহেণৈবাপ্রিয়াদয়ঃ সন্তীত্যভিপ্রে-ত্যাহ সদিতি। সজ্জাতিরিয়মসজ্জাতিরিয়মিত্যাদ্যাদরানাদরাবননুসন্ধায়, তাসু তদনুকারিস্বরূপবিগ্রহেণ

প্রকটীভূয়, সাধুনাং সাধুত্বেনৈব প্রিয়াদিতয়া স্বীকৃতানাং সর্ব্বতো রক্ষণায় যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। নন্থ সংকল্পেনৈব তৎ স্যাৎ, কিং তত্তৎ-প্রাদুর্ভাবেন? তত্রাহ—ক্রীড়ার্থঃ 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' (শ্রীব্র সূ ২।১।৩৪) ইতি ন্যায়েন ক্রীড়াপ্রয়োজনঃ সন্নিত্যর্থঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ—অন্যলেপস্তস্মিন্ন ভবত্যেব, কিন্তু পরমসদ্গুণশিরোমণয়ে তস্মৈ সাধুত্বং খলু রোচতে, সাধুত্বস্য চ তদেকনিষ্ঠতায়ামেব মুখ্যা বৃত্তিঃ। 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র' (শ্রীভা ১।১।২) ইত্যত্র মোক্ষেচ্ছাপর্য্যন্তস্য কৈতব-স্বীকারাৎ। 'ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥' (শ্রীভা ১১।২০।৩৪) 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥' (শ্রীভা ৯।৪।৬৮) ইতি স্পষ্টত্বাৎ। তদেক নিষ্ঠতা চ তৎপ্রেমতারতম্যৈকতারতম্যা তদ্ভৈবিধ্যেন বিবিধা চ প্রেমৈক-হেতুত্বাত্তস্যাঃ। তথা চোক্তম্—'যথাশ্নতঃ স্যাত্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্' (শ্রীভা ১১।২।৪২) ইতি, 'যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্' (শ্রীভা ৩।২৫।৩৮) ইত্যাদি, তচ্চ তৎপ্রেম নির্গুণম্; 'সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্। তামসং মোহদৈন্যোত্থং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥ সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা॥' (শ্রীভা ১১।২৫।২৯, ২৭) ইতি শ্রীভগবতা নির্ণয়াৎ, অতস্তাদৃশসাধুমাত্রাপেক্ষী ভগবান্। 'মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ' ইতি পাদ্মস্থ-তদ্ভক্তানুসারেণ তৎসুখময়স্বসুখায় ক্রীড়তি যৎ, তত্তস্য স্বভাব এবেতি স্থিতে - 'যে যথা মাম্' (শ্রীগী ৪।১১) ইতি ন্যায়াৎ যথাবসরং প্রিয়াদিরূপতামপি প্রাপ্নোতি। সম্প্রতি চ বসুদেবদেবক্যাদিভ্যোঽপি যুবয়োঃ শুদ্ধবাৎসল্যাখ্যপ্রেমাতিশয়বত্ত্বাৎ তানপ্যনপেক্ষ্য যুবয়ো-রক্ষামিচ্ছন্ যুবয়ো প্রেমভিরাকৃষ্যমাণো, যুবয়োরেব পুত্রত্বমাত্মনি বহুমন্বানো যুবয়োরগ্রে তদুচিতমনোহর-লীলাপ্রকাশন লালসো ব্রজমাগমিষ্যত্যেবেতি। তদুক্তং স্বয়মেব—'গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নঃ প্রীতিমাবহ' (শ্রীভা ১০।৪৬।৩)॥ জী০ ৩৭-৩৯॥

৩৭-৩৯। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ:** 'নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ' (কৃষ্ণের কেউ প্রিয় বা অপ্রিয় নেই)—এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেছেন—ঐ যে অন্তর্হৃদয়ে থাকার কথা-টথা যা বললে ওসব রাখ, কৃষ্ণের নিজের অতিপ্রিয় পিতামাতা বসুদেব-দেবকীকে ত্যাগ করে এই ব্রজে আগমনই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। আর ঐ অন্তর্হৃদি-টিদি যা বললে, ও আমাদের মাথায় আসছে না। প্রিয়জন লাভ, সে তো মথুরায়ই হয়েছে। সে কিসের জন্য আর এই ব্রজে আসবে, এরূপ আশঙ্কায় নন্দের মনে হয়ত প্রশ্ন উঠ্ছে—জীবসমূহের সাংসারিক প্রিয় কর্মাদি সমাপ্তির পর রতি-প্রেমাদি চতুর্দশভাব উঠে, কৃষ্ণপক্ষে সেরূপ কিছু নেই কি? উদ্ধব এরই উত্তরে বলতে লাগলেন—'ন হি' ইতি তিনটি শ্লোকে, যথা 'নোত্তমো' 'নাধমো' ইত্যাদি। সর্বক্ষেত্রেই 'অস্তি' সংযুক্ত করেই অর্থ করণীয়। —এই শ্রীকৃষ্ণের উপকারাদি করলে কেউ যে তার বেশী প্রিয় হয়ে যায়, তা নয়, 'কশ্চিৎ' একাংশেও হন না। —অপকার করলে যে অপ্রিয় হবে, তাও নয়। 'কশ্চিৎ' শব্দটি যথা-সম্ভব অগ্রেও সংযুক্ত করণীয়। সৌন্দর্য-পাণ্ডিত্যাদি গুণদৃষ্টি হেতু কৃষ্ণের কাছে কেউ উত্তমঃ—স্তুতি-

যোগ্য হয় না আবার কুরূপ, কুবুদ্ধি প্রভৃতিতে দোষদৃষ্টি হেতু কেউ **অপ্রিয়ঃ**—নিন্দনীয় হন না—তাদৃশ গুণদোষ-অভাবদৃষ্টি হেতু। **আত্মা**—তার কাছে 'আ' সর্বতোভাবে 'সম'—উপেক্ষবুদ্ধিবিষয় কেউ নেই। ধাতুদ্বারে জাত না হওয়া হেতু কেউ মাতা, পিতা নয়, অতএব সুতাদিও নয়, বিবাহসম্বন্ধ হেতু কেউ ভার্যা নয়। তিনি সর্বকারণাদি হওয়া হেতু কেউ তাঁর আত্মীয় নন, সর্বকারণাদি না হওয়া হেতু কেউ পরও নন তাঁর। তিনি অভিন্ন দেহদেহীস্বরূপ হওয়া হেতু অন্যত্র আত্মত্ব-অভিমান হেতু তাঁর দেহ নেই। অন্যের মতো দেহস্বীকারে জন্মও নেই, দেহের কথা আর বলবার কি আছে,—কর্ম-জনিত জন্মযোগ অভাবহেতু।

ন কর্ম—কৃষ্ণের শুভাশুভ অদৃষ্ট নেই। এই যে পিতামাতা-কর্ম ইত্যাদি নেই বলা হল, এ বিষয়ে সর্বত্র যথাযোগ্য হেতু, 'অমানিনঃ' অভিমান শূন্যতা ও 'সমানস্য' বিকার রাহিত্য - সর্বত্রই 'ন' শব্দের প্রয়োগ সেই সেই বিষয় নিষেধ নিশ্চয় করার জন্য। ৩৯ শ্লোকের আদ্য 'বা' সমুচ্চয়ে।

কিন্তু এরূপ যে কৃষ্ণ, তাঁরও কেউ কেউ প্রিয়াদি হয় তাঁদের সাধুতা হেতু, আবার সাধু-দ্রোহিত্ব হেতু 'অপ্রিয়াদিও' হয়ে থাকে। —এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**সদিতি**—এ সজ্জাতি, এ অসজ্জাতি ইত্যাদি হেতু আদর-অনাদর বিষয়ে কোন অনুসন্ধানের পরোয়া না করে তাদের ভিতরে তদনুকারী স্বরূপ বিগ্রহে প্রকট হন। (যথা—মানুষের মধ্যে মনুষ্যাকারে, কুর্মের মধ্যে কুর্মাকারে)। সাধুত্বের দ্বারাই প্রিয়াদিরূপে স্বীকৃত সাধুদের সর্বপ্রকার রক্ষা বিষয়ে সমর্থ হন। কৃষ্ণ সঙ্কল্পের দ্বারাই তো একাজ করতে পারেন, তা হলে সেই সেই প্রাদুর্ভাবের কি প্রয়োজন? এরই উত্তরে, ক্রীড়ার্থং—ক্রীড়া অর্থাৎ লীলা খেলা প্রয়োজনে অবতার স্বীকার করে থাকেন, এই ন্যায় অনুসারে, যথা—"লোক-বত্তু লীলাকৈবল্যম্" (শ্রীব্র॰ সূ॰ ২।১।৩৩) অর্থাৎ 'লোকবৎ তু' কিন্তু লোকে যেরূপ দেখা যায় সেইরূপ লীলাকৈবল্যম্ (কেবলমাত্র লীলা)। ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন বা অভাব নেই, কাজেই অভাব পূরণের জন্য তিনি সৃষ্টাদি করেন না। এ তার লীলামাত্র। লৌকিক জগতেও দেখা যায় প্রয়োজন না থাকলেও মহারাজচক্রবর্তী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। জন্মদ্বারা মাতাপিতাদির দেহাসক্তিরূপ অন্য লেপ তাতে নেই যে তাতো বলাই হল, কিন্তু পরমসদ্‌গুণশিরোমণি তাঁর কাছে সাধুতা নিশ্চয়ই রুচিকর হয়, আর এই সাধুতারও কৃষ্ণৈকনিষ্ঠাতেই মুখ্যাবৃত্তি —কারণ এইরূপ স্পষ্ট উক্তি আছে, যথা—নির্মৎসর সাধুগণের পরমধর্মে সালোক্যাদি মুক্তিবাঞ্ছারও অবস্থান অস্বীকৃত, উহাকে কৈতবই বলা হয়েছে।—(শ্রীভা॰ ১।১।২)। আরও, "যেহেতু ধীর ভক্ত সাধুগণ কেবলমাত্র আমাতেই প্রীতিযুক্ত, তাই তাঁরা মৎকর্তৃক প্রদত্ত আত্যান্তিক মোক্ষও কোনও প্রকারেই গ্রহণ করেন না। —(শ্রীভা॰ ১১।২০।৩৪)। আরও, সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুদের হৃদয়। তাঁরা আমাকে ছাড়া অন্য কিছুই জানে না। (এমন কি সালোক্যাদি মুক্তিও নয়) আমিও তাঁদের ছাড়া অন্য কিছুই জানি না। —(শ্রীভা॰ ৯।৪।৬৮)।

সেই একনিষ্ঠতারও তারতম্য একমাত্র সেই প্রেমের তারতম্য-অনুসারেই হয়ে থাকে—সেই এক-নিষ্ঠতা বিবিধপ্রকার হওয়া হেতু তদনুসারে প্রেমও বিবিধপ্রকার হয়ে থাকে। —সেই রূপই উক্ত আছে,

যথা—"এই ভক্তিমার্গে সাধনদশাতেও ফলপ্রাপ্তি সদৃষ্টান্ত বলা হচ্ছে, যথা—ইষ্টদেব কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনাদি যখন যতটা হয় তখনই মাধুর্য-আস্বাদও ততটাই হয়, আর তখনই মায়িক বিষয়সুখে বিরক্তিও ততটাই হয়—কৃষ্ণ-ভজনকারী প্রপন্নজনের এই তিন সমকালেই উৎপন্ন হয়ে থাকে, ভোজনকারী জনের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, উদরপূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তি হয়। —যথা ভোজনকারী জনের কিঞ্চিৎমাত্র তুষ্টিতে কিঞ্চিৎমাত্র পুষ্টি, কিঞ্চিৎমাত্রই ক্ষুধানিবৃত্তি, সেইরূপই ভজনকারী জনের কিঞ্চিৎমাত্র শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজন হলে কিঞ্চিৎমাত্রই পরমেশ্বর-অনুভব হয়, কিঞ্চিৎমাত্রই বিরক্তি হয়, এবং যেরূপ বহু-ভোজনকারীর সম্পূর্ণই তুষ্টি-পুষ্টি ক্ষুন্নিবৃত্তি, সেইরূপই বহুভজনকারীর সম্পূর্ণ ভক্তি, পরমেশ্বর-অনুভূতি ও বিরক্তি। কিন্তু ভোজনকারী বহুভোজনে অসমর্থ হয়ে পড়ে, কিন্তু বহুভজনকারী ভজন-সামর্থ্য-আতিশয্য লাভ করে। —শ্রীভা০ ১১।২।৪২) এই বিষয়ে বিশেষ দ্রষ্টব্য শ্রীবিশ্বনাথ টীকা। আরও, "আমিই যাঁদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, সুহৃদের ন্যায় হিতকারী এবং ইষ্টদেব সম পূজ্য—আমার কালচক্র তাঁদের গ্রাস করতে পারে না।" —(শ্রীভা০ ৩।২৫।৩৮)। ইত্যাদি। সেই সাধুর প্রেম নির্গুণ। —শ্রীভগবান্ বলছেন,—"আত্মজন্য সুখ সাত্ত্বিক, বিষয় জন্য সুখ রাজস, মোহদৈন্যজনিত সুখ তামস, এবং মদ্‌বিষয়ক সুখ নির্গুণ বলে জানবে। —(শ্রীভা০ ১১।২৫।২৯), আরও বলেছেন পূর্বের ২৭ শ্লোকে -"আত্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা তামসী, এবং মদীয় সেবাবিষয়িণী শ্রদ্ধা নির্গুণা। —শ্রীভগবানের নিজের দ্বারাই এরূপ নির্ণয় হওয়া হেতু ভগবান্ তাদৃশ সাধুমাত্র অপেক্ষী। —"আমার ভক্তদের বিনোদের জন্য অমি বিবিধ ক্রিয়া করে থাকি" পাদ্মস্থ এই উক্তি অনুসারে ভক্তসুখময়-স্বসুখের জন্য ভগবান্ যে সকল ক্রীড়া অর্থাৎ লীলা করে থাকেন, তা তার স্বভাবই, এরূপ সিদ্ধান্ত দাঁড়ালে—"যে আমাকে যেভাবে ভজন করে, আমি তাকে সেইভাবে ভজন করি অর্থাৎ অনুগ্রহ করি।" —(শ্রীগী০ ৪।১১)। —এই ন্যায় অনুসারে সুযোগ বুঝে প্রিয়াদিরূপও ধারণ করে থাকেন। আরও সম্প্রতি বসুদেব দেবক্যাদির থেকেও আপনাদের প্রতি শুদ্ধবাৎসল্য নামক প্রেমাতিশয়বান্ হওয়া হেতু তাদেরও অপেক্ষা না করে আপনাদের রক্ষা করতে ইচ্ছুক হয়েছে। কৃষ্ণ আপনাদের প্রেমের দ্বারা আকৃষ্যমান, আপনাদের পুত্র বলেই নিজেকে বহুমানন করে থাকে—আপনাদের সম্মুখে তদুচিত মনোহরলীলা প্রকাশন লালসে সে ব্রজে শিগ্‌গিরই আসবে, ইহা নিশ্চিত।—সে নিজেও এরূপই বলেছে, যথা —"হে সৌম্য উদ্ধব, তুমি ব্রজে গমন কর। পিতামাতার প্রীতি উৎপাদন কর, মদীয় বার্তা দ্বারা গোপীদের বিরহব্যথা দূর কর।"—(শ্রীভা০ ১০।৪৬।৩)। জী০ ৩৯ ॥

৩৭-৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অথাপি প্রেমাণমসঙ্কুচন্তমালক্ষ্য ভো ব্রজরাজ, কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাহ,—ত্রিভিরস্য প্রিয়াদয়ো ন সন্তি, তত্র হেতুঃ,—অমানিনঃ সমানস্তেতি চ ॥

ন মাতেত্যাদি প্রকটার্থো নন্দং জ্ঞাপয়িতুমভীপ্সিতঃ। অপ্রকটোঽর্থস্ত্বন্য এব ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভজতে নির্গুণো গুণান্।
ক্রীড়ন্নতীতোঽপি গুণৈঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥ ৪০ ॥

যথা ভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা ভ্রাম্যতীব মহীয়তে।
চিত্তে কর্ত্তরী তত্রাত্মা কর্ত্তেবাহং ধিয়া স্মৃতঃ ॥ ৪১ ॥

৪০-৪১। অন্বয় ঃ (ননু জন্ম কর্ম-রহিতস্য কুত এতৎ ইত্যত আহ)—অজঃ নির্গুণঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ ইতি গুণান্ ভজতে (স্বীকুরুতে) অতীতঃ অপি (ক্রীড়ামতীতোঽপি) ক্রীড়ন্ (সাধুপরিত্রানময় ক্রীড়াং কুর্বন্) গুণৈঃ সৃজতি অবতি (তৎ রক্ষতি) হন্তি (বিনাশয়তি) যথা ভ্রমরিকা দৃষ্ট্যা কুম্ভকার চক্রবৎ নিজ দেহ পরিভ্রমণ-সংস্কারবত্যা দৃষ্ট্যা) মহী (পৃথিবী) ভ্রাম্যতি ইব ঈয়তে (প্রতীয়তে) [যথা চ জীবৈঃ] চিত্তে [অপি] কর্ত্তরী [সতি] তত্র চিত্তে) অহং ধিয়া (চিত্তমেবাহমিতিবুদ্ধ্যা) আত্মা (বিশুদ্ধস্বরূপ এবাত্মা) কর্তা ইব স্মৃতঃ (প্রতীত ইত্যর্থঃ)।

৪০-৪১। মূলানুবাদ ঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা যদি কৃষ্ণের সর্বত্র সাম্য হেতু কেউ প্রিয়-অপ্রিয় না হয়, তা হলে এই জগতে কেন তিনি কাউকে সুখী, কাউকে দুঃখী করে সৃষ্টি করেছেন ?—এ বিষয়ে তত্ত্ব হল সুখ-দুঃখাদি গুণকৃত। তার দেওয়া নয়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

তিনি অজ নির্গুণ হয়েও নিজ মায়া শক্তিতে ঈক্ষণাদি দ্বারা তদীয় সত্ত্ব রজঃ-তমো গুণকে স্বীকার করেন, নিজভক্ত সুখময় নিজসুখ ক্রীড়া প্রয়োজনে, আরও তিনি গুণত্রয়ে অনাবিষ্ট থেকে স্বরূপভূত গুণাদি দ্বারা এই বিশ্ব সৃজন-রক্ষণ-পালন করে থাকেন।

সুতরাং বস্তুতপক্ষে জগৎসৃষ্টির কার্য পরমেশ্বরের নয়। ইহা তারই গুণকৃত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

বাতাদি ধাতুদোষদুষ্ট দৃষ্টিতে লোকের যেমন প্রতীতি হয় এই পৃথিবী কুমারের চাকের মতো ঘুরছে, আরও যথা চিত্ত কর্তা হলে, সে অবস্থায় অহং বুদ্ধিদ্বারা চিত্তই আমি, এরূপ বুদ্ধিতে শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকে কর্তা বলে প্রতীতি হয় জীবের নিকট, তথাই গুণকৃত জগৎসৃষ্টি ঈশ্বরের বলে প্রতীত হয়। [আরও এইরূপে স্বরূপের দ্বারা ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব নেই, কিন্তু স্বরূপভূতা মায়া ঈশ্বরশক্তি বলে ঈশ্বর থেকে অভেদ তাই জগৎসৃষ্টি কর্মটি ঈশ্বরেরই]

তত্র সদসন্মিশ্রাঃ সাত্ত্বিক-তামস-রাজস্যো যা যোনয়স্তাসু অস্য জন্ম নাস্তি, জন্মাভাবাদেব তদুরন্তর-কালভবং কর্মাপি নাস্তি। তাদৃশজন্মা দেহোঽপি নাস্তি, তেন দেহেন ক্রীড়াপি নৈবার্থঃ প্রয়োজনঞ্চ নৈব। যা গুণাতীতাঃ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যশোদা-দেবকী-কৌশল্যাদ্যাস্তাসুজন্ম চ তদনন্তরং কর্ম চ তজ্জন্মা দেহশ্চ ক্রীড়া চ প্রয়োজনঞ্চাস্তি, তদ্রূপা মাত্রাদ্যাশ্চ সন্তীতি ভাবঃ কিন্ত্বয়ং জ্ঞাপয়িতুমনভীপ্সিতঃ। সোঽপি এবং ব্রহ্মস্বরূপোঽপি সাধুনাং স্বভক্তানাং দুঃখত্রাণায় কল্পতে যোগ্যা ভবত্যেব ভক্তবাৎসল্যাদিতি ভাবঃ।

। বি০ ৩৭-৩৯ ॥

৩৭-৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এত কথা বলবার পরও নন্দ-যশোদার প্রেম-সঙ্কোচ হয়নি লক্ষ্য করে 'ওহে ব্রজরাজ কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরংব্রহ্মই হবে', এই আশয়ে বলতে লাগলেন, তিনটি শ্লোকে—কৃষ্ণের প্রিয়াদি কেউ নেই। এ বিষয়ে হেতু, —'অমানিনঃ', সমানস্ত' ইতি অর্থাৎ কৃষ্ণ সেই সেই অভিমান শূন্য, বিকার রহিত।

সদসন্মিশ্রযোনিষু কল্পতে- সৎ অসৎ মিশ্রযোনিতে আবির্ভূত হন। সাত্ত্বিক-তামস-রাজস এই তিন প্রকার যোনিতে কৃষ্ণের জন্ম হয় না- জন্ম অভাবে জন্মের পরবর্তীকালের কর্ম ও হয় না, তাদৃশ জন্মানুরূপ দেহও হয় না। সেই দেহের দ্বারা ক্রীড়াও হয় না **অর্থঃ**—প্রয়োজনও হয় না।- গুণাতীত, শুদ্ধস্বরূপ যাঁরা আছেন, সেই যশোদা দেবকী-কৌশল্যাদি থেকে কৃষ্ণের জন্মও আছে, তৎপর কর্মও আছে, তজ্জন্মা দেহও আছে, ক্রীড়াও আছে, প্রয়োজনও আছে, তদ্রূপ মাতাপিতাদিও আছে, এরূপ ভাব। —কিন্তু এ কথা নন্দের কাছে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক উদ্ধব উহা গোপন রেখে বললেন, **সোঽপি**- উপর্যুক্ত লক্ষণযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ হয়েও **সাধুনাং**—স্বভক্তদের **পরিত্রাণায়**—দুঃখ থেকে উদ্ধারের জন্য **কল্পতে**—আবির্ভূত হন, ভক্তবাৎসল্যাদি গুণে, এরূপ ভাব। বি০ ৩৭-৩৯ ॥

৪০-৪১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** সত্ত্বমিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র তথাপীতি তৎসান্নিধ্যবলেন তন্মায়াগুণাস্তত্র কুর্ব্বন্তি, তত্তস্মিন্নারোপ্যত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ইতঃ ক্রীড়া চ তস্য স্বভাব এব, যত্র প্রাকৃতসত্ত্বাদীনপ্যনুরক্তীকরোতীতি দর্শয়তি, গুণেভ্যঃ সত্ত্বাদিভ্যো নিষ্ক্রান্তস্তৎসংসর্গ রহিতোঽপি ক্রীড়ন্, নিজভক্তসুখময়নিজ-সুখক্রীড়াহেতোঃ সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণানপি ভজতে স্বীকরোতি, তর্হি কিং তৈরাবিষ্টো ভবতি? ন হি ন হীত্যাহ—গুণৈঃ স্বরূপভূতৈর্জ্ঞানাদিভিস্তানতিক্রান্তস্তদনাবিষ্ট ইত্যর্থঃ। অতএব অজঃ জন্মাদিবিকাররহিতত্বেন তন্নামেত্যর্থঃ। প্রাকৃতসত্ত্বাদিময়ীং ক্রীড়ামপ্যাহ সৃজতীতি ॥

তর্হি কথং তত্তদগুণাবিষ্টঃ প্রতীয়তে? তত্রাহ যথেতি; যথা জীবৈর্ভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা কুম্ভকার-চক্রবন্নিজদেহপরিভ্রমণসংস্কারবত্যা দৃষ্ট্যা মহী ভ্রাম্যতীব প্রতীয়তে; যথা জীবৈশ্চিত্তেঽপি কর্ত্তরি সতি তত্র চিত্তেঽহংধিয়া চিত্তমেবাহমিতি বুদ্ধ্যা শুদ্ধস্বরূপ আত্মা স্বং কর্ত্তেব স্মৃতঃ স্মর্যতে প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ, তথেশ্বরোঽপি সৃষ্ট্যাদ্যাবিষ্টঃ প্রতীয়ত ইতি শেষঃ ॥ জী০ ৪০-৪১ ॥

৪০-৪১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীধরস্বামী—ক্রীড়ামতীতোঽপি ক্রীড়ন্ 'তথাপি' মায়াগুণৈঃ ঘটত ইত্যর্থঃ] এই টীকার 'তথাপীতি'র তাৎপর্য্য—'শ্রীভগবৎ-সান্নিধ্যবলে' সত্ত্বাদি মায়াগুণ তথায় সৃজনাদি করে থাকে, এই কর্ম শ্রীভগবানে আরোপ করা হয়, এরূপ অর্থ।

অথবা, প্রেমিক ভক্ত-বিনোদনের জন্য কৃষ্ণ বিভিন্ন ক্রীড়া করে থাকেন—ইহা তো তার স্বভাবই—এ ব্যাপারে প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণকেও চিত্তাসঙ্গ করে থাকেন—ইহাই দেখান হচ্ছে, **নির্গুণো**—সত্ত্বাদি গুণ থেকে 'নিঃ' নিষ্ক্রান্ত।—তৎসংসর্গ রহিত হয়েও **ক্রীড়ন্**—নিজভক্ত সুখময় নিজসুখ ক্রীড়া হেতু 'সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ' এই তিন গুণকেও **ভজতে**—স্বীকার করেন।- তা হলে কি এই সব গুণে

আবিষ্ট হন? নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **গুণৈঃ**—স্বরূপভূত জ্ঞানাদিদ্বারা ঐ গুণত্রয় অতিক্রান্ত হয়ে অর্থাৎ তাতে আবিষ্ট না হয়ে (কৃষ্ণ বিশ্ব সৃজন করেন) **অজঃ**—জন্মাদি রহিত বলে কৃষ্ণের এই 'অজ' নাম। প্রাকৃত সত্ত্বাদিময়ী সেই বিশ্ব গড়া-ভাঙ্গাদি খেলার কথা বলা হচ্ছে, "সৃজতি" ইত্যাদি।

তা হলে কি করে সেই সত্ত্বাদি গুণে আবিষ্ট বলে প্রতীয়মান হন? এরই উত্তরে যথা ইতি। **যথা ভ্রমরিকা দৃষ্ট্যা**—কুম্ভকারের চাকের মতো খুব দ্রুত ঘূর্ণন-সংস্কারবতী দৃষ্টিতে জীব যেমন পৃথিবী ঘুরছে বলে মনে করে, আরও চিত্ত কর্তা হলে **তত্র** সেই চিত্তে অহংবুদ্ধি হেতু চিত্তই আমি, এরূপ বুদ্ধিতে **আত্মা**—শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকে যেমন কর্তার মতো অর্থাৎ যজ্ঞ-যুদ্ধাদি কর্মকারির মতো প্রতীত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ও সৃষ্ট্যাদি কর্মে আবিষ্ট বলে প্রতীত হন। ॥ জী০ ৪০-৪১ ॥

৪০-৪১। **বিশ্বনাথ টীকা ঃ** ননু যদি তস্য সর্বত্র সাম্যাৎ প্রিয়াপ্রিয়াদয়ো ন সন্তি, তর্হি কথং তেন কেচিৎ সুখিনঃ কেচিদ্দুঃখিনশ্চ জগত্যত্র সৃষ্টাস্তত্র গুণকৃতমেব সুখদুঃখাদিকং ন তৎকৃতমিত্যাহ,—সত্ত্বমিতি নির্গুণোঽপি স্বমায়াশক্ত্যাবীক্ষণাদিনা গুণাংস্তদীয়ান্ ভজতে স্বীকুরুতে কিমর্থং ক্রীড়ন্ ক্রীড়িতুং অতীতঃ ক্রীড়ামতীতঃ ইতি ক্রীড়াপি তস্য নাস্তীতি নন্দং বোধয়িতুমভীপ্সিতোঽর্থঃ বস্তুতস্তু গুনানতীতঃ সন্ অত্র মায়িকলোকমধ্যে কৃষ্ণরামাদ্যবতারেণ স্বভক্তৈঃ সহ ক্রীড়িতুমিত্যর্থঃ। অতো গুণান্ অতীতোঽপি গুণৈর্জগৎ সৃজতি, যত এব প্রাক্কল্পগতজীবাঃ স্বস্বশুভাশুভকর্মসাধনফলসিদ্ধ্যর্থং বুদ্ধিন্দ্রিয়াদীনি প্রাপ্য সুখিনো দুঃখিনশ্চ ভবন্তীতি তত্র তস্য কো দোষঃ। নহি তস্য তে প্রিয়া অপ্রিয়াশ্চেতি ভাবঃ।

জগৎস্রষ্টৃত্বমপি তত্র পরমেশ্বরে বস্তুতো নাস্তি তস্যাপি গুণকৃতত্বাদিত্যাহ,—যথেতি। ভ্রমরিকা পরিভ্রমণং বাতাদিধাতুবৈগুণ্যাত্তদ্‌যুক্তয়া দৃষ্ট্যা জনেন মহী কুম্ভকারচক্রবদ্ভ্রাম্যতীব ঈয়তে প্রতীয়তে, যথা চ জীবেন চিত্তেঽপি কর্তরি সতি তত্রৈবাহং ধিয়া চিত্তমেবাহমিতি বুদ্ধ্যা আত্মা কর্তা স্মৃতঃ স্মর্যতে, তথৈব গুণকৃতৈব জগৎসৃষ্টিরীশ্বরে প্রতীয়ত ইতি শেষঃ। এবঞ্চ স্বরূপেণৈব তস্য জগৎস্রষ্টৃত্বং নাস্তি, কিন্তু স্বরূপভূতায়া অপি মায়ায়াস্তচ্ছক্তিত্বেন তদভেদাজ্জগৎস্রষ্টৃত্বমস্যাপীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ বি০ ৪০-৪১ ॥

৪০-৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা যদি কৃষ্ণের সর্বত্র সাম্যহেতু কেউ প্রিয়-অপ্রিয় না হয় তা হলে এই জগতে কেন তিনি কাউকে সুখী, কাউকে দুঃখী করে সৃষ্টি করেছেন? এর উত্তরে, সুখ দুঃখাদি গুণকৃত, তাঁর কৃত নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **সত্ত্বম্ ইতি**—তিনি নির্গুণ হয়েও নিজ মায়া শক্তিতে ঈক্ষণাদি দ্বারা গুণান্—তদীয় সত্ত্ব-রজঃ-তমো গুণকে **ভজতে**—স্বীকার করেন—কি প্রয়োজনে? **ক্রীড়ন্**—ক্রীড়া করবার জন্য **অতীতঃ**—তিনি যে ক্রীড়াতীত অর্থাৎ ক্রীড়াও তার নেই, এই কথাটা নন্দকে আপাততঃ বুঝাবার জন্য, ইহাই উদ্ধবের মনোগত অর্থ। বস্তুতপক্ষে গুণত্রয়ে আবিষ্ট না হয়ে এই জগতে মায়িক লোকমধ্যে কৃষ্ণরামাদি অবতারের দ্বারা নিজ-

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্ব্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

৪২। **অন্বয়** ঃ অয়ং ভগবান্ হরিঃ যুবয়োঃ এব আত্মজঃ ন ভবতি হি (যস্মাৎ) স সর্বেষাং আত্মজঃ আত্মা (পরমাত্মা) পিতা মাতা ঈশ্বরঃ।

৪২। **মূলানুবাদ** ঃ অতএব সেই পরমেশ্বর কৃষ্ণে পুত্রাদি ভাবনা ও সুখ-দুঃখদ ইত্যাদি ভাবনা উচিত নয়। ঠিক আছে, তবে পরমেশ্বর হলেও সেই কৃষ্ণ আমারই পুত্র, এরূপ যদি মনে করেন, তাহলে এ সম্বন্ধে তত্ত্ব শুনুন, এই আশয়ে বলছেন – অখিল ঐশ্বর্যযুক্ত সর্বদুঃখহারি কৃষ্ণ শুধু আপনাদেরই পুত্র নয়, কিন্তু সকলেরই, যার যেরূপ ভাবনা সেই অনুসারে কাহারও তো পুত্র, কাহারও আত্মবৎ প্রেষ্ঠ, কাহারও পিতা মাতা, কাহারও তো কর্মফলদাতা ঈশ্বর।

ভক্তদের সহিত লীলা করবার জন্য আবির্ভূত হন। অতঃপর গুণে আবিষ্ট না হয়েও **গুণৈঃ সৃজতি**—গুণের দ্বারা জগৎ সৃজন করে থাকেন—যে কারণেই প্রকল্পগত জীবসমূহ স্বস্ব শুভ-অশুভ কর্মসাধন-ফল সিদ্ধির জন্য বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি পেয়ে সুখী ও দুঃখী হয়ে থাকে, এতে কৃষ্ণের কি দোষ।

তাই জগৎস্রষ্টৃত্বও পরমেশ্বরে বস্তুতপক্ষে নেই, তারই গুণকৃত হওয়ার হেতু, এই আশয়ে যথা ইতি—বাতাদি ধাতুদোষদুষ্ট দৃষ্টিতে লোকের যেমন প্রতীতি হয়, এই পৃথিবী কুমারের চাকের মতো ঘুরছে; আরও যথা চিত্ত কর্তা হলে সে অবস্থায় অহং বুদ্ধিদ্বারা চিত্তই আমি, এরূপ বুদ্ধিতে **আত্মা কর্তা ইব স্মৃত**—শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকে কর্তা বলে প্রতীতি হয় জীবের নিকট, তথাই গুণকৃত জগৎসৃষ্টি ঈশ্বরের বলে প্রতীতি হয়। আরও এইরূপে স্বরূপের দ্বারা ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব নেই, কিন্তু স্বরূপভূতা মায়া ঈশ্বর শক্তি বলে ঈশ্বর থেকে অভেদ হওয়ায় বলা যায়, জগৎ সৃষ্টি কর্মটি ঈশ্বরেরই, এরূপ বুঝতে হবে। বি০ ৪০-৪১ ॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অতঃ প্রেমবিশেষবশত্বেনৈব যুবয়োঃ পুত্রোঽসৌ, ততঃ কথঞ্চিদন্যত্র গতোঽপ্যাগমিষ্যত্যেব। যদি চ প্রাতীতিকেন জন্যজনকভাবেন তস্মিন্ পুত্রত্বং মন্যসে, তদা সর্ব্বাত্মকত্বেন ন কেবলং যুবয়োরেব, অপি তু সর্ব্বেষাং, ন চ কেবলং পুত্র এব অপি তু পিত্রাদিরপি। তত্র তত্র চ সাক্ষাত্তদালম্বনক-প্রেমবিশেষাভাবাৎ ন কদাচিদনুগচ্ছেদিতি বোধয়ন্নাহ যুবয়োরেবেতি দ্বাভ্যাম্। অয়ং মদ্বিধস্যেশ্বরঃ ভগবানখিলৈশ্বর্য্যযুক্ত,। হরিঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা। যদ্বা, তস্মাৎ প্রেম-বিশেষসদ্ভাবমাত্রস্য তস্মিন্ পুত্রত্বাপাদকত্বাৎ যুবয়োরেবায়মাত্মজঃ, নৈব ন তু সর্ব্বেষামাত্মজঃ। হি যস্মাৎ, সর্ব্বেষাম্বা পরমাত্মা, পিতা জনয়িতা, মাতা ধারয়িতা, ঈশ্বরঃ কর্ম্মফলদাতা চেতি ॥ জী০ ৪২ ॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ পূর্বের ৩৭-৩৯ শ্লোকে দেখান হয়েছে কৃষ্ণ একমাত্র প্রেমবশীভূত। কৃষ্ণ আপনাদের পুত্র, প্রেমবিশেষ-বশত্বের দ্বারাই; কাজেই পাকে চক্রে

দৃষ্টং শ্রুতং ভূত-ভবদ্ভবিষ্যৎ স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকঞ্চ।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তু তরাং ন বাচ্যং স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ ।।৪৩।।

৪৩। **অন্বয়ঃ** ভূত ভবদ্ভবিষ্যৎ স্থাস্নুঃ (স্থিতিশীলঃ) চরিষ্ণু (গতিশীলঃ) মহৎ অল্পকং দৃষ্টং শ্রুতং চ [যাবৎ] বস্তু অচ্যুতাৎ বিনা ন তরাং বাচ্যং পরমাত্মভূতঃ সঃ এব সর্বং।

৪৩। **মূলানুবাদঃ** উপরুক্ত বিষয়ে হেতুরূপে কৃষ্ণের সর্বাত্মক ভাব দেখাচ্ছেন—

ভূত ভবিষ্যৎ-বর্তমান, স্থায়ী-অস্থায়ী, মহৎ ক্ষুদ্র, দৃষ্ট-শ্রুত প্রভৃতি যে কিছু বস্তু, সে সকল অচ্যুত বিনা অন্য কিছু স্বতন্ত্র বস্তু নয়। বাক্য গোচরও কিছু নেই, তিনিই নিখল বস্তু, সর্বজীবের অন্তর্যামীরূপে তদেকময় হওয়া হেতু।

তাকে অন্যত্র যেতে হলেও ফিরে আসবে ঠিকই। যদি বা পিতাপুত্র- সম্বন্ধ বিষয়ে সাধারণ জগতে যা দেখেন, সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই মনে করেন, সেই কৃষ্ণ আপনাদেরই পুত্র, তা হলেও সর্বাত্মক-ভাবে কেবল আপনাদের পুত্র বলা যাবেনা, পরন্তু একইভাবে সকলেরই পুত্র। কেবল যে পুত্রই তাও নয়, পরন্তু পিতামাতাও, আরও সেই সেই ক্ষেত্রেও সাক্ষাৎ সেই বশ্যতা স্বীকার করানো প্রেমবিশেষ-অভাব হেতু কদাচিৎ অন্যত্র বশ্যতাস্বীকার করে থাকেন, ইহাই বুঝাবার জন্য বলছেন 'যুবয়োরেব ইতি' দুটি শ্লোকে। মদ্বিধ জনের ঈশ্বর **ভগবান্**—অখিল ঐশ্বর্যযুক্ত **হরিঃ**—সর্বদুঃখহারী এই কৃষ্ণ।

অথবা, সুতরাং প্রেমবিশেষ-দ্বারা আপনাদের সেই কৃষ্ণে পুত্র সম্বন্ধ করানো হেতু আপনা-দেরই কেবল ইনি পুত্র, সকলেরই পুত্র নয় কিন্তু। [হ্যাত্মা = হি আত্মা] **হি**—যেহেতু **সর্বেষাম্ আত্মা**—সকলেরই পরমাত্মা, **পিতা**—সৃজনকারী **মাতা**—ধারয়িতা, **ঈশ্বরঃ**—কর্মফলদাতা। জী০৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অতঃ সর্বজগৎস্রষ্টরি তস্মিন্ পরমেশ্বরে পুত্রাদিভাবনা সুখদুঃখদত্বাদি-ভাবনা চ কর্তুং নোচিতা। তদপি পরমেশ্বরোঽপি স কৃষ্ণো মমৈব পুত্র ইতি যদি মন্যসে তদা শৃণু তত্ত্ব-মিত্যাহ,—যুবয়োরেব **ন** আত্মজঃ। কিন্তু যে যে তস্মিন্নাত্মজভাবং কুর্যুস্তেষাং সর্বেষামেবাত্মজঃ আত্মা আত্মবৎপ্রেষ্ঠঃ। যে যে তস্মিন্নাত্মৈবায়মিতি ভাবং কুর্যুস্তেষামাত্মা। এবং পিত্রাদিভাববতাং স পিত্রাদিঃ। ঈশ্বর ইতীশ্বরত্বাত্তস্মিন্ কিমপি নাযুক্তমিতি ভাবঃ ।। বি০ ৪২।।

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অতএব সর্বজগৎস্রষ্টা সেই পরমেশ্বরে পুত্রাদি ভাবনা ও সুখ-দুঃখদ ইত্যাদি ভাবনা উচিত নয়। এরপরও পরমেশ্বর হলেও সেই কৃষ্ণ আমারই পুত্র, এরূপ যদি মনে করেন, তা হলে তত্ত্ব শুনুন, এই আশয়ে বলছেন, **যুবয়োরেব** ইতি—শুধু আপনাদেরই পুত্র নয়। কিন্তু যারা যারা তাঁতে পুত্রভাব পোষণ করে তাঁদের সকলেরই পুত্র, **আত্মা**—আত্মবৎ প্রেষ্ঠ। যারা যারা তাতে 'এ আমার আত্মা' এরূপভাব পোষণ করে তাদের ইনি আত্মবৎ প্রেষ্ঠ, এবং 'পিতামাতাদি' ভাব পোষণকারী জনদের তিনি পিতামাতাদি। **ঈশ্বর ইতি**- ঈশ্বর হওয়া হেতু তাতে কিছুই অযুক্ত নয়, এরূপ ভাব। বি০ ৪২ ।।

এবং নিশা সা ব্রুবতোর্ব্যতীতা নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্।
গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্ বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্চ্য দধীন্যমন্থন্ ॥৪৪॥

৪৪। **অন্বয়ঃ** [হে] রাজন্! কৃষ্ণানুচরস্য নন্দস্য [চ] এবং (পূর্বোক্ত প্রকারেণ) ব্রুবতোঃ (কথয়তোঃ সতোঃ) সা নিশা ব্যতিতা (ব্যতিক্রান্তা বভূব) [তদা] গোপ্যঃ সমুত্থায় দীপান্ নিরূপ্য (প্রজ্বাল্য) বাস্তূন্ (গৃহদ্বারিদেহল্যাদীন্) সমভ্যর্চ্চ্য (গন্ধাদিভিরর্চ্চয়িত্বা) দধীনি অমন্থন্ (মমন্থুঃ)।

৪৪। **মূলানুবাদঃ** পূর্বোক্ত প্রকার কথায় কথায় রাত পুইয়ে গেল। —নন্দ ঘুরে ফিরে যত কথাই বললেন তার তাৎপর্য তো কৃষ্ণের ব্রজে আগমন, আর উদ্ধবের সবকথার তাৎপর্য, নন্দকে সান্ত্বনা দান। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে রাজন্! কৃষ্ণানুচর উদ্ধব ও ব্রজরাজের মধ্যে কথায় কথায় রাত পুইয়ে গেল। (উদ্ধব ঘরের বার হলে, তাঁর আগমন জ্ঞাত হয়ে) গোপীগণ নিশার শেষ ভাগে গাত্রোত্থান পূর্বক প্রদীপনিচয় প্রজ্জ্বলিত করে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা গৃহদ্বার-দাওয়া প্রভৃতির অর্চনা করলেন। তৎপর দধিমন্থন করতে লাগলেন।

৪৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** তত্র হেতুত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বমেব দর্শয়তি—দৃষ্টমিতি। অবিনাশভাবত্বে হেতুঃ পরমাত্মভূতঃ, সর্ব্বেষাং মূলস্বরূপরূপঃ। 'পরমার্থভূতঃ' ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। জী০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** উপরুক্ত বিষয়ে হেতুরূপে কৃষ্ণের সর্বাত্মক ভাব দেখাচ্ছেন, দৃষ্টম্ ইতি। অবিনাশ-ভাবত্বে হেতু—**পরমাত্মভূতঃ**—নিখিল বস্তুর মূলস্বরূপ রূপ। ['পরমার্থভূতঃ' পাঠে একই অর্থ। জী০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বস্তুতস্তু ভো ব্রজরাজ, যুষ্মদাদিকং সর্বমিদং জগত্তচ্ছক্তি সৃষ্টত্বা-ত্তদাত্মকমেব জানীহি ব্রূহি চ তদনুরূপমিত্যাহ.—দৃষ্টমিতি। অচ্যুতাং বিনা বস্তু ন তরাং নৈব বাচ্যম্। প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োঃ পৌর্বাপর্যাভাব আর্ষঃ। বি০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** বস্তুতপক্ষে ওহে ব্রজরাজ, আপনারা প্রমুখ নিখিল বিশ্ব কৃষ্ণশক্তি-সৃষ্ট হওয়া হেতু তদাত্মক বলেই জানবেন, বলবেনও তদনুরূপ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে দৃষ্টং ইতি। **বিনাঽচ্যুতাদ্ ইতি**—কৃষ্ণ বিনা অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তু নেই, **ন বাচ্যং**—বাক্‌গোচরও কিছু নেই। বি০ ৪৩॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ তো টীকাঃ** এবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ। তত্র শ্রীনন্দস্য তৎপ্রকারো যথা-কথঞ্চিৎ স্বপুত্রাগমনমাত্রতাৎপর্য্যকঃ, শ্রীমদুদ্ধবস্য তৎপ্রকারস্তু সান্ত্বনমাত্রতাৎপর্য্যকঃ। 'বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা' (শ্রীভা ১০।৪৬।২৯) ইত্যাদ্যুক্তেঃ। স যথা অয়মনয়োর্ভাবঃ সর্ব্বেষামেব

শ্লাঘনীয়ঃ। এতাদৃশভাবমূলকং চেদং বিরহদুঃখং, তচ্চ সম্প্রতি পরমদুঃসহং জাতং, শ্রীকৃষ্ণাগমনঞ্চ ন সম্প্রতি ঘটতে। তস্মাদ্ভাবশ্লাঘাসহিতেনৈব তত্ত্বোপদেশেন ভাবমেবৈতং যৎকিঞ্চিদ্বিশ্লথায়মানং বিধায় তদ্দুঃখঞ্চ তাদৃশ বিধেয়মিতি সান্ত্বনমাত্রতাৎপর্য্যকঃ। ব্রুবতোঃ সতোরিতি শতৃপ্রয়োগেণ তু দ্বয়োরপি পুনঃ পুনস্তাদৃগুক্তিং বোধয়তি। সা তয়োঃ সংলাপসম্বন্ধিনী দীর্ঘাপি। নিশৈব বিশেষেণ নিঃশেষেণাতীতা, ন চ শ্রীগোপেন্দ্রস্য শোকো, নাপ্যুদ্ধবস্য তদ্‌বাক্‌প্রয়োগো বিররামেত্যর্থঃ। কৃষ্ণানুচরস্যেতি—তদাদেশানুসারেণাশেষবাক্‌চাতুর্য্যবতোঽপীত্যর্থঃ। ততশ্চ প্রাতঃকৃত্যার্থং ত্বরয়া শ্রীমদুদ্ধবো বহির্নির্গত ইতি জ্ঞেয়ং, তদাগমনজ্ঞানেন চ গোপ্যঃ প্রাতর্গৃহকৃত্যং কর্ত্তুং প্রবৃত্তা ইত্যাহ—গোপ্য ইতি। গোপ্যোঽত্র বিশ্রম্ভপ্রধানান্তঃপাতিন্যঃ, সাধারণ্যো বা। দধিমন্থনমিদং প্রায়ঃ কৃষ্ণায় নবনীতপ্রেষণাপেক্ষয়া। জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** এবং—পূর্বোক্তপ্রকারে (কথায় কথায় রাত পুইয়ে গেল) নন্দ সারারাত ধরে ঘুরে ফিরে যে সব কথা বলছেন, তার তাৎপর্য তো স্বপুত্রের কোনও প্রকারে ব্রজে ফিরে আসা। —আর উদ্ধবের কথার তাৎপর্যও সেই প্রকারই নন্দকে সান্ত্বনামাত্র অর্থবোধক। (শ্রীভা ১০।৪৬।১৯) "উদ্ধব কৃষ্ণের প্রতি নন্দযশোদার পরম অনুরাগ দর্শন করে পরমানন্দ লাভ করলেন।" ইত্যাদি উক্তি হেতু বুঝা যাচ্ছে, নন্দযশোদার ভাব সকলেরই প্রশংসনীয়। আর এতাদৃশ ভাব মূলকই তাঁদের বিরহদুঃখ - আর ইহা সম্প্রতি পরমদুঃসহ হয়ে উঠছে—শ্রীকৃষ্ণ-আগমনও সম্প্রতি সম্ভব নয়। সুতরাং এই ভাবের প্রশংসার সহিতই তত্ত্বোপদেশের দ্বারা এই ভাবকে যৎকিঞ্চিৎ শিথিলতা প্রাপ্ত করিয়ে এদের দুঃখও তদনুরূপ ভাবে কমিয়ে আনা কর্তব্য—কাজেই উদ্ধবের রাতভোর কথা সান্ত্বনামাত্র তাৎপর্যক হল। **ব্রুবতোঃ**—কথা বলতে বলতে। —শতৃপ্রয়োগে উভয়েরই পুনঃ পুনঃ তাদৃক উক্তি বুঝানো হলো। **সা নিশা**—তাদের সেই সংলাপ সম্বন্ধিনী নিশা দীর্ঘ হয়েও উঠল। **ব্যতিতা**—[বি+অতীতা] নিশাই বিশেষভাবে অর্থাৎ নিঃশেষে অতীত হল। কিন্তু গোপেন্দ্রের শোক নয়। সেজন্য কৃষ্ণানুচর উদ্ধবের বাক্যপ্রয়োগও বিরাম প্রাপ্ত হল না,—এই 'কৃষ্ণানুচর' পদটি ব্যবহারের ধ্বনি হচ্ছে, কৃষ্ণাদেশ অনুসারে অশেষ বাক্‌চাতুর্যবান্ হয়েও, অতঃপর প্রাতঃকৃত্য করার জন্য উদ্ধব তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে চলে গেলেন, এরূপ বুঝতে হবে। আর তাঁর আগমন জ্ঞাত হয়ে গোপীগণ প্রাতঃকালিন গৃহকৃত্য করতে প্রবৃত্ত হলেন, এই আশয়ে গোপ্য ইতি।—এই গোপীগণ প্রণয়প্রধান-অন্তর্ভুক্ত, বা সাধারণী। এই দধিমন্থন কার্যটি প্রায় কৃষ্ণকে নবনীত প্রেরণ অপেক্ষায়ই হয়ে থাকে। জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** এবং তয়ো ব্রুবতোরেব সা নিশা ব্যতীতা, নতু নন্দ-যশোদয়োঃ সান্ত্বনং কর্তুমুদ্ধবঃ শশাক, নাপ্যুদ্ধবস্য প্রবোধনং তৌ জগৃহতুরিতি ভাবঃ। অত্র ব্রজরাজো মনস্যেবং বিচারয়ামাস। অয়ং কৃষ্ণঃ পরমেশ্বর এবেতি প্রাবোধয়দুদ্ধবস্তৎ কিমহং ন জানামি। অস্য নামকরণসময় এব "নারায়ণসমোঽয়"মিতি গর্গমুখাদশ্রৌষমেব। নারায়ণস্য সমস্তং বিনা কোঽন্যস্তস্মাত্তথা পূতনা-

ঘবকাদিমারণাদেগোবর্ধনধারণাদ্দাবানলোপশমনাদ্বরুণলোকপালপ্রণমনান্নারায়ণস্ত্বমস্যাত্মভূমৈব নারায়ণ এব পরমাত্মা স এব পরং ব্রহ্মেত্যেতদপি জানাম্যেব। তদপায়মাবয়োরেব পুত্র ইত্যত্রাবাধিতোঽস্মদনুভব এব প্রমাণং "তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে" ইতি শ্রীগর্গমহামুনিবাক্যমপি পরমেশ্বরেঽপি তস্মিন্নারাধ্যত্ববুদ্ধিমকৃতবতোরপি স্বভুক্তশেষতাস্থূলচর্বিতাদিকং সমর্পিতবতোরপ্যাবয়োর্মনঃপ্রসাদানাথানুপপত্তিরপি কৃষ্ণজন্মনঃ পূর্বমাবয়োরিষ্টদেবো নারায়ণো ধ্যাতুং শক্য এবাসীদধুনা তু ধ্যানমাত্র এব স্ফুরত্যাবির্ভবতি চেত্যাবয়োর্মনঃপ্রসাদে লিঙ্গমত আবয়োঃ পুত্রে তস্মিংস্তত্ত্বাবহ্নতির্ন দোষঃ। তথা কৃষ্ণস্যাবাং পিতরাবেবেত্যত্র কৃষ্ণস্যানুভবঃ প্রমাণং আবয়োস্তাস্থূলচর্বিতপ্রদানাঙ্কারোহণ-পরিষঙ্গ-চুম্বনাদিলক্ষণলালনস্যাপ্রাপ্তৌ সত্যাং তস্য মুখম্লানে বহুশো দৃষ্টত্বাৎ। যদি তস্যেয়ং মাতা ন স্যাৎ, তদা ভাণ্ডস্ফোটাপরাধে তং কথং ববন্ধ। বন্ধনে মুখম্লানে ময়া মোচনে মুখপ্রসাদস্য চ তদানীং দৃষ্টত্বাৎ। আবয়োঃ পিতৃত্বে সত্যেব পরমেশ্বরোঽপি স বিবিধানুশাসন-ভর্ৎসন-বন্ধনাদিকমঙ্গীকুরুতে স্ম, অন্যথা পরব্রহ্মণঃ সর্বব্যাপকস্য পরমেশ্বরস্য কথং বন্ধনমিতি। কিন্তু সাম্প্রতং মথুরায়াং চাণূরকংসাদিবধানন্তরম্। হে কৃষ্ণ, ত্বং পরমেশ্বর এবেতি সর্ব এব ব্রুবতে স্ম; তত্র দেবকী তু অহং তে মাতেতি, বসুদেবোঽহং তে পিতেতি, কেচিদন্যে বয়ং তে পিতৃব্যা ইতি, কেচিচ্চ বয়ং ভ্রাতরঃ ইতি, আত্মীয়া ইতি বন্ধব ইত্যুক্ত্বা বহব এব যদা তং স্বস্বগেহং প্রতি নেতুং নিমন্ত্রয়ন্তোম থুরায়ামেব রোদ্ধুং প্রাবর্তন্ত। তদা মৎপুত্রো মহাভব্যশিরোমণিঃ স মহাসঙ্কটে তত্তন্মুখাপেক্ষয়া জালে পতিতঃ। স্বীয়ং ব্রজমপ্যাগন্তুমপারয়ন্ সর্বত্রৈব দাক্ষিণ্যাদেবমব্রবীদিত্যহমনুমিমে। অহং খলু পরমেশ্বর এব সর্ববিশ্বস্রষ্টা। মম কা মাতা, কঃ খলু পিতা, ক আত্মীয়ঃ কো বা পরঃ, কিন্তু যূয়ং সর্বশাস্ত্রং পশ্যত, যো মে ভক্তিং করিষ্যতি তস্যৈবাহং নান্যস্য, তস্যৈব গৃহং যাস্যামি, স এব মে পিত্রাদিরিতি। অয়ন্তু উদ্ধবো বালক এব বুদ্ধিমানপি মৎপুত্রস্য তস্য মহাগম্ভীরহৃদয়মবগাঢ়ুমসমর্থস্তদ্বাচং তাং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্যায়ামেবাশয় ইতি মত্বা তত আগত্যাত্র মাং তথৈব প্রবোধয়তি স্ম। কিঞ্চ মৎপুত্রেণ চাতুর্যাৎ সম্যগেতদুক্তং, যো মে ভক্তিং করিষ্যতি স এব মে পিত্রাদিস্তস্যৈব গৃহে বসামীত্যতোঽহমপ্যুদ্ধবদ্বারা সন্দেশমিমং সংপ্রেষয়িষ্যামি "হে কৃষ্ণ ত্বচ্চরণে মম ভক্তির্ভবেত্তথা কৃপয়া প্রসীদ। যথা তদীয়শ্রবণকীর্তনস্মরণপ্রণমনাদিভক্ত্যা ত্বামহং প্রাপ্নুয়ামিতি।" ততশ্চ সর্বযাদবসভাসু মৎসন্দেশমিমং প্রার্থয়িত্বা ভো ভো যদুবংশ্যাঃ, ভবন্তোঽত্র মদ্ভক্তিং কর্তুং ন শক্নুবন্তি, নন্দস্তু করোত্যতঃ স এব পিতা বন্ধুঃ প্রিয়শ্চ, তদগৃহমেব যামীত্যুক্ত্বা স শীঘ্রমিহাগচ্ছেদিতি তদন্তে ব্রজরাজস্তমপি পরামর্শং দৈন্যসঞ্চারিপ্রাবল্যেন বিসস্মারৈব। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। ব্রাহ্মে মুহূর্তে সমুত্থায় দীপান্ নিরূপ্য প্রজ্বাল্য বাস্তূন্ দেহল্যাদীন্ ॥ বি॰ ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** নন্দ ও উদ্ধবের উপর্যুক্ত প্রকারে পরস্পর কথায় কথায় সেই রাত পুইয়ে গেল। নন্দযশোদাকে সান্ত্বনা দান করতে কিন্তু উদ্ধব সক্ষম হলেন না—উদ্ধবের প্রবোধনও তাঁরা গ্রহণ করলেন না, এরূপ ভাব। —এ সম্বন্ধে ব্রজরাজ মনে মনে এরূপ বিচার করতে

লাগলেন—এই কৃষ্ণ পরমেশ্বর, উদ্ধব এ কথা বলে আমাদের প্রবোধ দিতে চাইছে, আহা, এ-কি আমরা জানি না। এর নামকরণ সময়েই, 'তোমার এই পুত্র নারায়ণ সম', এ আমরা গর্গের মুখ থেকে শুনেছি। নারায়ণের সম নারায়ণ ছাড়া অন্য কে হতে পারে? কাজেই আমাদের এই পুত্র যে নারায়ণ, তা গর্গ থেকেই জেনেছি। তথা পূতনা-অঘ বকাদি মারণ, গোবর্ধন ধারণ, দাবানল উপশমন বরুণ লোকপাল প্রণমন হেতু এই পুত্রের নারায়ণত্ব আমাদের অনুভবের মধ্যে এসেছে। —নারায়ণই পরমাত্মা তিনিই পরংব্রহ্ম এও আমাদের জানাই আছে। —এসব জানলেও এ যে আমাদেরই পুত্র, এ বিষয়ে আমাদের অনর্গল অনুভবই প্রমাণ, যথা "হে নন্দ! তোমার এই পুত্র গুণে-ঐশ্বর্যে-কীর্তিতে নারায়ণ সমান" —এই গর্গমুনিবাক্যেও এই কৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধান্তিত হলেও, তাতে আরাধ্যবুদ্ধি না করেই নিজেদের চিবানোর অবশেষ পান-চাবাদি তার মুখে দিলেও মনে প্রসন্নতাই আসে, যদি এই কৃষ্ণ আমাদের পুত্রই না হতো, তবে এই প্রসন্নতা আসত না। কৃষ্ণজন্মের পূর্বে আমাদের ইষ্টদেব নারায়ণের শুধু ধ্যান করতেই পারতাম —এখন কিন্তু ধ্যান যেই আরম্ভ করি অমনি নারায়ণ সম্মুখে এসে স্ফূর্তিতে আবির্ভূত ও হন। —ইহাও আমাদের মনোপ্রসাদে এক লক্ষণ, অতএব আমাদের সেই পুত্রে সেই আচরণ দোষের নয়। তথা আমরাই নিশ্চয়ই কৃষ্ণের পিতামাতাও। এই বিষয়ে কৃষ্ণের অনুভবই প্রমাণ, যথা আমাদের কর্তৃক পানচাবা প্রদান, কোলে ওঠানো, বুকে জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া প্রভৃতি লালন-পালন না পেলে তার যে ঠোঁট ফুলে উঠে, তা বহু সময়ে দেখা গিয়েছে। যদি এই যশোদা তার মা না হতো, তা হলে দধিমন্থন-ভাণ্ড ভাঙ্গার অপরাধে তাকে বাঁধতেই বা পারতেন কি? আর বন্ধনে তাঁর মুখ-মলিনতা দেখে আমি বন্ধন খুলে দিলে তার মুখের প্রসন্নতাও দেখেছি। —আমরা পিতা-মাতা বলেই সে পরমেশ্বর হলেও আমাদের বিবিধ অনুশাসন-ভৎর্সন বন্ধনাদি নিজেই স্বীকার করেছে। অন্যথা সর্বব্যাপক পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের বন্ধন কি করে হয়। কিন্তু সম্প্রতি মথুরায় চাণুর-কংসাদি বধের পর সকলেই বলছিল 'হে কৃষ্ণ তুমি নিশ্চয়ই পরমেশ্বর,—সেখানে দেবকী কিন্তু বলছিল 'আমি তোমার মা', বসুদেব বলছিল 'আমি তোমার পিতা' অন্য কেউ কেউ বলছিল 'আমরা তোমার কাকা-জেঠা', কেউ কেউ বলছিল 'আমরা তোমার ভাই, বা আত্মীয়, বা বন্ধু'—এরূপ বলে বহু লোকে যখন তাকে নিজ নিজ ঘরে নেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করছিল, মথুরায় আটকে রাখার জন্য বেড়া-বেড়ি করছিল, তখন ভবাশিরিমণি আমার পুত্র কৃষ্ণ মথুরার সেই সেই জনদের মুখ চেয়ে মহাসঙ্কট-জাল পড়ে গেল।—স্বীয় ব্রজে আসতে অপারগ হয়ে, আমার অনুমান সৌজন্য বশতঃ সকলকেই এরূপ বলতে লাগল, যথা – আমি হলাম পরমেশ্বর সর্ববিশ্বস্রষ্টা। আমার মা-ই বা কে, পিতাই বা কে, কেই বা আত্মীয়, আর কেই বা পর। তা হলেও আপনারা দেখুন সর্বশাস্ত্রেই আছে, 'যে আমাকে ভক্তি করে তার কাছেই আমি থাকি, অন্যের কাছে নয়, তার গৃহেই আমি যেয়ে থাকি, সেই আমার পিতা-মাতাদি' – এই উদ্ধব বালককালেই বুদ্ধিমান হয়েও আমার সেই পুত্রের মহাগম্ভীর হৃদয় মধ্যে অবগাহনে অসমর্থ হয়ে তার কথার যথাশ্রুত-অর্থকেই তার হৃদয়ের আশয় বলে মনে করত মথুরা থেকে

তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজুরজ্জুবিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ।
চলন্নিতম্ব-স্তনহার-কুণ্ডলত্বিষৎ কপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ ॥৪৫॥

৪৫। **অন্বয়** ঃ রজ্জুঃ বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কনস্রজঃ (মন্থনদণ্ডরজ্জু বিকর্ষৎসু ভুজেষু কঙ্কণানাংস্রজঃ শ্রেণ্যঃ যাসাং তাঃ)— চলন্নিতম্ব-স্তন-হার কুণ্ডল ত্বিষৎকপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ (চলন্তঃ নিতম্বাঃ স্তনা হারাশ্চ যাসাং তাঃ, কুণ্ডলৈঃ 'ত্বিষন্তঃ' ইতস্ততঃ স্ফুরন্তঃ কপোলাঃ যাসাং তাঃ, অরুণানি কুঙ্কুমানি যেষু তানি আননানি যাসাং তাশ্চ তাশ্চ তাশ্চ তাঃ) তাঃ গোপ্যঃ দীপদীপ্তৈঃ (দীপৈর্হেতুভিঃ দীপ্তৈঃ) মনিভিঃ বিরেজুঃ বিশেষতঃ 'রেজু' অশোভন্ত ইত্যর্থঃ)।

৪৫। **মূলানুবাদ** ঃ তৎকালে দধিমন্থনে রতা গোপীদের শোভা বলা হচ্ছে—

মন্থনদণ্ডরজ্জু-বিকর্ষণরত ভুজ কঙ্কননিচয়ে শোভমানা, কম্পমান নিতম্ব ও স্তন হারে মনোরমা, কুণ্ডল-প্রভায় দীপ্ত কপোলদেশা এবং অরুণ কুঙ্কুমেরঞ্জিত আননা সেই গোপীগণ প্রদীপশিখায় উজ্জ্বল রত্ননিচয়ে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছিলেন।

মথুরা থেকে এসে সেইরূপই প্রবোধ দিচ্ছে—আরও আমার পুত্র কুটবুদ্ধি খাটিয়ে ভাল কথাই বলেছে, —'যে আমাকে ভক্তি করে সেই আমার পিতামাতাদি তাদের ঘরেই বাস করি আমি'—বেশতো আমিও উদ্ধবের মারফৎ এই খবর পাঠাচ্ছি— 'হে কৃষ্ণ তোমার চরণে আমার ভক্তি আছে, কৃপা করে তথা প্রসন্ন হও, যথা তোমার নামরূপাদি শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-প্রণামাদি ভক্তি যাজনের দ্বারা তোমাকে আমার গৃহে পেতে পারি।' এই সংবাদ পেয়ে আমার পুত্র সর্বযাদব সভায় এইরূপ নিবেদন করবে 'ওহে ওহে যদুবংশের জনগণ, আপনারা এই মথুরায় আমার ভক্তি যাজন করতে পারছেন না, কিন্তু নন্দ করছে, কাজেই সেই আমার পিতা, বন্ধু ও প্রিয়। সেই গৃহেই আমি যাব, এই বলে সে এখানে চলে আসবে।' এরপর ব্রজরাজের এই বিচারধারা মনের অতলতলে তলিয়ে গেল, দৈন্যসঞ্চারি প্রাবল্যে। অতঃপর প্রস্তুত বিষয় অনুসরণ করা হচ্ছে, **সমুত্থায়** - গোপীগণ ব্রাহ্ম্য মুহূর্তে উঠে দীপ জ্বেলে ঘরের বাইরের দাওয়া অর্চন করে দধি মন্থনে রত হলেন। বি॰ ৪৪॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ দীপৈর্হেতুভির্দীপৈস্তৎপ্রতিবিম্বেন বিশেষিতৈঃ। বিরেজুরিতি স্বত এব রেজুঃ, পুনশ্চ তাদৃশৈর্মণিভির্বিশেষত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, দীপাদপি দীপ্তৈঃ, অতো বিশেষতো রেজুঃ, ততো দীপজ্বালনং তু মঙ্গলতয়ৈব বিরাজমানে হেত্বন্তরং রজ্জুরিত্যাদি। স্রক্-শ্রোণী-কুণ্ডলস্যাপি চলনং প্রকরণবশাজ্জ্ঞেয়ম্। অরুণেতি—বাহ্লীকদেশোদ্ভবানি কুঙ্কুমানি রাজ্যন্তে। জী॰ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ **দীপদীপ্তৈ** ইতি— দীপ হেতু দীপ্ত মণিদ্বারা অর্থাৎ দীপের প্রতিবিম্বের দ্বারা বিশেষতা প্রাপ্ত মণিচয়ের দ্বারা **বিরেজুঃ**—[বি+রেজু] গোপীগণ স্বভাবতই শোভনা পুনরায় তাদৃশ মণিচয়ের দ্বারা বিশেষভাবে শোভা পেতে লাগলেন। এই শোভার অন্য দুটি কারণ দেখাচ্ছেন 'রজ্জুবিকর্ষণ' ইত্যাদি। মালা-নিতম্বদেশ কুণ্ডলেরও আন্দোলনে-যে গোপীদের শোভার

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্বশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্ ॥৪৬।

৪৬। **অন্বয়ঃ** অরবিন্দলোচনং [কৃষ্ণং] উদ্গায়ন্তীনাং (উচ্চৈঃগায়ন্তীনাং) ব্রজাঙ্গনানাং ধ্বনিঃ দধ্বঃ নির্ম্মথনশব্দমিশ্রিতঃ চ (দধ্বঃ নির্ম্মথনক্রিয়াজাতেন শব্দেন মিশ্রিতঃ সন্) দিবম্ (আকাশং) অস্পৃৎ যেন ধ্বনিনা) দিশং (সর্বেষাং দিঙ্মণ্ডলানাম্) অমঙ্গলম্ নিরস্যতে (সবাসনং দূরতঃ ক্ষিপ্যতে)।

৪৬। **মূলানুবাদঃ** গোপীগণ সদা কৃষ্ণাবেশযুক্ত থাকেন। এই দধিমন্থন কালেও তাদের সেই আবেশ প্রকাশ পেল। ইহাই সূচনা করত তৎকালে যোগ্য অবসর হেতু এই আবেশের আধিক্য প্রকাশে জগতের যে মঙ্গল জাত হল তাই বলা হচ্ছে—

গোপীগণ অরবিন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলা গান করতে লাগলেন উচ্চস্বরে। এই গানের ধ্বনি দধিমন্থন শব্দের সহিত মিশ্রিত হয়ে আকাশ স্পর্শ করল। এরদ্বারা দশদিক্‌বর্তী সকল লোকের ইহকাল পরকালের অশেষ দুঃখ তার মূল কর্মবাসনার সহিত দূরীভূত হচ্ছিল।

বৃদ্ধি হচ্ছিল, তা প্রকরণ অনুসারে বুঝে নিতে হবে। **অরুণেতি**—বাহ্লীক দেশোদ্ভূত কুঙ্কুমে শোভনা গোপীগণ। জী০ ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** মণিভিঃ কঙ্কণ-কিঙ্কিণ্যাদিষু স্থিতৈঃ রজ্জুবিকর্ষণেষু ভুজেষু কঙ্কণানাং স্রক্ শ্রেণী যাসাং তাঃ। চলন্তঃ কম্পমানাঃ নিতম্বাঃ স্তনাঃ হারাশ্চ যাসাম্। কুণ্ডলৈস্ত্বিষ্যন্তঃ স্ফুরন্তঃ কপোলা যাসাম্। অরুণকুঙ্কুমং যদ্বাহ্লীকদেশোদ্ভূতং তদ্যুক্তান্যাননানি যাসাং তাশ্চ তাশ্চ তাঃ। বি০ ৪৫ ॥

৪৫। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** মণিভিঃ—কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-আদিতে স্থিত মণিদ্বারা 'বিরেজুঃ' শোভা পাচ্ছিলেন গোপীগণ, যাঁদের দধিমন্থনরজ্জু টানা-টানিতে চঞ্চল ভুজে কঙ্কণশ্রেণী দিপ্তী পাচ্ছিল—নিতম্ব-স্তন-হার চলন্ত—কম্পমান হচ্ছিল যাঁদের, কুণ্ডলৈস্ত্বিষ্যন্তঃ—কুণ্ডলের দ্বারা দীপ্ত হয়ে উঠেছিল গাল যাঁদের, বাহ্লীক (পাঞ্জাবের অন্তর্গত) দেশ জাত কুঙ্কুমে শোভিত আনন যাঁদের। বি০ ৪৫ ॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** সন্ততং শ্রীকৃষ্ণাবেশযুক্তানামপি তাসাং ব্রজব্যবহাররক্ষণায় শ্রীকৃষ্ণৈকরক্ষিত তত্তৎসংস্কারবশাদ্দধিমন্থনেঽপি তদাবেশং সূচয়ন্, তত্র চ যোগ্যাবসরতয়া গানেনাতিশয়ং দর্শয়ন, তেন জগতোঽপি মঙ্গলং জাতমিত্যাহ—উদিতি; উচ্চৈরিত্যাবেশো দর্শিতঃ, অরবিন্দলোচনমিতি—সৌন্দর্যপ্রধানং গানং, ব্রজাঙ্গনানামিতি তাদৃশপ্রসিদ্ধগাননৈপুণ্যঞ্চ। এবং প্রেম্ণোচ্চৈর্গানাৎ, তাসাং বাহুল্যাচ্চ গীতধ্বনের্ব্যাপকতা জ্ঞাপিতা। অতএব দিবমস্পৃশৎ, তত্র হেতুস্তরঞ্চ দধ্বশ্চেতি। নির্ম্মন্থনং নিরন্তরবিলোড়নং, চ কারাৎ কঙ্কণাদেশ্চ শব্দো মিশ্রিতঃ। দিশাং দশদিগ্বর্ত্তিনাং সর্ব্বেষামেব লোকানামমঙ্গলম্, ঐহিকামুষ্মিকাশেষদুঃখং, তন্মূলঞ্চ কর্ম্ম নিরস্যতে, সবাসনং দূরতঃ ক্ষিপ্যতে ॥

॥ জী০ ৪৬ ॥

ভগবত্যুদিতে সূর্য্যে নন্দদ্বারি ব্রজৌকসঃ
দৃষ্ট্বা রথং শাতকৌম্ভং কস্যায়মিতি চাব্রুবন্ ॥৪৭॥

৪৭। **অন্বয়** ঃ ভগবতি সূর্যে উদিতে সতি] ব্রজৌকসঃ (বিরহিনী গোপীগণ) শাতকৌম্ভং (সুবর্ণময়ং) রথং দৃষ্ট্বা কংস অয়ং ইতি অব্রুবন্ উচুঃ) চ (চ কারাৎ অনুক্তঞ্চ অন্যৎ কিঞ্চিৎ উচুঃ সক্রোধং ইতি শেষঃ)।

৪৭। **মূলানুবাদ** ঃ ভগবান্ সূর্যদেব উদিত হলে বিরহিণী গোপীগণ স্বর্ণজড়িত রথ দেখে সক্রোধে বলাবলি করতে লাগলেন,—কার এই রথ, কোত্থেকে এল, (এ ছাড়াও আরও কিছু বলাবলি করছিলেন)।

৪৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ সদা শ্রীকৃষ্ণাবেশযুক্ত হলেও ঐ গোপীদের দধিমন্থনাদি ব্রজব্যবহার রক্ষণের জন্য শ্রীকৃষ্ণৈকরক্ষিত সেই সেই ব্যবহারের সংস্কার বশে দধিমন্থনেও তদা আবেশ সূচনা করে, আরও তথায় যোগ্য অবসর হেতু গানের দ্বারা উহার আধিক্য দেখিয়ে এই গানের দ্বারা-যে জগতেরও মঙ্গল জাত হল, তাই বলা হচ্ছে, 'উদিতি'। **উদ্গায়তি** – [উৎ+গায়তি] 'উ' উচ্চস্বরে, এই পদে আবেশ দেখান হল। **অরবিন্দলোচনং**—অরবিন্দলোচন কৃষ্ণকে গাইতে লাগলেন, এখানে সৌন্দর্য প্রকাশক 'অরবিন্দলোচন' পদটি দেওয়ায় সেই গান যে সৌন্দর্যপ্রধান, তা বুঝা যাচ্ছে. আরও ব্রজাঙ্গনা-দের তাদৃশ প্রসিদ্ধ গানে নৈপুণ্যও বুঝা যাচ্ছে। —এইরূপে প্রেমের উচ্চ গান হেতু, ও তার বাহুল্য হেতু গীতধ্বনির ব্যাপকতা বুঝা যাচ্ছে; **অতএব দিবমস্পৃশৎ**—আকাশে স্পর্শ করল। —এ বিষয়ে অন্য হেতু আছে দধ্নশ্চ – দধিমন্থনধ্বনি গীতের সহিত মিশ্রন। **নির্ম্মন্থনং**– নিরন্তর বিলোড়ন। 'চ' কারে কঙ্কনাদির শব্দও গানের সঙ্গে মিশ্রিত। **দিশাম্**—দশদিকবর্তী সকল লোকের **অমঙ্গলম্**—ইহকাল-পরকালের অশেষ দুঃখ ও তার মূল কর্ম বাসনার সহিত দূরীভূত হচ্ছিল এই শব্দে। জী০ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ উদ্গায়তীনামিত্যানন্দদ্যোতকং বস্ত্রালঙ্কার-কুঙ্কুমালেপ-মধুর-গানাদিকং বিরহে ন ঘটত ইত্যতঃ কৃষ্ণসংযুক্তপ্রকাশ এবোদ্ধবেন সামান্যতো রাত্র্যন্তে যথা দিনান্তে ইতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **উদ্গায়তিনাম্**—অরবিন্দ লোচন কৃষ্ণের আনন্দ-দ্যোতক নামাদি সঙ্কীর্তন করছিল গোপীগণ বস্ত্র-অলঙ্কার-কুঙ্কুমলেপ মধুর গানাদি বিরহে সম্ভব নয়, তাই বুঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণসংযুক্ত প্রকাশই উদ্ধব রাত্রিশেষেও দর্শন করল, যথা (১১ শ্লোক) সন্ধ্যায় দর্শন করেছিল। ।বি০ ৪৬॥

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ ভগবতীতি—তমোনাশনাদিশক্ত্যভিপ্রায়েণ, শ্রীভগবৎ-পূজাধিষ্ঠানত্বাদিনা বা। তাদৃশী স্তুতিশ্চ তদুদয়স্য সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা-প্রাপ্তিসুখসময়হেতু-

অক্রূর আগতঃ কিংবা যঃ কংসস্যার্থ সাধকঃ।
যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ॥৪৮॥

৪৮। **অন্বয়ঃ** সক্রোধমাহুঃ) যঃ কংসস্য অর্থসাধকঃ (অর্থং সাধিতবান্ সঃ অক্রূর আগতঃ কিংবা (আগতঃ ভবতি কিং' যেন (অক্রূরেণ) কমললোচনঃ কৃষ্ণঃ [অস্মাৎ] মধুপুরীং নীতঃ (প্রাপিতঃ অভবৎ)।

৪৮। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর উৎকণ্ঠাপ্রধান-অন্তঃপাতিনী গোপীগণের মধ্যে কোনও গোপী সক্রোধে দুটি শ্লোকে বলতে লাগলেন—

কমললোচন কৃষ্ণকে যে এস্থান থেকে মধুপুরে নিয়ে গিয়েছে, সেই কংসকার্য-সাধক অক্রূরই কি পুনরায় এখানে এল।

তয়া সন্তোষেণ। ব্রজৌকসঃ পুরুষাঃ স্ত্রিয়শ্চ, স্ত্রীণাং বক্ষ্যমাণত্বাৎ। তচ্ছব্দপ্রয়োগশ্চ সদা ব্রজ এব নিবাসাত্তদ্রথাপরিচয়ে হেতুঃ। কিঞ্চ, শাতকৌম্ভং স্বর্ণপরিবৃতমিতি বৈলক্ষণ্যমুক্তম্, অতোঽয়ং কস্যেত্যব্রুবন্। চ-কারাদনুক্তং চান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুচ্চিনোতি। জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **ভগবতি সূর্য্যে উদিতে**—সূর্যে যে তমো নাশাদি শক্তি আছে, তা ব্যক্ত করার অভিপ্রায়ে, বা সূর্য শ্রীভগবৎপূজা-অধিষ্ঠানরূপাদি হেতু এখানে 'ভগবতি' শব্দের ব্যবহার। সূর্যকে এইরূপ ভগবতি শব্দে স্তুতিও করা হল, কারণ তার উদয়ে সকল ব্রজবাসির শ্রীকৃষ্ণবার্তা-প্রাপ্তি-সুখসময় আগমনে চিত্তসন্তোষ। **ব্রজৌকসঃ**—এই শব্দে ব্রজবাসী পুরুষ স্ত্রী সকলকেই বুঝা যায়, কিন্তু এখানে বক্তব্য স্ত্রীরাই। এই 'ব্রজবাসী' শব্দটি প্রয়োগের ধ্বনি, সদা ব্রজেই নিবাস হেতু উদ্ধবের সেই রথ এঁরা চিনতে পারে নি - আরও রথটির বৈলক্ষণ্য বলা হল 'শাতকুম্ভং' অর্থাৎ 'স্বর্ণজড়িত' এ শব্দে। তাই গোপীরা বলাবলি করতে লাগল এ রথটি কার? 'চ' কারে অনুক্ত অন্য কিঞ্চিৎও যে বলাবলি করছিল, তার সমাহারে। ।জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ব্রজৌকসো বিরহিণ্যো গোপ্যঃ। বি০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **ব্রজৌকসঃ**—বিরহিণী গোপীগণ। বি০ ৪৭॥

৪৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অথোৎকণ্ঠাপ্রধানান্তঃপাতিনীনাং কাসাঞ্চিদ্বাক্যমাহ—অক্রূর ইতি দ্বাভ্যাম্। মধুপুর্য্যধিকারিত্বদৈত্যত্বাভ্যাং কংসোঽপি মধুঃ, কিঞ্চ, তস্য পুরীমিতি তস্যাং তন্নয়নাযোগ্যতোক্তা। কৃষ্ণ ইতি—হন্ত নাস্মৎপুত্রাদিরন্যোঽপি, কিন্তু স্বয়েমেব কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। তত্রাপি কমললোচন ইতি—বিশেষ্য, সৌন্দর্য্যবিশেষ-সর্ব্বতাপহারিতা গুণবিশেষ-স্মরণেন নিজহৃদয়ার্ত্তিবিশেষং নিবেদয়ন্তি। অতএব তাদৃশস্য ব্রজাদ্বহিরপি নয়নমযুক্তং কিমুত মধুপুর্য্যামিতি ভাবঃ॥ জী০ ৪৮॥

পুনরায় এখানে এল?

৪৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অতঃপর উৎকণ্ঠা-প্রধান অন্তঃপাতী গোপীদের

কিং সাধয়িষ্যত্যস্মাভির্ভর্ত্তুঃ প্রেতস্য নিষ্কৃতিম্ ।
ততঃ স্ত্রীণাং বদন্তীনামুদ্ধবোঽগাৎ কৃতাহ্নিকঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে পূর্বার্দ্ধে নন্দশোকাপনয়নং নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৯। **অন্বয়** ঃ (কংস ঘাতায়িত্বা পুনঃ কিমর্থমিহাগত ইত্যাশঙ্ক স্বয়মেব কারণং সম্ভাবয়ন্তি) প্রেতস্য মৃতস্য নিষ্কৃতিং (ঔর্দ্ধদেহিকম্) অস্মাভিঃ সাধিয়িষ্যতি কিং (অস্মন্মাংসৈঃ পিণ্ডান্ কৃত্বা দাস্যতীত্যর্থঃ) ইতি (ইত্যেবং) বদন্তীনা স্ত্রীণাং কৃতাহ্নিকঃ উদ্ধবঃ অগাৎ (আগতঃ) ।

৪৯। **মূলানুবাদ** ঃ যদিও স্বপ্রভু কংসের প্রয়োজন সাধনের জন্যই কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তথাপি ঘটনাচক্রে কংস হত্যাই হয়ে গেলে সেখানেই কৃষ্ণকে রেখে যেহেতু নিজস্বার্থ পুরণের জন্য পুনরায় ব্রজে এসেছে, তাই মনে হচ্ছে, এতাদৃশ কোনও অভিপ্রায়ই হয়ত তার মনে আছে, যথা— মৃত কংসের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য আমাদের মাংসদ্বারা পিণ্ড তৈরী করে সম্পাদন করবে কি ?

বলা হচ্ছে,—'অক্রূর ইতি' দুইটি শ্লোক। মধু নামে এক দৈত্য ছিল। মধুপুরীর অধিকারীও দৈত্য, এই দুই কারণে কংসও মধু,তাই তার নামানুসারেও ঐ পুরীর নাম মধুপুরী- এই শত্রুপুরীতে কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয় তাই প্রকাশ করা হল এই 'মধুপরী' শব্দে। **কৃষ্ণ ইতি**—হায় হায় আমাদের পুত্রাদি অন্যকে নয়নের, কথা নয় স্বয়ম্ কৃষ্ণকেই, তার মধ্যেও আবার **কমলপলোচন ইতি**—এই শব্দটি কৃষ্ণের বিশেষণ নয়, ইহা বিশেষ্য, কৃষ্ণের একটি নাম। এই নাম উচ্চারণে সৌন্দর্যবিশেষ, সর্বতাপহারিতা গুণবিশেষ স্মরণে নিজ হৃদয়ের আর্তিবিশেষ নিবেদিত হল। —অতএব তাদৃশ জনের ব্রজের বাইরে নয়নই অযুক্ত, ধুপুরীর কথা আর বলবার আছে। জী০ ৪৮ ।।

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সক্রোধমাহুরক্রূর ইতি। অর্থং সাধিতবানিতি সঃ ।। বি০ ৪৮ ।।

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ গোপাগণ সক্রোধে বললেন, সেই অক্রূর এসেছে— যার প্রয়োজন সাধিত হয়ে গিয়েছে, সেইঅক্রূর ॥ বি০ ৪৮ ।।

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ যদ্যপি স্বভর্ত্তুঃ কংসস্যৈবার্থসাধনায় শ্রীকৃষ্ণং নীতবান্, তথাপি দৈবাত্তস্মিন্ ঘাতিতে স্বার্থসাধনায় তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণং রক্ষিত্বা যৎ পুনরত্রাগতঃ, তন্নূনমেবভিপ্রায়েণৈব, ইত্যভিপ্রেত্যাহুঃ—কিমিত্যর্দ্ধেন পূর্ব্বং প্রীতস্য পশ্চাদেবান্যথাত্বং প্রাপ্তস্যেত্যর্থঃ। পাঠান্তরে প্রেতস্যাপি নিষ্কৃতিমানৃণ্যমিতি, ততস্তাদৃশোক্তিশ্রবণাৎ। স্ত্রীণাং তত্তদ্গৃহবর্ত্তিনীনাং সর্ব্বাসামেবং বদন্তীনাং, তাদপি তথৈব পরস্পরং বদন্তীষ্বপীত্যর্থঃ। ষষ্ঠী- শ্রুত্বাপ্যশ্রুতবদাচরণেন শ্রীমদুদ্ধবস্য তদাদরাব্যঞ্জনাৎ। অগাদ্‌যত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্যস্তা নিত্যং মিথঃ সমদুঃখতয়া মিলিত্বা বসন্তি, তমেব স্থানবিশেষমেকান্তমন্বিষ্য গত ইত্যর্থঃ, এবমুক্তঃ, বিস্তারদৈর্ঘ্যয়োশ্চতুরষ্টৌ ক্রোশান্ ব্যাপ্তস্য ব্রজস্য নানাগৃহস্থানাং তাসাং পরোক্ষাণাং যূগপদেব

সহসা তদ্দর্শনাসম্ভবাৎ। 'অগৃহাণামগ্রতো ন' ইতি তাসাং গৃহপরিত্যাগস্য ব্যঞ্জয়িষ্যমাণত্বাৎ; মিলিত্বা কৃতবনবাসত্বাদেবাসনাদিভিস্তদাতিথ্যস্য ভ্রমরাগমনস্যাপি বক্ষ্যমাণত্বাৎ রহস্যপৃচ্ছন্নুপবিষ্টমাসনে' (শ্রীভা ১০।৪৭।৩) ইতি, 'অহং, ভর্ত্তু রহস্করঃ' (শ্রীভা ১০।৪৭।২৮) ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ, ব্রজস্য ব্রর্ত্মনি গৃহে চ কস্মিংশ্চিৎ তত্তদসমাবেশাচ্চ ॥ জী০ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীদশম-টিপ্পন্যাং ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** যদিও স্বপ্রভু কংসের প্রয়োজন সাধনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তথাপি দৈববশে সেই কংসেরই হত্যা ঘটে গেলে নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য সেখানেই কৃষ্ণকে রেখে যেহেতু পুনরায় এই ব্রজে এসেছে, তাই মনে হয় এতাদৃশ কোনও অভিপ্রায়ই হবে, এই আশয়ে বলেছেন 'কিং ইতি' অর্ধ শ্লোকে। 'প্রীতস্য' পাঠে অর্থ—পূর্ব কর্মে সন্তুষ্ট স্বস্বামির নিষ্কৃতি অর্থাৎ ঊর্দ্ধ দেহিক কার্য আমাদের দ্বারা করিয়ে—নিষ্পান্ন করবে কি?—পূর্বে স্বামী কংসতো সন্তুষ্টই হল কৃষ্ণ আনয়নে, কিন্তু পরে ধনুভঙ্গে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রকাশে অসন্তুষ্ট হল। পাঠান্তরে 'প্রেতস্য' এই পাঠে অর্থ মৃত কংসের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য আমাদের মাংসদ্বারা পিণ্ড তৈরী করে সম্পাদন করবে কি? শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে—

ততঃ—স্ত্রীদের তাদৃশ উক্তি শ্রবণের পর। **স্ত্রীণাংবদন্তুষাম্**—সেই সেই গৃহবর্তিনী সকলেই ঐরূপ বলতে থাকলে, অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে পরস্পর ঐরূপ জল্পনা হতে থাকলে। 'স্ত্রীণাং' [অনাদরে ষষ্ঠি] স্ত্রীদের কথাবার্তা শুনেও যেন শোনেন নি, এরূপ আচরণের দ্বারা শ্রীউদ্ধবের তাদের প্রতি আদর ব্যঞ্জিত হল না, অনাদরই ব্যঞ্জিত হল। **অগাৎ**—তথায় উপস্থিত হলেন, যথায় সেই কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ সমদুঃখে দুঃখিত থাকায় নিত্য পরস্পর মিলিত হয়ে অবস্থান করতেন। সেই নির্জন স্থান বিশেষটি খুঁজে নিয়ে তথায় গেলেন উদ্ধব। অনুমানে এরূপ বলার কারণ—বিস্তার দৈর্ঘে ৮৪ ক্রোশ ব্যাপ্ত ব্রজের নানা গৃহে চোখের আড়ালে অবস্থিত তাদের যুগপৎ সহসা সেইরূপ দেখতে পাওয়া অসম্ভব। (ভা০ ১০।৪২।১২) শ্লোকে 'অগৃহানামন' কুব্জা প্রসঙ্গে কৃষ্ণের গৃহ ত্যাগের কথার ব্যঞ্জনায় এই ব্রজরমণীদের গৃহ পরিত্যাগের কথা পাওয়া যায়,—রমণীরা সকলে মিলে বনবাস করা হেতুই তৎকালে আসনাদি দিয়ে উদ্ধবের আতিথ্যের সমাধান ও ভ্রমর-আগমন প্রসঙ্গ আনা সম্ভব হয়েছে, পরে ৪৭ অধ্যায়ে,—'নির্জনে আননোপবিষ্ট উদ্ধবকে লজ্জাবনত রমণীগণ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—(ভাঃ ১০ ৪৭।৩), আরও "ভর্তা শ্রীকৃষ্ণের রহস্য-কার্যকারী আমি উদ্ধব, তাঁরা বার্তা শ্রবণ করুন।"—(ভা০ ১০।৪৭।২৮) ইত্যাদি প্রমাণ বাক্য।—ব্রজের পথে ও গৃহে কোন সময়েই সেই সেই সংস্থান হতে পারে না। ॥ জী০ ৪৯ ॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কংসং ঘাতয়িত্বা পুনঃ কিমর্থমাগত ইত্যাশঙ্ক্য কার্য্যং সংভাবয়ন্তি কিমিতি। তদা সাধিতেন কার্য্যেণ। প্রীতস্য ভর্ত্তুঃ। "প্রেতস্যে" তি পাঠে মৃতস্য কংসস্য-নিষ্কৃতি-

মৌর্দ্ধদেহিকং অস্মাভিঃ কৃত্বা সাধয়িষ্যতে। অস্মান্মাংসৈঃ পিণ্ডান্ কৃত্বা সাধয়িষ্যতে। অস্মান্মাংসৈঃ পিণ্ডান্ কৃত্বা দাস্যতীত্যর্থঃ ইতি বদন্তীনাং সমীপমগাৎ ॥ বি০ ৪৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণাং ভক্তচেতসাম্।
ষট্চত্বারিংশকোঽধ্যায়ো দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ষট্চত্বারিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কংসকে হত্যা করানোর পর পুনরায় কিসের জন্য বা এল,—এরূপ আশঙ্কায় সেই কার্যের কথা চিন্তা করতে করতে বলছেন, 'কিং ইতি'। তৎকালে সাধিত কার্যের দ্বারা 'প্রীতস্যভর্তুঃ' সন্তুষ্ট স্বামী কংসের 'নিষ্কৃতি' অর্থাৎ উর্দ্ধদেহিক কার্য আমাদের দ্বারা কি করে সাধিত করবে? 'প্রেতস্য' পাঠে মৃত কংসের উর্দ্ধদেহিক কার্য আমাদের দ্বারা করিয়ে নিষ্পন্ন করবে কি? অর্থাৎ আমাদের মাংস দ্বারা পিণ্ড তৈরী করে কংসের উদ্দেশে দিবে কি? ॥ বি০ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত
দশমে চত্বারিংশো অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।